Naya Jamana.....12 June....2026...new_Layout 1 11-07-2026 11:44 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ২৬ আষাঢ় ।। ১৪৩৩।। শনিবার ১১ জুলাই ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৫৪১ সংখ্যা।। ১৪ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

সোমেই লাগু গুন্ডাদমন আইন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নয়া জামানা ঃ রাজ্য বিধানসভায় ধ্বনিভোটে পাশ হয়েছে গুন্ডাদমন বিল এবং আগামী সোমবার থেকে গোটা রাজ্যে তা লাগু হতে চলেছে। শুক্রবার বহরমপুরে দাঁড়িয়ে একথা জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, এই আইন কার্যকর হওয়ার ফলে আর কখনও সামশেরগঞ্জ কিংবা ধুলিয়ানের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না।প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে সিএএ পাশের পর বাংলায় অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা এবং হাওড়ায় সে সময় ব্যাপক অশান্তির পরিবেশ তৈরি হয়। প্রতিবাদের নামে বিভিন্ন জায়গায় ট্রেন, বাস এবং সরকারি সম্পত্তিতে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছিল। রাজ্যে পালাবদলের পর সেই সরকারি সম্পত্তি নষ্টের অভিযোগে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। এই প্রসঙ্গ টেনেই শুক্রবার বহরমপুরে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, রেল-বাস জ্বালানো কিংবা পুলিশকে মারধরের মতো ঘটনা এখন অতীত। নারী সুরক্ষা ও পাচার রোধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি। সংশ্লিষ্ট মামলাগুলির বিচারও দ্রুত হবে বলে আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, সামশেরগঞ্জ বা ধুলিয়ানে যা ঘটেছিল, তা আর ঘটতে দেওয়া হবে না এবং তেমন কিছু হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নিয়ম মেনে সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে বলেও জানান তিনি, এবং আগামী সোমবার থেকেই গোটা রাজ্যে এই গুন্ডাদমন আইন কার্যকর হবে বলে নিশ্চিত করেন।উল্লেখ্য, গত ২৯ জুন রাজ্য বিধানসভায় পাশ হয় পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সেফটি অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ অ্যান্টি-সোশাল অ্যাক্টিভিটিজ বিল,

২০২৬, যা সংক্ষেপে গুন্ডাদমন বিল নামে পরিচিত। বিলের খসড়া অনুযায়ী, প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণের দ্বিগুণ পর্যন্ত দৃষ্টান্তমূলক ক্ষতিপূরণ বা জরিমানা চাপানোর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট কমিশনকে। সরকারের বক্তব্য, বর্তমান আইন এই রাজ্যে আইনের শাসন কায়েম রাখার জন্য যথেষ্ট নয়, তাই পুলিশ ও তদন্তকারী সংস্থাকে বাড়তি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে নতুন বিলে। তৃণমূল আমলে তোলাবাজি, সিন্ডিকেট-রাজ ও গুন্ডামি চরম আকার নিয়েছিল বলে দাবি করে সরকার একে রুখতে এই আইনকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেছে।বিলে সমাজবিরোধী কাজের সংজ্ঞা বেশ বিস্তৃত করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের মনে আতঙ্ক তৈরি করে বা নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দেয়, এমন যে কোনও কাজকেই এই সংজ্ঞার আওতায় আনা যাবে। এর মধ্যে রয়েছে জনশৃঙ্খলা নষ্ট করা, জীবন বা সম্পত্তির ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি করা, বৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য বা পেশায় বাধা দেওয়া, বেআইনিভাবে কারও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দখল, সরকারি বা বেসরকারি সম্পত্তির ক্ষতিসাধন, খনি-বালি-পাথর বা অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের বেআইনি উত্তোলন এবং বন্যপ্রাণী বা বনজ সম্পদের ক্ষতি। অর্থাৎ, শুধু রাজনৈতিক হিংসাই নয়, তোলাবাজি, জমি দখল, সিন্ডিকেট-কারবার, বেআইনি খনি বা বালি ব্যবসা, সম্পত্তি ভাঙচুর এবং ব্যবসায় বাধাদান; সবকিছুকেই এই আইনের আওতায় আনার সংস্থান রাখা হয়েছে।

বঙ্গ সফরে শাহ

নয়া জামানা ঃ ৬ জুলাইয়ের পর ১৮ জুলাই। একই মাসে দ্বিতীয়বার বঙ্গে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আগামী সপ্তাহে দু'দিনের রাজ্য সফরে একাধিক কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকার রাজ্যে শিল্পায়নে জোর দিয়েছে। তারই অংশ হিসেবে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি কারখানার কাজ চলবে। দ্রুত তা চালু হবে। সূত্রের খবর, হাওড়ার সাঁকরাইলে বিখ্যাত আমুল সংস্থার দই কারখানার উদ্বোধন হবে আগামী ১৮ তারিখ। সেই উপলক্ষেই শাহর আগমন বলে খবর। সেইসঙ্গে সাংগঠনিক বৈঠকও করবেন তিনি।

উপনির্বাচনের প্রচার

নয়া জামানা ঃ রাজ্যে ২৯৪ আসনের মধ্যে ২০৮টিতে জিতে সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে বিজেপি। এবার লক্ষ্য, এই আসন সংখ্যা আরও বাড়ানোর। সেই লক্ষ্য নিয়েই বকলমে উপনির্বাচনের প্রচার শুরু করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার মুর্শিদাবাদের রেজিনগরের জনসভা থেকে তাঁর আবেদন, উন্নয়ন চাইলে পদ্মফুল ফোটান, দুহাত ভরে দেব। এ প্রসঙ্গে নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর , দুই আসনের কথাই উল্লেখ করেন শুভেন্দু। তবে অবশ্য বিশেষ জোর দিলেন হুমায়ুন কবীরের ছেড়ে আসা আসন রেজিনগর।

ক্ষুব্ধ খাদ্যমন্ত্রী !

নয়া জামানা ঃ সারপ্রাইজ ভিজিটে গিয়ে খোদ এফসিআইয়ের গুদামে নিম্নমানের চাল দেখে ক্ষুব্ধ খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া। সঙ্গে সঙ্গে আটকে দিলেন বণ্টন। খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকদের সাফ জানালেন, এই চাল নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এগুলো পাঠাবেন না। পরে বেশ কিছু বস্তা থেকে চালের নমুনা সংগ্রহ করে তা পরীক্ষা করার জন্য রাজ্যের ল্যাবে পাঠানোরও নির্দেশ দেন খাদ্যমন্ত্রী। শুক্রবার পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের এফসিআই গুদামে পরিদর্শনে গিয়ে বেশ কিছু বস্তায় নিম্নমানের চাল দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া।

খুলছে জুটমিল

নয়া জামানা ঃ রাজ্যে পালাবদলের পরেই গঙ্গাপাড়ে বারাকপুর এলাকায় একাধিক বন্ধ জুটমিল খুলতে শুরু করেছে। এবার হুগলির গঙ্গাপাড়ের বন্ধ জুটমিলও খুলবে। রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের উদ্যোগে বন্ধ জুটমিল খোলা শুরু হয়েছে। এবার চন্দননগরের গোন্দলপাড়া, শ্রীরামপুরের ইন্ডিয়া, এবং রিষড়ার হেস্টিংস ও ওয়েলিংটন জুটমিল খুলবে।

মমতার পাল্টা রাজ্য কমিটি ঋতব্রত তৃণমূলের

রাজ্য সভাপতি বিপ্লব মিত্র জাতীয় কর্মসমিতিতে চন্দ্রিমা

নয়া জামানা ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ ডামাডোলের আবহে দলীয় রাশ নিজের হাতে শক্ত করতে সর্বভারতীয় চেয়ারপার্সনের পাশাপাশি সম্প্রতি নিজেকে রাজ্য সভাপতি হিসেবেও ঘোষণা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সেই একাধিপত্যের পাল্টা চাল দিল ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল শিবির। শুক্রবার তপসিয়ার একটি হোটেলে দীর্ঘক্ষণ বৈঠকের পর ঋতব্রত তাঁদের শিবিরের তথা আসল তৃণমূলের নতুন পদাধিকারীদের নাম ঘোষণা করেন।ঋতব্রত জানান, তাঁদের শিবিরের রাজ্য সভাপতি হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে বিপ্লব মিত্রকে এবং কার্যকরী সভাপতি করা হয়েছে জাভেদ খানকে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, রাজ্য রাজনীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একচ্ছত্র কর্তৃত্বকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতেই তাঁর বিপরীতে বিপ্লব মিত্রকে ময়দানে নামাল ঋতপন্থী শিবির। এর পাশাপাশি দলের সর্বভারতীয় স্তরে রণকৌশল নির্ধারণের জন্য জাতীয় কর্মসমিতিতে নতুন সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে।দলের বিভিন্ন মোর্চা ও শাখা সংগঠনগুলিতেও বড়সড় রদবদল ঘটিয়েছে ঋতব্রত-শিবির। তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের নতুন সভাপতি করা হয়েছে সাবিনা ইয়াসমিনকে, আর কার্যকরী সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শিউলি সাহাকে। শিক্ষাঙ্গনে দলের জমি শক্ত করতে তৃণমূল ছাত্রপরিষদের চেয়ারম্যান করা হয়েছে কোহিনুর মজুমদারকে এবং এই ছাত্র সংগঠনের নতুন সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সুদীপ রাহাকে। যুব সমাজের প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে তৃণমূল যুব-কংগ্রেসের সভাপতি করা হয়েছে আনিসুর রহমান বিদেশকে, আর কার্যকরী সভাপতি করা হয়েছে সৌরভ বসুকে।এ ছাড়াও শ্রমিক, কৃষক ও অনগ্রসর সমাজকে রাজনৈতিক বার্তা দিতে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সেলেই নতুন মুখ এনেছে ঋতব্রত-শিবির। তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নতুন সভাপতি করা হয়েছে নির্জল দে-কে, সংখ্যালঘু সেলের শীর্ষ পদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বাহারুল ইসলামকে এবং কৃষক সংগঠনের সভাপতি মনোনীত হয়েছেন নিশীথকুমার মালিক। পাশাপাশি দলীয় তফশিলি জাতি ও উপজাতি মোর্চা তথা এসসি-এসটি সেলের সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আশিস মার্জিতকে।

আয়ুষ্মান না পেলে মিলবে ৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্যবিমা, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

নয়া জামানা ঃ আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধা যাঁরা পাবেন না, তাঁদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনার আওতায় ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিমার সুবিধা দেওয়া হবে। মুর্শিদাবাদের রেজিনগর থেকে এমনই বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি স্পষ্ট বলেন, যাঁরা আয়ুষ্মান ভারত পাবেন না, তাঁদের মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমার অধীনে ৫ লক্ষ টাকার বিমা দেওয়া হবে।উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারতের অন্তর্ভুক্তির কাজ রাজ্যে চলছে এবং সেই সঙ্গে চলছে ফর্ম ফিলআপের প্রক্রিয়াও। তবে ঠিক কারা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন, তা নিয়ে মানুষের মনে সংশয় তৈরি হয়েছিল। শুক্রবার মুর্শিদাবাদে একটি জনসভা থেকে সেই সংশয় দূর করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানিয়ে

দেন, আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা না পেলেও কেউ বঞ্চিত হবেন না, কারণ তাঁরা আলাদা প্রকল্পের অধীনে সরকারি স্বাস্থ্যবিমা পাবেন।সভায় মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের সাড়ে ছয় কোটি মানুষকে আয়ুষ্মান ভারতের আওতায় আনার লক্ষ্য নিয়েছে সরকার। যাঁরা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না, তাঁদের মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনার অধীনে ৫ লক্ষ টাকা করে বিমার সুবিধা দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি। শুধু রাজ্যের মধ্যেই নয়, ভিনরাজ্যেও যাতে এই প্রকল্পের সুবিধা মেলে, সেই ব্যবস্থাও সরকার করবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।শুধু আয়ুষ্মান ভারত বা মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনা নয়, রেজিনগরের সভা থেকে আরও একাধিক সরকারি প্রকল্পের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন শুভেন্দু অধিকারী। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা থেকে শুরু করে জি রামজি প্রকল্প রাজ্যে সুষ্ঠুভাবে চালু হওয়ার কথাও জানান তিনি। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি যোজনায় কেন্দ্রীয় ৬ হাজার টাকার সঙ্গে রাজ্যের তরফে আরও ৩ হাজার টাকা যুক্ত হবে বলে ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি পরিযায়ী শ্রমিক সমস্যায় জর্জরিত মুর্শিদাবাদে দাঁড়িয়ে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, বিজেপি সরকার পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করবে।

কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতে এত আপত্তি কেন ? অভিষেককে তুলোধনা মন্ত্রী অগ্নিমিত্রার

নয়া জামানা ঃ আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতে আপত্তি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি প্রশ্ন তোলেন, আদালত যখন নির্দেশ দিয়েছে, তখন তা চ্যালেঞ্জ করার কারণ কী এবং কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতে এত আপত্তি কীসের। তিনি বলেন, বাংলার মানুষকে এই প্রশ্নের জবাব দিতেই হবে অভিষেককে। মন্ত্রীর স্পষ্ট বক্তব্য, দুর্নীতি, হুমকি ও অত্যাচারের বিচার হতেই হবে।অভিষেকের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও নিশানা করে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, দীর্ঘদিন ধরে শাসকদল নিজেদের আইন ও ঈশ্বরেরও উর্ধ্বে মনে করত বলেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সারদা মা আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। তবে এবার আদালত ও বাংলার মানুষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিতে হবে অভিষেককে, এমনই মন্তব্য করেন তিনি।উল্লেখ্য, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কালীঘাটের কাকু নামে পরিচিত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বর তদন্তকারী সংস্থা ইডি-র কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হয়ে উঠেছে। মোবাইল ফোন থেকে উদ্ধার হওয়া একটি ভয়েস ক্লিপিংয়ে ফোন থেকে তথ্য মুছে ফেলার নির্দেশ দিতে শোনা গিয়েছিল সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে বলে দাবি

ইডি-র। সংস্থাটির দাবি, ওই ভয়েস ক্লিপিংয়ের সঙ্গে ইতিমধ্যেই মিলে গিয়েছে সুজয়কৃষ্ণের কণ্ঠস্বর। কয়েকশো কোটি টাকার নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হওয়া কালীঘাটের কাকু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্থা লিপস অ্যান্ড বাউন্সের কর্মী ছিলেন বলেও জানা গিয়েছে। সিবিআইয়ের চার্জশিটে নাম থাকা অরুণ হাজরা এই কাকুকে ৭৮ কোটি টাকা দিয়েছিলেন বলে দাবি করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি।অন্যদিকে, মিডলম্যান তাপস মণ্ডলের দাবি অনুযায়ী, বেআইনি নিয়োগের জন্য কালীঘাটের কাকুকে তিনি ১৯ কোটি টাকা দিয়েছিলেন। কাকুর হাত ঘুরে শেষ পর্যন্ত এই বিপুল অঙ্কের টাকা কার কাছে পৌঁছেছে, তারই উত্তর খুঁজছে তদন্তকারী সংস্থা। জোরকদমে চলছে তদন্ত প্রক্রিয়া। এই মামলায় আগামী দিনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর চাপ আরও কতটা বাড়ে, এখন সেটাই দেখার বিষয়।

এমবাপে-দেম্বেলের জোড়া ফলায় স্বপ্নভঙ্গ মরক্কোর, সেমিফাইনালে ফ্রান্স

নয়া জামানা ঃফ্রান্স ২ (এমবাপে, দেম্বেলে)মরক্কো ০চার বছর আগে কাতার বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে হৃদয়ভাঙার গল্প লিখেছিল ফ্রান্স। অ্যাটলাস লায়ন্স খ্যাত মরক্কোর কাছে এবার ছিল সেই অপূর্ণ হিসাব মেটানোর সুযোগ। কিন্তু ফুটবল মাঝেমধ্যেই বড় নির্মম হয়ে ওঠে। কোয়ার্টার ফাইনালের বদলার ম্যাচে ফের একবার মরক্কোকে হারিয়ে সেমিফাইনালে পা রাখল ফ্রান্স। কিলিয়ান এমবাপে ও উসমান দেম্বেলের জোড়া গোলে ২-০ ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিলেন দিদিয়ের দেশাঁর ছেলেরা।ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে ফ্রান্স। এমবাপে, দেম্বেলে, মাইকেল ওলিসে ও দেজিরে দুয়ের নেতৃত্বে একের পর এক আক্রমণ শানায় তারা, তবে প্রতিবারই মরক্কোর জমাট রক্ষণ এবং গোলরক্ষক ইয়াসিন বোনোর দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে বাধা পায় সেসব প্রচেষ্টা। ২৫ মিনিটে পেনাল্টি পায় ফ্রান্স, যখন আশরাফ হাকিমির কাছ থেকে বল কেড়ে নিয়ে এমবাপেকে পাস বাড়ান দুয়ে এবং বক্সের মধ্যে তাঁকে ফাউল করেন নৌসের মাজরাউই। দীর্ঘ ভিএআর পর্যালোচনার পর পেনাল্টির সিদ্ধান্ত বহাল থাকলেও এমবাপের দুর্বল স্পট-কিক রুখে দেন বোনো। এরপরও দেম্বেলে ও দুয়ের একাধিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে লুকাস ডিগনের জোরাল শট ক্রসবারে লেগে ফেরত আসে। অন্যদিকে পাল্টা আক্রমণে ব্রাহিম দিয়াজ কয়েকবার সুযোগ তৈরি করলেও উইলিয়াম সালিবার দৃঢ় রক্ষণ ভাঙতে পারেননি তিনি। বল দখলে ৬৩ শতাংশ এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও গোলশূন্য অবস্থায় বিরতিতে যায় দুই দল।দ্বিতীয়ার্ধে সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারায় দেখা যায় ফ্রান্সকে। ৬০ মিনিটে তিন মরক্কো ডিফেন্ডারকে টপকে বক্সের বাইরে থেকে বাঁক খাওয়ানো শটে দলকে এগিয়ে দেন এমবাপে; চলতি বিশ্বকাপে যা তাঁর অষ্টম গোল এবং সব মিলিয়ে বিশ্বকাপে ২০তম গোল। এরপর ৬৬ মিনিটে ওলিসের পাস থেকে এমবাপের সেট-আপ কাজে লাগিয়ে নিচু শটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন দেম্বেলে,
যা চলতি আসরে তাঁর পঞ্চম গোল। সেমিফাইনালের কথা মাথায় রেখে ৭৭ মিনিটে এমবাপেকে তুলে নেন কোচ দেশাঁ। শেষ দিকে হাকিমি, আজেদিন উনাহি, এল আইনাউইদের চেষ্টাও কাজে আসেনি মরক্কোর জন্য। বোনো না থাকলে ব্যবধান আরও বড় হতে পারত বলেই মত বিশ্লেষকদের।এই জয়ের ফলে
২০২২ কাতার বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের মতোই মরক্কোর বিরুদ্ধে ২-০ ব্যবধান ধরে রেখে ফের সেমিফাইনালে পা রাখল ফ্রান্স। শেষ চারে তাদের প্রতিপক্ষ হতে চলেছে স্পেন অথবা বেলজিয়াম।

আইনের শাসন কী, এখন মানুষ তা বুঝতে পারছে ঃ মন্ত্রী দিলীপ

নয়া জামানা আইনের শাসন কী, তা এখন মানুষ উপলব্ধি করতে পারছেন এবং আগামী দিনেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে। এদিন পুরশুড়ায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই মন্তব্য করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত, কৃষি বিপণন ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।এদিন বিকেলে পুরশুড়ায় হুগলি চেম্বার অব কমার্সের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন মন্ত্রী। এরপর সন্ধ্যায় আরামবাগ শহরে রাইস মিল অ্যাসোসিয়েশনের সংবর্ধনা সভাতেও উপস্থিত হন তিনি। সেখানেই সাম্প্রতিক বারুইপুর ঘটনা প্রসঙ্গে সরকারের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন দিলীপ ঘোষ। তাঁর দাবি, সরকার যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা বাস্তবায়িত করেছে। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে বলে জানান তিনি। মন্ত্রীর কথায়, প্রশাসন যা বলে, তা কার্যকর করেই দেখায়।দুষ্কৃতীদের মৃত্যু নিয়ে যাঁরা প্রতিবাদে সরব হয়েছেন।

২
১১ জুলাই ২০২৬

সম্পাদকীয়

নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

শক্তি যখন বৈচিত্রে

বাজেটের দিন জানা গেল, কলকাতা পূর্ণাঙ্গ জেলা হতে চলেছে। ঘোষণাটি শুনে বিস্মিত হওয়ার কারণ নেই। তৃণমূল আমল থেকেই পশ্চিমবঙ্গে নতুন জেলা তৈরি প্রায় নিয়মিত প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছিল। সেই ধারাতেই বসিরহাট, সুন্দরবন, জঙ্গিপুর, আরামবাগের মতো নতুন জেলার কথা এসেছে। কিন্তু কলকাতার বিষয়টি আলাদা। কলকাতা আগে থেকেই জেলা ছিল; এ বার তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে 'পূর্ণাঙ্গ' বিশেষণ। তাই প্রশ্নটি শুধু প্রশাসনিক নয়, ঐতিহাসিকও।ক্ষমতায় আসার কিছু দিনের মধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পৃথক কলকাতা কালেক্টরেট গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আলাদা কালেক্টরও নিযুক্ত হয়েছিলেন। যুক্তি ছিল প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি। কিন্তু উদ্যোগটি শেষ পর্যন্ত পূর্ণতা পায়নি। কালেক্টরেট তৈরি হলেও প্রশাসনিক কাঠামোয় তার কার্যকর ভূমিকা গড়ে ওঠেনি। ফলে এ বারের সিদ্ধান্ত কত দ্রুত এবং কী ভাবে বাস্তবায়িত হয়, সেটাই এখন দেখার বিষয়। বিজেপি যে-হেতু এখন অনেক বেশি শক্তিশালী সাংগঠনিক অবস্থানে রয়েছে, তাই পূর্বতন পরিকল্পনা এ বার বাস্তব রূপ পেতে পারে।ভারতের অধিকাংশ জেলার প্রশাসনিক কেন্দ্রবিন্দু হলেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলাশাসক। ঔপনিবেশিক আমলে এই ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল এমন অঞ্চলগুলির জন্য, যেখানে রাজধানী অনেক দূরে, যোগাযোগ দুর্বল এবং সরকারের এক জন সর্বময় প্রতিনিধি প্রয়োজন। জেলাশাসক সেই ভূমিকাই পালন করতেন। কিন্তু কলকাতার ইতিহাস ভিন্ন। এক সময়ে এই শহর ছিল ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী, পরে পূর্ব ভারতের প্রধান মহানগর। ফলে এখানে সাধারণ জেলাপ্রশাসনের বদলে গড়ে উঠেছে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান। কলকাতা পুরসভা, কলকাতা বন্দর, বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চ আদালত; প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেরই আলাদা প্রশাসনিক ঐতিহ্য রয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের ক্ষেত্রেও কলকাতা ব্যতিক্রম। কলকাতা পুলিশ কেবল একটি কমিশনারেট নয়; এটি ভারতের প্রাচীনতম এবং বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন পুলিশ কমিশনারেট। এখানে পুলিশ কমিশনারের ধারণা কখনও কোনও জেলারপুলিশ সুপারের সম্প্রসারিত সংস্করণ ছিল না। মহানগর পরিচালনার একটি পৃথক দর্শন থেকেই এই ব্যবস্থার জন্ম।এই কারণেই নতুন সিদ্ধান্তের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম প্রশাসনিক প্রশ্ন লুকিয়ে আছে। সাধারণ জেলায় প্রশাসনিক নেতৃত্বের কেন্দ্রে থাকেন এক জন আইএএস অফিসার। কলকাতায় বহু দিন ধরেই বাস্তব প্রশাসনিক কাঠামোয় পুলিশ কমিশনারের ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ণাঙ্গ জেলা ঘোষণার ফলে সেই ভারসাম্যে কোনও পরিবর্তন আসবে কি? আইএএস ও আইপিএস; দুই শীর্ষ প্রশাসনিক কাঠামোর সম্পর্ক নতুন করে সংজ্ঞায়িত হবে কি? এখনই তার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু প্রশ্নটি উড়িয়ে দেওয়ারও সুযোগ নেই।এখানেই বিতর্কের সূত্রপাত। কলকাতার কি আদৌ এক জন জেলাশাসক প্রয়োজন? সমর্থকদের যুক্তি, শহরের অসংখ্য দফতর ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় আরও বৃদ্ধি করতে এক জন জেলাশাসক প্রয়োজন। বিরোধীরা বলবেন, কলকাতার সমস্যা সমন্বয়ের অভাব নয়; বরং অতিরিক্ত স্তরবিন্যাস। নতুন একটি প্রশাসনিক স্তর যোগ হলে দক্ষতা বাড়বে, তার নিশ্চয়তা নেই; উল্টে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া আরও জটিল হতে পারে।প্রশ্নটি উড়িয়ে দেওয়ার নয়। কারণ দু'শো বছরেরও বেশি সময় ধরে কলকাতা কার্যত জেলাশাসকের প্রচলিত কাঠামো ছাড়াই পরিচালিত হয়েছে। মহানগরের প্রয়োজন মেনে এখানে গড়ে উঠেছে পৃথক পুলিশ কমিশনারেট, শক্তিশালী পুরপ্রশাসন, বন্দর-কেন্দ্রিক স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান এবং পরবর্তী সময়ে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। কলকাতা কখনও শুধু একটি জেলা ছিল না; সে ছিল একটি মহানগর। সেই কারণেই তার প্রশাসনিক বিবর্তনও ঘটেছে বিশেষায়নের পথে। এই বাস্তবতার মধ্যেই নতুন সিদ্ধান্তকে বিচার করতে হবে। যে কাঠামো এত দিন ধরে একটি বিশেষ ধরনের নগর প্রশাসনের ভিত্তি হয়ে উঠেছে, তার সঙ্গে নতুন জেলাপ্রশাসনের সম্পর্ক কী হবে; সেই প্রশ্নের উত্তর এখনও অজানা।এখানেই জনপ্রশাসনের একটি মৌলিক তত্ত্ব প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। প্রশাসনিক সংস্কার মানে শুধু নতুন দফতর, নতুন পদ বা নতুন প্রশাসনিক সীমানা তৈরি করা নয়; আসল প্রশ্ন হল, বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দায়িত্বের বিভাজন কতটা স্পষ্ট, সমন্বয় কতটা কার্যকর এবং নাগরিকের কাছে পরিষেবা কতটা সহজলভ্য। অর্থাৎ নতুন কোনও প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি হলেই যে প্রশাসন দক্ষ হবে, এমন কোনও স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম নেই। সেই কারণেই প্রশ্ন উঠতে পারে, সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ড, নির্মীয়মাণ গুদামঘর ভেঙে শ্রমিক-মৃত্যু বা নাগরিক পরিষেবার নানা সমস্যার সমাধান কি কলকাতায় এক জন জেলাশাসক এলেই হয়ে যাবে?

মাছে ভাতে বাঙালিকে
নিরামিষাশী বানানোটাই উদ্দেশ্য ?

লিখেছেন ত্রিয়াশা লাহিড়ী

দেশের অর্থনীতি যত দুর্বল হয়েছে, বেকারত্বের সংকট যত বৃদ্ধি পেয়েছে, সময়ের সাথে রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র, কলকাতা শহরের সরকারি স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিলের প্রয়োজনীয়তার ছবিও বদলেছে। আগে অনেক অভিভাবক বলতেন, কলকাতার স্কুলে মিড-ডে মিল খাওয়ানোর কী দরকার? গ্রামের স্কুলগুলোতে খাওয়ালে ওরা একটু বেশি খেতে পায়! লকডাউনের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর আজ এ'কথা বলতে পারেন, এমন অভিভাবকের সংখ্যা নিঃসন্দেহে কমেছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের রাজ্য বাজেট পেশ হয়েছে।

দেশের অর্থনীতি যত দুর্বল হয়েছে, বেকারত্বের সংকট যত বৃদ্ধি পেয়েছে, সময়ের সাথে রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র, কলকাতা শহরের সরকারি স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিলের প্রয়োজনীয়তার ছবিও বদলেছে। আগে অনেক অভিভাবক বলতেন, কলকাতার স্কুলে মিড-ডে মিল খাওয়ানোর কী দরকার? গ্রামের স্কুলগুলোতে খাওয়ালে ওরা একটু বেশি খেতে পায়! লকডাউনের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর আজ এ'কথা বলতে পারেন, এমন অভিভাবকের সংখ্যা নিঃসন্দেহে কমেছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের রাজ্য বাজেট পেশ হয়েছে। সেখানে অর্থমন্ত্রী ড স্বপন দাশগুপ্ত ঘোষণা করেন, কলকাতা পুরসভা এলাকার স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিলের খাবারের দায়িত্বে থাকবে ইসকন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, 'পাইলট প্রোজেক্ট' হিসেবে কলকাতার স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিলের খাবার সরবরাহ করবে ইসকন। বিজেপি সরকার বাজেটে প্রাথমিক স্তরে মিড-ডে মিল খাতে বরাদ্দ মাথাপিছু ৬ টাকা ৭৮ পয়সা থেকে ১০ টাকা করেছে। আগে ছিল ৬ টাকা ৭৮ পয়সা। তবে উচ্চ প্রাথমিকে বরাদ্দ ১০ টাকা ১৭ পয়সার কোনো পরিবর্তন হয়নি। অথচ, প্রাথমিকের তুলনায় উচ্চ-প্রাথমিকেই পড়ুয়াদের সংখ্যা বেশি। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাদের শরীরে খাবারের চাহিদাও বাড়ে। তাহলে উচ্চ প্রাথমিক স্তরে কেন মিড-ডে মিলের বরাদ্দ টাকার পরিমাণ প্রাথমিক স্তরের প্রায় সমান হবে, এই নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়! মিড-ডে মিলের মতো সরকারি প্রকল্পের দায়ভার কেনই বা কোনো টেন্ডার ছাড়া বে-আইনিভাবে তুলে দেওয়া হবে বেসরকারি সংস্থার হাতে?আমরা জানি, ইসকন একটি ধর্মীয় সংগঠন। ফলতঃ খুব স্বাভাবিকভাবেই, ইসকন তাদের ধর্মীয় আবেগকে অক্ষুণ্ণ রেখে পড়ুয়াদের সাত্ত্বিক ও সম্পূর্ণ নিরামিষ খাবার খাওয়াবে। বর্তমানে কলকাতার সরকারি স্কুলগুলিতে যারা পড়াশোনা করে, তাদের সিংহভাগই সাধারণত নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং গরীব বাড়ির সন্তান। আমি নিজে কলকাতার একটি আধা-সরকারি স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রী। আমি যে স্কুলে পড়েছি, সেই স্কুলের শ্রেণী নির্বিশেষে সকলেই মিড-ডে মিলের লাইনে দাঁড়িয়ে একটু ঘুগনি, একটু আলুর দম, এবং অবশ্যই একটা করে ডিম নিত। আমাদের স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা কম থাকায় উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ছাত্রীরাও খাবার নিত। আমরা যখন স্কুল ছাড়ছি, একটা অদ্ভুত বিষয় লক্ষ্য করেছিলাম; মিড-ডে মিলের লম্বা লাইন টিফিন-টাইমের অর্ধেক পেরিয়ে যাবার পরও শেষ হয় না। মেয়েরা পাত পেড়ে মিড-ডে মিলের খাবার খায়। বাড়ি থেকে টিফিন আনে অল্প কয়েকজন। অর্থাৎ দেশের অর্থনীতি যত দুর্বল হয়েছে, বেকারত্বের সংকট যত বৃদ্ধি পেয়েছে, সময়ের সাথে রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র, কলকাতা শহরের সরকারি স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিলের প্রয়োজনীয়তার ছবিও বদলেছে। আগে অনেক অভিভাবক বলতেন, কলকাতার স্কুলে মিড-ডে মিল খাওয়ানোর কী দরকার? গ্রামের স্কুলগুলোতে খাওয়ালে ওরা একটু বেশি খেতে পায়! লকডাউনের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর আজ এ'কথা বলতে পারেন, এমন অভিভাবকের সংখ্যা নিঃসন্দেহে কমেছে।

এখন আসা যাক, ইসকনের নিরামিষ খাবার নিয়ে এত হইহই রব উঠেছে কেন? প্রাণীজ প্রোটিনের বদলে প্রক্রিয়াজাত প্রোটিন কি আদৌ নিরাপদ? পুষ্টিবিদদের মতে, প্রাণীজ প্রোটিন (মাছ, মাংস, দুধ, ডিম) হল কমপ্লিট প্রোটিন। প্রাণীজ প্রোটিন থেকে মানবদেহের পেশী গঠনে সাহায্যকারী ৯টি অ্যামাইনো অ্যাসিডই পাওয়া যায়। প্রাণীজ প্রোটিন অনেক বেশি সহজপাচ্য। ডিমে থাকে ভিটামিন ডি এবং বি ১২। এর সাথে ডিমে উপস্থিত কোলিন শিশুদের মস্তিষ্ক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ডিমে থাকা সেলেনিয়াম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এক কথায় ডিম একটি 'সুপার ফুড'। গরীব পড়ুয়াদের মিড-ডে মিল থেকে ডিম কেড়ে নিয়ে বিজেপির নেতামন্ত্রীরা যুক্তি দিচ্ছেন, ডিমের সমান প্রোটিন বাচ্চারা রাজমা, সয়াবিন আর পনির থেকে পাবে। এই তথ্য একেবারেই ভুয়ো। কারণ, প্রক্রিয়াজাত প্রোটিনের (সয়াবিন, পনির) বায়োলজিকাল ভ্যালু প্রাণীজ প্রোটিনের তুলনায় অনেকটাই কম। উদ্ভিজ্জ প্রোটিন এবং প্রক্রিয়াজাত প্রোটিনে অ্যামাইনো অ্যাসিডের মাত্রা থাকে কম। কেবলমাত্র পুষ্টিগুণের কথা মাথায় রেখে নয়, স্কুলপড়ুয়াদের স্বাদকোরক রাজমা, সয়াবিন, পনিরে তৃপ্ত হয় না। এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম সরকারি স্কুলের শিশু এবং তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে জানতে চেয়েছে, মিড-ডে মিলের নতুন খাদ্যতালিকা নিয়ে তাদের কী মত! সকলেই ডিম সরিয়ে নেওয়ার বিরোধিতা করেছে। বাচ্চারা বলেছে, সয়াবিন নয়, তাদের পছন্দের খাবার ডিম। বিজেপির যে নেতামন্ত্রীরা ইসকনের নিরামিষ খাবারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তারা কি রোজ দু-বেলা নিরামিষ খায়? মাছ, মাংস, ডিমের বদলে সয়াবিন আর পনির খায়? বিজেপির বিধানসভা নির্বাচনে জেতা বিধায়করা অনেকেই মিডিয়ার সামনে মাছ-ভাত খেয়ে প্রমাণ করেছিলেন, বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসলে কাউকে নিরামিষ খেতে বাধ্য করবে না! কিন্তু ভোটে জেতার পর আমরা দেখলাম তারা তাদের চেনা ছকে ফিরেছে। বিজেপির এই সিদ্ধান্তে দেখলাম, কলকাতার ভদ্রবিত্তরা আপ্লুত। ডিম যেন মুসলমানদের খাবার! সয়াবিনই বাঙালি হিন্দুদের একমাত্র প্রোটিন সোর্স। যাদের সন্তানরা বেসরকারি স্কুলে পড়ে, যারা মিড-ডে মিলের খাবারের উপর নির্ভরশীল নন, তারা ছাড়া আর কাউকে দেখিনি এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাতে। কারণ যারা সরকারি স্কুলে পড়ে, তারা অনেকেই বাড়িতে সপ্তাহে দু'দিন ডিম খেতে পায় না। অথবা, বাড়িতে খেতে পেলেও, স্কুলের মিড-ডে মিলের ডিমটা আহ্লাদ করে খায়। মিড-ডে মিল প্রকল্প শুরুই হয়েছিল শিশুদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে পুষ্টির অভাব পূরণ করতে, গরীব পড়ুয়াদের স্কুলমুখী করে তুলতে, স্কুলছুট পড়ুয়ার সংখ্যা কমাতে, সব ধর্ম ও জাতির সন্তানদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তুলতে। আজ যদি সরকারের হাত থেকে সেই প্রকল্প অচিরেই বেসরকারি সংস্থার হাতে গিয়ে পড়ে, তাদের কি দায় থাকবে এই প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলি সঠিক পদ্ধতিতে সাধন করার? তাছাড়া, একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশে, সরকারি প্রকল্পে ধর্মীয় সংস্থানকে যুক্ত করা কি আদৌ যুক্তিযুক্ত বিষয়?পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে ইসকনের জন্য সরকারি স্কুলের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করে দিল, সেই ইসকনের নামে একাধিক জায়গায় শিশুদের যৌন হেনস্তার মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। কয়েকদিন আগে নেপালের কাঠমান্ডুতে বুধানীলকণ্ঠ পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাসনেস (ইসকন)-এর এক পরিচালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির নাম সুরজকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ। ইসকনে অধ্যয়নরত শিশুদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার মায়াপুরে অবস্থিত ইসকন মন্দিরের প্রধান সমন্বয়কারী ও সন্ন্যাসী জগদার্তিহা দাস নিখোঁজ হয়ে গেছিলেন। মন্দিরের এক নিরাপত্তারক্ষী তাঁর বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করার পর থেকেই তাঁর খোঁজ মিলছিল না। নবদ্বীপ থানায় দায়ের করা এফআইআরের অভিযোগ অনুযায়ী জানা যায়, ওই সন্ন্যাসী নিরাপত্তারক্ষীকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাঁর ওপর যৌন নির্যাতন করতেন। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এর আগেও ওই সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অনুরূপ অভিযোগ উঠেছিল। তবে এবারই প্রথম তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ২০২৫ সালের ২৫ নভেম্বর, ইসকন পরিচালিত স্কুলগুলিতে শিশুদের ওপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগের তদন্ত চেয়ে দায়ের হওয়া আবেদনকারীদের তাদের অভিযোগ নিয়ে ন্যাশনাল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড অ্যাবিউজ (এনসিপিসিআর)-এর দ্বারস্থ হতে নির্দেশ দেয়। এর পাশাপাশি, এর আগে গুজরাট, কর্ণাটক, ওড়িশা প্রভৃতি যে রাজ্যগুলিতে ইসকন মিড-ডে মিলের দায়িত্বে থেকেছে, সেই সমস্ত রাজ্যে ইসকনের বিরুদ্ধে লাগাতার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। ২০২০ সালে দুর্নীতির অভিযোগ এনে ইস্তফা দিয়েছিলেন ইসকনের মিড-ডে মিল প্রকল্পের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মোহনদাস পাই। ২০০০ সালে 'অক্ষয় পাত্র ফাউন্ডেশন' নামে একটি সংস্থা তৈরি করেছিল ইসকন। এই অক্ষয় পাত্র ফাউন্ডেশন ওইসময় থেকে ব্যাঙ্গালোরের সরকারি স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিলের খাবার সরবরাহ করতে শুরু করে। বর্তমানে ইসকন পরিচালিত এই অক্ষয় পাত্র ফাউন্ডেশন দেশের প্রায় ২৫,০০০ স্কুলের ২৩ লক্ষ পড়ুয়াকে মিড-ডে মিলের খাবার খাওয়াচ্ছে। এই ফাউন্ডেশন তৈরি করার বছরখানেক পর থেকে ইসকনের বিরুদ্ধে একের পর এক দুর্নীতির পাহাড় প্রমাণ অভিযোগ সামনে আসে। ইসকনের দায়িত্বশীল কর্মীরা সরকারের দেওয়া মিড-ডে মিলের চাল, গম বাইরের বাজারে বিক্রি করে দিত। খাবারের খরচ বাড়িয়ে দেখাত। সাধারণ মানুষের দানের টাকা আত্মসাৎ করে নিজেদের পকেট ভরাত। ইসকন ছেড়ে দেওয়ার পর অনেকেই ইসকন কর্তৃপক্ষের একাংশের বিরুদ্ধে ব্যাপক আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ করেছেন। ২০২১ সালে ইসকনের জন সংযোগ আধিকারিক সৌরভ ত্রিবিক্রম দাসের বিরুদ্ধে বৃন্দাবনের পুলিশ এক কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগ আনে। দুর্নীতিতে জর্জরিত তৃণমূল সরকারের প্রতি তিতিবিরক্ত হয়ে বাঙালিরা বিজেপি সরকারকে ক্ষমতায় এনেছে। অথচ, বিজেপি শাসিত বাদ বাকি রাজ্যগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যায়, দুর্নীতির পথ খুলতে এই সরকার, আগের সরকারের চেয়ে ঢের বেশি এগিয়ে। অভিভাবকদের ভেবে দেখা উচিৎ, কোনো টেন্ডার ছাড়া এমন কোনো বেসরকারি সংস্থাকে কি আদৌ সরকারি স্কুলের কোনো দায়িত্ব দেওয়া যায়? এ কি স্বল্প খরচে গরীব বাড়ির সন্তানদের সরকারি শিক্ষা লাভের পথ রোধ করে, শিক্ষাক্ষেত্রের বেসরকারিকরণের দিকে দু'কদম এগিয়ে থাকা নয়?মিড-ডে মিল প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত মিড-ডে মিল কর্মীরা। অত্যন্ত অল্প টাকায়, মিড-ডে মিলের রান্না করত, আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবার থেকে আসা মহিলারা। এইবছর বাজেটে বিজেপি সরকার মিড-ডে মিল কর্মীদের ১,০০০ টাকা বেতন বাড়িয়েছে। কলকাতার সরকারি স্কুলগুলিতে যে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মেয়েরা মিড-ডে মিলের খাবার রান্না করত, তাদের রুটি-রুজির কী হবে সেই বিষয় সরকার এখনো স্পষ্ট করে কিছু জানায়নি। কোনো বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও তারা করবে বলে মনে হয় না। অন্নসংস্থানের চিন্তায় মিড-ডে মিল কর্মীদের রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছে। হকার উচ্ছেদ, বুলডোজার-রাজ দিয়ে শুরু হয়েছিল। এখন আঘাত নেমেছে মিড-ডে মিল কর্মীদের উপর। গরীবের পেটে লাথি মেরে বিজেপি সরকার রাজ্যে কেমনতর উন্নয়ন করছে? কলকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্গত প্রায় ৭০ শতাংশ সরকারি স্কুল তালা বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। সরকারি স্কুল চালু না করে, কাদেরই বা খাওয়ানো হবে মিড-ডে মিলের নতুন সাত্ত্বিক মেন্যুর রাজমা-চাউল, সয়াবিন, মটর পনির আর কুমড়োর চানা?মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কবি দ্বিজবংশী দাস, বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' কাব্যের পদে পদে বিবিধ মাছের কথা বর্ণিত আছে। বাংলার জলাভূমির মাছ ছিল সহজলভ্য। তাই বাঙালির দৈনন্দিন খাবারের তালিকা থেকে উৎসব, মাছ ছিল অন্যতম প্রধান খাদ্য। বাইন মাছের টক থেকে কই মাছের তেলঝোল, সব প্রণালী লেখা আছে মঙ্গলকাব্যের পাতায়। চিতল, ইলিশ, চিংড়ি, পাবদা, শোল, খরসুল, কাতলা, কী নেই! সব আছে। যত্নে লেখা সেই ইতিহাস, আমাদের সোনার বাংলার ইতিহাস। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেও বাঙালির মৎসপ্রেমের ইঙ্গিত মেলে। ঈশ্বরগুপ্ত লিখেছিলেন, ক্ষুন্নভাত-মাছ খেয়ে বাঁচে বাঙালি সকল। ধানে ভরা ভূমি তাই মাছ ভরা জল।ক্ষুন্ন কবি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাঙালির রসনাবিলাসের নমুনা পাওয়া যায়। এ তো গেল বড়লোকের কথা। কালকেতুর মা, নিদয়া নিজের সাধের অনুষ্ঠানে খেতে চেয়েছিল হাঁসের ডিমের বড়া, চিংড়ির বড়া, সজারুর মাংস। কালকেতু ব্যাধ আর ফুল্লরার গল্পে মুকুন্দরাম রেখে ছিল খুদজাউয়ের কথা। কালকেতু পশু শিকার করতে না পারলে, তাদের জীবনে দুর্ভোগ নেমে আসত। শিকার করা পশুর মাংসই ছিল তাদের জীবনধারণের একমাত্র উপায়। চর্যাপদে হরিণের মাংসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হরিণের মাংস সবচেয়ে সুস্বাদ হওয়ায় বিয়েতে বাঙালিদের ভোজের আয়োজনে হরিণের মাংস থাকত। রামায়ন-মহাভারতের সময়ও ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র নির্বিশেষে মাংস খাওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। রাজা দশরথ অশ্বমেধ যজ্ঞের দিন যে বিশাল ভোজের ব্যবস্থা করেছিল, সেখানে ছিল অশ্বমাংস। রামচন্দ্র যখন বনবাসে যায়, তখন তাকে ফলমূল ছাড়াও হরিণ, মোষ এবং শূকরের মাংস খেতে হয়। বিজেপি-আরএসএস জানে, স্কুল পড়ুয়ারা নরম মাটির তালের মতো। যে আকারে গড়বে, গড়ন হবে ঠিক তেমন। তাই তাদের মগজ ধোলাই করতেই এত আয়োজন। সিলেবাসে কাঁচি চালিয়ে নতুন প্রজন্মকে প্রকৃত ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার কাজ অনেকদিন আগেই শুরু করেছে তারা। এখন যদি ছোট থেকে তাদের নিরামিষ খাবারে অভ্যস্ত করে ফেলা যায়, তাহলে আর ভবিষ্যতে মাছে-ভাতে বাঙালির অস্তিত্ব মুছে ফেলতে বিজেপি-আরএসএস-কে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হবে না। যে বাঙালি অন্য রাজ্যে গিয়ে একমুঠো ডাল-ভাতের আশায় বাড়ি ফেরার দিন গুনত, আজ সেই বাঙালির বাচ্চাদের খাদ্যাভাস থেকে শুধু ডিম নয়, মুসুর ডালটাও বিজেপি সরকার ধুয়ে সাফ করে দিল। কারণ ইসকন মুসুর ডালকেও আমিষ খাবারের আওতায় ফেলে। পশ্চিমবাংলার সরকারি স্কুলে যাওয়া খুদে পড়ুয়াদের খাদ্যাভাসে আজকের এই আক্রমণই ভবিষ্যতে বাঙালির মাছ-ভাতের উপর আক্রমণ; একটি নির্দিষ্ট জাতির সাংবিধানিক অধিকারের উপর নির্মম আক্রমণ।

দৈনিক নয়া জামানার সম্পাদকীয় পাতায় সমসাময়িক বিষয়ে নিবন্ধ ও আপনার সুচিন্তিত মতামত পাঠান। লেখাটি অবশ্যই মৌলিক ও অপ্রকাশিত হতে হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

মেইল- nayajamanaofficial@gmail.com

হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....12 June....2026...new_Layout 1 11-07-2026 11:44 Page 3

২৯ জুন থেকে ৭ জুলাই ২০২৬
কেমন যাবে ?
রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি ঃ বাড়ির লোকের জন্য প্রেমে জটিলতা দেখা দিতে পারে। সন্তানদের নিয়ে নাজেহাল হতে হবে।পেটের সমস্যার জন্য ভ্রমণে বাধা। ব্যবসায় অশান্তি নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে।

বৃষ রাশি ঃ সপ্তাহের প্রথম দিকে চঞ্চল মনোভাব কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ডেকে আনবে। অন্যের বিষয় নিয়ে বাড়িতে বিবাদ বাধতে পারে। খুব কাছের কারও বিষয়ে খুশির খবর পেতে পারেন। সেবামূলক কাজে শান্তিলাভ। প্রেমের ব্যাপারে মানসিক চাপ বাড়তে পারে। চিকিৎসার খরচ বাড়তে পারে।

মিথুন রাশি ঃ সকলকে কাছে পেয়েও খুব নিঃসঙ্গ বলে মনে হবে। শারীরিক সমস্যা থাকবে না। প্রবাসীরা ঘরে ফিরে আসতে পারেন। বেকারদের জন্য কাজের ভাল খবর আসতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় খারাপ খবর পেতে পারেন। আর্থিক চাপ থাকবে।

কর্কট রাশি ঃ সপ্তাহের প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। শত্রুদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিতে সক্ষম হবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সময়। রাস্তাঘাটে একটু সাবধান থাকুন। অফিসে কাজের চাপ বাড়তে পারে। চিকিৎসার খরচ বাড়বে।

সিংহ রাশি ঃ সপ্তাহের প্রথমে গুরুজনদের সুপরামর্শে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোনও ব্যক্তির ফাঁদে পড়তে পারেন। দাম্পত্যকলহ অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। পুলিশ থেকে সাবধান থাকুন। স্ত্রীর/স্বামীর জন্য কাজের যোগাযোগ হতে পারে। বাড়িতে কোনও কাজের জন্য খরচ বাড়তে পারে। বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারেন।

কন্যা রাশি ঃ অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার ফলে শারীরিক অসুস্থতার আশঙ্কা। যেচে পরের উপকার করতে যাবেন না। সংসারে কোনও আত্মীয়কে নিয়ে বিবাদ হতে পারে। বিবাহের জন্য বাড়িতে আলোচনা হতে পারে। চাকরির স্থানে কাজের দায়িত্ব বাড়তে পারে। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ আদালত পর্যন্ত যেতে পারে। জলপথে বিপদের আশঙ্কা। আর্থিক চাপ থাকতে পারে। সপ্তাহের শেষ দিকে ব্যবসায় মন্দা দেখা দিতে পারে।

তুলা রাশিঃ সপ্তাহের প্রথম দিকে কারও সঙ্গে জমি ক্রয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। দীর্ঘ দিন আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে। বাড়িতে অতিথি সমাগমের যোগ রয়েছে। সন্তানের জন্য কাজের ব্যবস্থা হতে পারে। স্ত্রীকে নিয়ে দূরে কোথাও ভ্রমণের আলোচনা। আইনি কাজের জন্য খরচ বাড়তে পারে। লিভারের সমস্যা বাড়তে পারে। চলাফেরার ব্যাপারে সাবধান থাকুন। সপ্তাহের মধ্যভাগে শারীরিক সমস্যায় কাজের ক্ষতি হতে পারে।

বৃশ্চিক রাশিঃ সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে উপকার পেতে পারেন। সন্তানদের নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। সম্পত্তির ব্যাপারে খরচ বাড়তে পারে। দাম্পত্যকলহে মানসিক চাপ বাড়তে পারে। বাড়িতে অতিরিক্ত খরচের জন্য সঞ্চয় কম হবে। বিলাসিতার জন্য খরচ বাড়তে পারে। ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারেন। পেটের সমস্যা বৃদ্ধি পাবে।

ধনু রাশিঃ আয় ভালই থাকবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব সামান্য কারণে মতবিরোধ হতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। মানসিক অস্থিরতা কাজের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে। সংসারের সমস্যা থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা করতে পারেন। শত্রুর দ্বারা কোনও ক্ষতি হতে পারে। ব্যবসায় নতুন কিছু শুরু করতে পারেন।

মকর রাশিঃ কোনও বন্ধুর সৌজন্যে ব্যবসায় লাভ হতে পারে। ভ্রমণের পক্ষে সপ্তাহটি শুভ নয়। স্বামী-স্ত্রীর যৌথ চেষ্টায় কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে। বাড়তি খরচ চিন্তায় ফেলতে পারে। শরীরের কোনও ক্ষতস্থান থেকে চিন্তা বাড়তে পারে। আপনার মধুর ব্যবহারে সুনাম পাবেন।

কুম্ভ রাশি ঃ খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভাল কিছু খবর আসতে পারে। কর্মস্থানে বিশেষ পরিবর্তন হবে না। কোনও আত্মীয়ের জন্য ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় নতুন কারও সাহায্য পেতে পারেন। বাড়িতে কোনও দামি জিনিস চুরি হওয়ার যোগ রয়েছে।

মীন রাশি ঃ সপ্তাহের প্রথম দিকে বেহিসাবি খরচের জন্য সংসারে অশান্তি হতে পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা। দূরে কোথাও ভ্রমণের আলোচনা বন্ধ রাখাই ভাল হবে। সপ্তাহের মধ্যভাগে চিকিৎসার খরচ বাড়তে পারে। গুরুজনের সঙ্গে তর্ক থেকে সাবধান থাকুন। নতুন কাজের যোগাযোগ হতে পারে। প্রেমের জন্য সময় ব্যয় হতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য ভাল সময়।

উজ্জ্বল ত্বক পেতে শুধু স্কিনকেয়ার নয়, গুরুত্ব দিন খাদ্যাভ্যাসেও

নয়া জামানা ঃ উজ্জ্বল ও সুস্থ ত্বক পেতে অনেকেই নানা ধরনের স্কিনকেয়ার রুটিন মেনে চলেন। দামি প্রসাধনী থেকে শুরু করে বিভিন্ন ঘরোয়া উপায়;সবকিছুই চেষ্টা করা হয়। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, ত্বকের যত্ন শুধু বাহ্যিক পরিচর্যার ওপর নির্ভর করে না, বরং খাদ্যাভ্যাস এবং দৈনন্দিন জীবনযাপনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ত্বক ভালো রাখতে পর্যাপ্ত জলপান অত্যন্ত জরুরি। শরীরকে হাইড্রেটেড রাখা শুধু সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্যই নয়, ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা বজায় রাখতেও সাহায্য করে। সকালে ঘুম থেকে উঠে জল পান করলে শরীরের অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য উপাদান বের হতে সাহায্য করে বলে মনে করা হয়। অনেকেই হালকা গরম জল পান করার পরামর্শ দেন, কারণ এটি শরীরকে সতেজ রাখতে সহায়ক হতে পারে।ত্বকের যত্নে মধু ও লেবুর সংমিশ্রণও অনেকের কাছে জনপ্রিয়। সকালে হালকা গরম জলের সঙ্গে পরিমাণমতো মধু ও লেবুর রস মিশিয়ে পান করলে শরীরে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পৌঁছাতে সাহায্য করতে পারে। মধুতে থাকা বিভিন্ন উপাদান ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতে সহায়ক বলে মনে করা হয়, অন্যদিকে লেবুতে থাকা ভিটামিন সি ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ধরে রাখতে ভূমিকা রাখতে পারে।এছাড়া ফল ও সবজির রসও খাদ্যতালিকায় রাখা যেতে পারে। বিভিন্ন ফল ও সবজিতে থাকা ভিটামিন, খনিজ ও ফাইবার শরীরের পুষ্টির চাহিদা পূরণে সহায়তা করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সুষম খাদ্যাভ্যাস এবং পর্যাপ্ত পুষ্টি ত্বকের স্বাস্থ্যের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, শুধু বাহ্যিক পরিচর্যা নয়;সঠিক খাদ্যাভ্যাস, পর্যাপ্ত জলপান এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনই দীর্ঘমেয়াদে ত্বক ভালো রাখার মূল চাবিকাঠি।

গরমকালে টোনারের উপকারিতা

ত্বককে ঠান্ডা ও সতেজ রাখে,হালকা ময়েশ্চার দেয়

ঘাম ও ধুলোবালি পরিষ্কার করতে সাহায্য করে।

সব ধরনের ত্বকের জন্যই সাধারণত নিরাপদ

বিশেষ করে শুষ্ক বা নরমাল স্কিন হলে টোনার ব্যবহার করাই ভালো। গোলাপজল টোনার গরমকালে খুব জনপ্রিয়।

অন্যদিকে অ্যাস্ট্রিনজেন্ট একটু বেশি শক্তিশালী ধরনের স্কিন প্রোডাক্ট। এতে সাধারণত অ্যালকোহল বা পোর-টাইটেনিং উপাদান থাকে, যা ত্বকের অতিরিক্ত তেল কমাতে সাহায্য করে।

গরমকালে অ্যাস্ট্রিনজেন্টের উপকারিতাঅতিরিক্ত তেল নিয়ন্ত্রণ করে,পোরস ছোট দেখাতে সাহায্য করে,ব্রণ বা তেলতেলে ত্বকে উপকারী,তবে শুষ্ক বা সংবেদনশীল ত্বকে এটি ব্যবহার করলে ত্বক আরও শুকিয়ে যেতে পারে।তেলতেলে বা ব্রণপ্রবণ ত্বকে অ্যাস্ট্রিনজেন্ট ভালো।শুষ্ক বা নরমাল ত্বকে টোনার ব্যবহার করা নিরাপদ ও উপকারী।

তাই গরমকালে বেশিরভাগ মানুষের জন্য হালকা ও হাইড্রেটিং টোনারই বেশি উপযোগী।

যাদের ত্বক তৈলাক্ত নয় তারা নিঃসন্দেহে এবং নির্দ্বিধায় টোনার ব্যবহার করুন। এবং যাদের মুখে ব্ল্যাশ ও ব্রোনোর সমস্যা রয়েছে তাদের জন্য উপকারী হল অ্যাস্ট্রিনজেন্ট।

কিনছেন কেন ? বাড়িতেই সহজ পদ্ধতিতে বানিয়ে নিন ছাতু

নয়া জামানা ঃ ছাতু হলো ভাজা ডাল বা শস্য গুঁড়ো করে তৈরি একটি পুষ্টিকর খাদ্য। গরমকালে এটি বিশেষভাবে জনপ্রিয়, কারণ এটি শরীর ঠান্ডা রাখে এবং শক্তি দেয়। খুব সহজেই বাড়িতেই স্বাস্থ্যকর ও বিশুদ্ধ ছাতু তৈরি করা যায়। ছাতু খেলে পেট ঠান্ডা থাকে এবং হিট স্ট্রোকেরও ঝুঁকি কমে। বাজারে কিনতে পাওয়া অনেক ছাতুতেই ভেজাল থাকে। তাই বাড়িতেই ছাতু বানানোর পদ্ধতি জেনে নিন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

ছোলা (বুট) , ৫০০ গ্রাম

সামান্য যব বা গম (ঐচ্ছিক) , ১০০ গ্রাম,

একটি কড়াই

মিক্সার গ্রাইন্ডার বা শিল-নোড়া

প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে ছোলা ভালো করে বেছে নিন যাতে কোনো পাথর বা ময়লা না থাকে। এরপর পরিষ্কার জলে একবার ধুয়ে নিন এবং রোদে বা কাপড়ে মেলে সম্পূর্ণ শুকিয়ে নিন।

এবার একটি কড়াই মাঝারি আঁচে গরম করুন। শুকনো কড়াইয়ে ছোলাগুলো দিয়ে ধীরে ধীরে নাড়তে থাকুন। প্রায় ১০-১৫ মিনিট ভাজতে হবে। ছোলাগুলো যখন হালকা বাদামি রঙের হবে এবং সুন্দর গন্ধ বের হবে, তখন বুঝবেন সেগুলো ভালোভাবে ভাজা হয়েছে। চাইলে একইভাবে সামান্য যব বা গমও ভেজে নিতে পারেন।ভাজা ছোলাগুলো ঠান্ডা হতে দিন। ঠান্ডা হয়ে গেলে মিক্সার গ্রাইন্ডারে দিয়ে ভালো করে গুঁড়ো করুন। অনেক সময় ছোলার খোসা আলাদা হয়ে যায়, চাইলে চালুনি দিয়ে ছেঁকে খোসা ফেলে দিতে পারেন। এতে ছাতু আরও মিহি ও মোলায়েম হবে।গুঁড়ো হয়ে গেলে সেটিকে একটি শুকনো বয়াম বা কাচের জারে ভরে রাখুন। এতে আর্দ্রতা ঢুকবে না এবং ছাতু দীর্ঘদিন ভালো থাকবে।ছাতু দিয়ে নানাভাবে খাবার তৈরি করা যায়। ঠান্ডা পানিতে ছাতু, লবণ, লেবু ও পেঁয়াজ মিশিয়ে শরবত বানানো যায়। আবার দুধ, চিনি বা গুড় দিয়েও মিষ্টি ছাতু খাওয়া যায়।বাড়িতে তৈরি ছাতু সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, পুষ্টিকর এবং বাজারের ছাতুর তুলনায় অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। নিয়মিত ছাতু খেলে শরীর শক্তিশালী থাকে এবং গরমের ক্লান্তিও কমে।

নজরে INSTA

জাহ্নবি কাপুর

উর্মিলা মাতন্ডকর

রুক্মিনি মৈত্র

দিতিপ্রিয়া রায়

রুকমা রায়

গ্রীষ্মে আরাম চাই? বেছে নিন সঠিক রঙের পোশাক

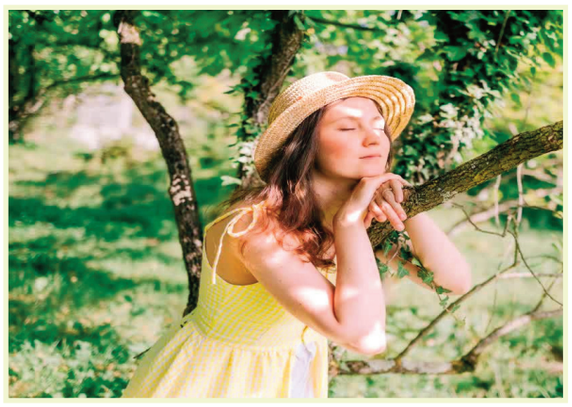

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ গ্রীষ্ম যতই ঘনিয়ে আসছে, ততই প্রখর রোদ, অতিরিক্ত আর্দ্রতা এবং ঘামের কারণে বাড়ছে অস্বস্তি। এই সময় মানুষ সাধারণত ঠান্ডা পানীয়, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র কিংবা খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বস্তি খোঁজেন। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, গরমে শরীরকে স্বস্তিতে রাখতে পোশাকের রঙ এবং কাপড়ের নির্বাচনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চিকিৎসকদের মতে, ফ্যাশন বা স্টাইলের কারণে অনেকেই গাঢ় রঙের পোশাক বেছে নেন, যা গ্রীষ্মকালে শরীরের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। বিশেষ করে কালো, নেভি ব্লু, মেরুন ও গাঢ় বাদামি রঙ সূর্যের তাপ বেশি শোষণ করে। ফলে শরীর দ্রুত গরম হয়ে ওঠে এবং অস্বস্তি বাড়ে।

বিশেষজ্ঞরা জানান, কালো রঙ সূর্যের আলোর প্রায় ৯৫ শতাংশ পর্যন্ত শোষণ করতে পারে। এর ফলে শরীরের তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ে এবং অতিরিক্ত ঘাম হয়। এর থেকেই ডিহাইড্রেশন বা জলশূন্যতা, হিটস্ট্রোক এবং ক্লান্তির ঝুঁকি বাড়তে পারে।

শুধু তাই নয়, গাঢ় রঙের সঙ্গে মোটা কাপড় ব্যবহার করলে ঘাম ত্বকে আটকে থাকে। বাতাস চলাচল বাধাগ্রস্ত হওয়ায় ঘামাচি, ফুসকুড়ি, অ্যালার্জি এবং ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণের আশঙ্কাও বাড়ে।

তাই গরমে আরামদায়ক থাকতে চিকিৎসকরা সাদা ও হালকা রঙের পোশাক পরার পরামর্শ দিচ্ছেন। আকাশী নীল, মিন্ট গ্রিন, পিচ, হালকা হলুদ এবং ল্যাভেন্ডারের মতো প্যাস্টেল শেড এই ঋতুর জন্য উপযুক্ত বলে মনে করা হচ্ছে।

রঙের পাশাপাশি কাপড় নির্বাচনেও সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, ১০০ শতাংশ সুতি বা লিনেন কাপড় শরীরকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে। এই ধরনের কাপড়ে বাতাস চলাচল সহজ হয় এবং ঘাম দ্রুত শুকিয়ে যায়, ফলে শরীর দীর্ঘক্ষণ আরামদায়ক থাকে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, গ্রীষ্মে শুধু স্টাইল নয়, স্বাস্থ্যের কথাও মাথায় রেখে পোশাক নির্বাচন করাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

গরমে স্নানের পর এই ভুলগুলি করছেন না তো?
হতে পারে মারাত্মক ক্ষতি

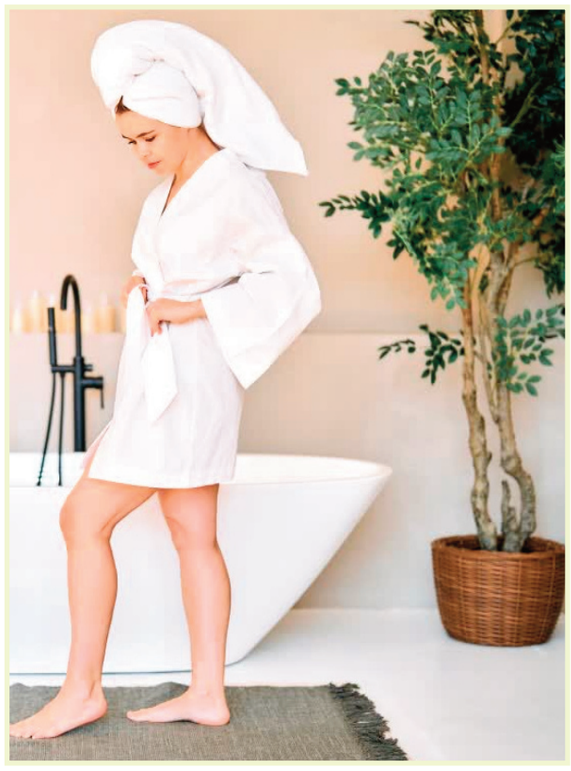

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ গ্রীষ্মের দাবদাহ এখন চরমে। তীব্র গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়ায় স্বস্তি পেতে অনেকেই দিনে একাধিকবার স্নান করছেন। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু স্নান করলেই হবে না;স্নানের পর কিছু সাধারণ অভ্যাসও স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। শরীরের তাপমাত্রা ও রক্ত সঞ্চালনে সাময়িক পরিবর্তনের কারণে এই সময়ে কিছু বিষয়ে বাড়তি সতর্কতা জরুরি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, স্নানের পরপরই এসি বা তীব্র গতির পাখার সামনে বসা উচিত নয়। কারণ, স্নানের পর শরীরের তাপমাত্রা কিছুটা কমে যায়। এই অবস্থায় অতিরিক্ত ঠান্ডা বাতাসের সংস্পর্শে এলে সর্দি-কাশি, মাথাব্যথা বা শরীর আড়ষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে।

স্নানের সঙ্গে সঙ্গে ভারী খাবার খেতেও বারণ করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, স্নানের সময় শরীরের রক্ত সঞ্চালনের ধরণ কিছুটা পরিবর্তিত হয়, ফলে সঙ্গে সঙ্গে খাবার খেলে হজমের সমস্যার আশঙ্কা বাড়তে পারে। তাই স্নান ও খাওয়ার মধ্যে অন্তত ২০ থেকে ৩০ মিনিট বিরতি রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

অনেকেরই অভ্যাস, রাতে স্নানের পর ভেজা চুল নিয়েই ঘুমিয়ে পড়া। তবে এই অভ্যাস মাথাব্যথা, চুলের ক্ষতি এবং মাথার ত্বকে সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। দীর্ঘক্ষণ ভেজাভাব থাকলে ছত্রাক সংক্রমণের সম্ভাবনাও তৈরি হয়। এছাড়া,

স্নানের পরপরই রোদে বের হওয়া বা শরীরচর্চা করাও এড়িয়ে চলতে বলছেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ, স্নানের পর শরীর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে কিছুটা সময় নেয়। এই সময়ে অতিরিক্ত শারীরিক চাপ বা তীব্র রোদের সংস্পর্শ শরীরে অস্বস্তি তৈরি করতে পারে।

ত্বকের যত্নেও সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তোয়ালে দিয়ে শরীর জোরে ঘষার বদলে আলতোভাবে মুছে নেওয়াই ভালো। এতে ত্বকের স্বাভাবিক আর্দ্রতা বজায় থাকে এবং শুষ্কতা কমে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, স্নানের পর শরীরকে কিছুটা সময় বিশ্রাম দেওয়া এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে সুযোগ করে দেওয়াই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ছোট ছোট এই অভ্যাসগুলি মেনে চললে গরমের দিনে শরীর ও ত্বক দুটোই ভালো রাখ

Naya Jamana.....12 June....2026...new_Layout 1 11-07-2026 11:44 Page 4

মহানগর
নয়া জামানা

মহিলাদের সুরক্ষায় হাওড়ার রাস্তায় নামল বিশেষ 'দুর্গা বাহিনী'

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ শারদীয় দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে মহিলাদের নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছে হাওড়া সিটি পুলিশ। উৎসবের মরসুমে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও জনবহুল এলাকায় সক্রিয়ভাবে টহল দেওয়া শুরু করেছে বিশেষ প্রশিক্ষিত মহিলা পুলিশ দল 'দুর্গা বাহিনী'। শপিং মল, বাজার, বাসস্ট্যান্ডের পাশাপাশি বিশেষ করে যোগেশচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়, শ্রী জৈন বিদ্যালয় ও হাওড়া ময়দানের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংবেদনশীল এলাকাগুলোতে এই বাহিনীর নজরদারি চোখে পড়ার মতো।শুধু দূর থেকে নজরদারি চালানোই নয়, 'দুর্গা বাহিনী'-র সদস্যরা সরাসরি পথচলতি মহিলা, স্কুল-কলেজের ছাত্রী এবং অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলছেন। কোথাও কোনো ইভটিজিং বা অসামাজিক কার্যকলাপের সমস্যা রয়েছে কি না, সে বিষয়েও তাঁরা তথ্য সংগ্রহ করছেন। একই সঙ্গে জরুরি পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ কীভাবে দ্রুত পুলিশের সাহায্য পেতে পারেন, তা নিয়েও সচেতন করা হচ্ছে।হাওড়া সিটি পুলিশের মতে, অপরাধ ঘটার পর ব্যবস্থা নেওয়ার চেয়ে অপরাধ প্রতিরোধ করাই মূল লক্ষ্য। তাই সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। পুলিশের এই আগাম পদক্ষেপকে শহরের মহিলারা সাধুবাদ জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, রাস্তায় মহিলা পুলিশকর্মীদের নিয়মিত উপস্থিতি তাঁদের নিরাপত্তা ও আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। পুলিশ জানিয়েছে, কেবল পুজো পর্যন্তই নয়, আগামী দিনেও হাওড়াবাসীকে একটি নিরাপদ পরিবেশ দিতে এই 'দুর্গা বাহিনী' নিয়মিত শহরের বুকে কাজ করে যাবে।

আর্থিক অনটনে বেসামাল বৈদ্যবাটি পুরসভা, একযোগে পদত্যাগ পুরপ্রধান সহ ১৩ জন কাউন্সিলরের

নয়া জামানা, হুগলি ঃ দীর্ঘদিনের তীব্র আর্থিক সংকটের জেরে হুগলির বৈদ্যবাটি পুরসভায় এক নজিরবিহীন প্রশাসনিক অচলাবস্থা তৈরি হলো। সাধারণ মানুষের ন্যূনতম নাগরিক পরিষেবা সচল রাখতে না পারার ব্যর্থতা স্বীকার করে শুক্রবার একযোগে পদত্যাগ করলেন পুরপ্রধান পিন্টু মাহাতো, উপপুরপ্রধান শান্তনু কুমার দত্ত এবং আরও ১১ জন কাউন্সিলর। ২৩ সদস্যের এই পুরবোর্ডে একসঙ্গে ১৩ জন কাউন্সিলর ইস্তফা দেওয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে কার্যত ভেঙে গেল বর্তমান পুরবোর্ডটি। সমস্ত পদত্যাগপত্র ইতিমধ্যেই মহকুমাশাসকের কাছে পাঠানো হয়েছে।পদত্যাগের পর বিদায়ী পুরপ্রধান পিন্টু মাহাতো জানান, গত কয়েক মাস ধরেই পুরসভা চরম আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে পুরকর্মীদের নিয়মিত বেতন দেওয়া এবং নাগরিকদের জল বা রাস্তার মতো জরুরি পরিষেবা বজায় রাখাও অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এই দমবন্ধ করা পরিস্থিতিতে চেয়ারে বসে মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছিল না বলেই তারা সম্মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।বৈদ্যবাটির এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হুগলি জেলার রাজনৈতিক মহলে তীব্র শোরগোল পড়ে গিয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, একই সময়ে পার্শ্ববর্তী শ্রীরামপুর ও কোন্নগর পুরসভার নেতৃত্বেও পদত্যাগের খবর সামনে এসেছে। ফলে সামগ্রিকভাবে হুগলির পুর প্রশাসনে একটা বড়সড় পরিবর্তনের হাওয়া দেখছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। আপাতত নাগরিক পরিষেবা যাতে সম্পূর্ণ স্তব্ধ না হয়ে যায়, সেদিকে নজর রেখে পরবর্তী আইনি ও প্রশাসনিক পদক্ষেপের প্রস্তুতি নিচ্ছে জেলা প্রশাসন।

টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন হাওড়া ! দুর্ভোগে বাসিন্দারা, জল নামাতে মরিয়া পুরনিগম

নয়া জামানা, হাওড়া ঃ রাতভর টানা বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে হাওড়া শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা।

শুক্রবার সকাল থেকেই বেলগাছিয়া, বেলুড় স্টেশন রোড, রামরাজাতলা, দাশনগরসহ মধ্য ও উত্তর হাওড়ার একাধিক প্রধান রাস্তায় হাঁটু সমান জল জমে যায়। এর ফলে চরম ভোগান্তির শিকার হন অফিসগামী মানুষ ও নিত্যযাত্রীরা। বিভিন্ন এলাকায় যানবাহন চলাচল ব্যাহত হওয়ায় যাতায়াতে ব্যাপক সমস্যা দেখা দেয়।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সকাল থেকেই তৎপরতা শুরু করেছে হাওড়া পুরনিগম। শহরের বিভিন্ন জলাবদ্ধ এলাকা থেকে দ্রুত জল নিষ্কাশনের জন্য প্রায় আটটি হাই-পাওয়ার পাম্প চালানো হচ্ছে। পুর কর্তৃপক্ষের আশা, বৃষ্টি থামলে ধাপে ধাপে জল নেমে পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হবে।তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষোভ, সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাব এবং নিকাশি নালায় আবর্জনা জমে থাকার কারণেই সামান্য বৃষ্টিতে এই দশা হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে আরও বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায় পরিস্থিতি আরও জটিল হওয়ার আশঙ্কা করছেন শহরবাসী। পুরনিগমের দাবি, পরিস্থিতি মোকাবিলায় সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ভিক্টোরিয়া স্টেশনে টানেল ব্রেকথ্রু, জোকা-এসপ্ল্যানেড মেট্রো প্রকল্পে বড় মাইলফলক

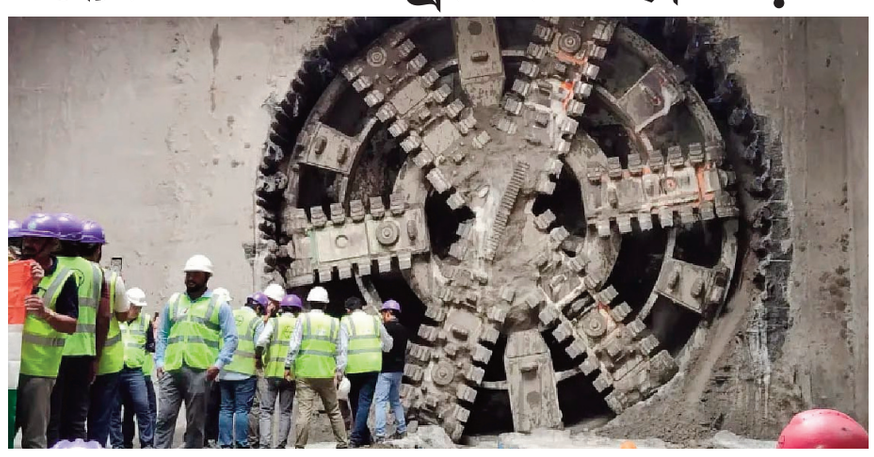

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ কলকাতা শহরের বুকে আরও এক ধাপ এগোল জোকা-এসপ্ল্যানেড মেট্রো প্রকল্পের কাজ। দীর্ঘ এক বছরের নিরলস প্রচেষ্টার পর অবশেষে সফলভাবে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল মেট্রো স্টেশনে এসে পৌঁছাল টানেল বোরিং মেশিন (টিবিএম) 'দুর্গা'। ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ খননের এই বিশেষ সাফল্যকে পুরো প্রকল্পের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচনা করছেন মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ।গত বছরের ১০ জুলাই কলকাতার খিদিরপুর এলাকা থেকে মাটির নিচে সুড়ঙ্গ তৈরির কাজ শুরু করেছিল টিবিএম 'দুর্গা'। নির্দিষ্ট রুট মেনে দীর্ঘ এক বছর ধরে সুড়ঙ্গ কাটার পর অবশেষে মেশিনটি ভিক্টোরিয়া স্টেশনের নির্দিষ্ট অংশে এসে পৌঁছায়। প্রকৌশল ও নির্মাণ প্রযুক্তির ভাষায় এই বিশেষ মুহূর্তটিকে 'টানেল ব্রেকথ্রু' বলা হয়ে থাকে, যা যেকোনো ভূগর্ভস্থ রেল প্রকল্পের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে প্রকল্প এলাকায় উপস্থিত ছিলেন মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার প্রেমসাগর গুপ্ত এবং রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডের (আরভিএনএল) শীর্ষ আধিকারিকরা। মেট্রো কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কলকাতার মতো ব্যস্ত শহরের মাটির নিচে কাজ করা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং ছিল। তবে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বিধি মেনে এবং শহরের স্বাভাবিক যান চলাচল সচল রেখেই এই কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।বর্তমানে ১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ জোকা-এসপ্ল্যানেড মেট্রো করিডোরের কাজ পুরোদমে চলছে। মাটির নিচের এই প্রথম সুড়ঙ্গটি তৈরি হয়ে যাওয়ায় বাকি অংশের নির্মাণকাজ আরও দ্রুত গতিতে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই সামগ্রিক প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হলে কলকাতার গণপরিবহন ব্যবস্থায় এক নতুন যুগের সূচনা হবে, যা সাধারণ মানুষের যাতায়াতকে অনেক বেশি আধুনিক, দ্রুত এবং আরামদায়ক করে তুলবে।

হাওড়া থেকে গ্রেপ্তার রিষড়ার কুখ্যাত দুষ্কৃতী কমল, স্বস্তিতে পুলিশ

নয়া জামানা, হুগলি ঃ দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়ল হুগলির রিষড়ার কুখ্যাত দুষ্কৃতী কমল দেব। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে হাওড়ার লিলুয়া এলাকায় একটি গোপন ডেরায় অভিযান চালিয়ে রিষড়া থানার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কমলের বিরুদ্ধে খুন, ডাকাতি এবং তোলাবাজিসহ একাধিক গুরুতর অপরাধের মামলা রয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরেই পুলিশ তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছিল।গত ৩০ জুন রিষড়ার বাঙুর পার্ক এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ একদল দুষ্কৃতী জড়ো হওয়ার খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালায়। সে যাত্রায় কয়েকজন ধরা পড়লেও কমল চম্পট দিতে সক্ষম হয়। এরপর ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ এবং নিজস্ব সূত্রের খবর ভিত্তি করে পুলিশ জানতে পারে যে কমল লিলুয়ায় লুকিয়ে রয়েছে। সেই তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই ফাঁদ পাতে পুলিশ এবং সফলভাবে তাকে গ্রেপ্তার করে। তদন্তকারীদের আশা, কমলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অঞ্চলের আরও বেশ কিছু অপরাধের রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হবে।

হাইকোর্টের কড়া নির্দেশ, স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের মামলায় পলাতক বিডিও প্রশান্তের খোঁজে নিউটাউনে সিট

মুসাম্মদ আমরিন সুলতানা, নয়া জামানা, কলকাতা

স্বর্ণ ব্যবসায়ী অপহরণ ও খুনের মামলায় অভিযুক্ত, অপসারিত বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে গ্রেফতার করতে তদন্তে আরও গতি বাড়াল বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের একাধিক নির্দেশ সত্ত্বেও তিনি আত্মসমর্পণ না করায়, সম্প্রতি তাঁর খোঁজে নিউটাউনের বাসভবনে তল্লাশি চালান তদন্তকারীরা। তবে সেখানে গিয়েও অভিযুক্তের হদিশ মেলেনি। পুলিশ বাড়ির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছে।ঘটনার সূত্রপাত গত বছরের ২৮ অক্টোবর, যখন সল্টলেকের দত্তাবাদ এলাকা থেকে স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যাকে অপহরণ করা হয়। অভিযোগ, নিউটাউনের একটি ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে তাঁকে খুন করার পরদিন যাত্রাগাছি এলাকা থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের পরিবারের তরফে তৎকালীন রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ দায়ের করা হয়। বিধাননগর কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ তদন্তে নেমে কয়েকজনকে গ্রেফতার করলেও প্রশান্তবাবু দীর্ঘদিন ধরেই পলাতক।

এরই মধ্যে বারাসত জেলা আদালত থেকে তিনি আগাম জামিন পেয়েছিলেন। কিন্তু বিধাননগর কমিশনারেট সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলে উচ্চ আদালত তাঁর জামিন বাতিল করে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশ অমান্য করায় বিধাননগর আদালত তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। এরপর

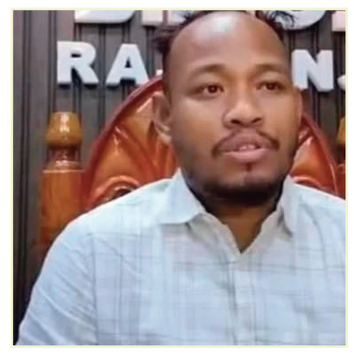

সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েও কোনো স্বস্তি পাননি তিনি; শীর্ষ আদালতও তাঁকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়।আইনি নির্দেশ বারবার উপেক্ষিত হওয়ায় গত ৩ জুন কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্য পুলিশের ডিজি-কে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযুক্তকে গ্রেফতারের কড়া নির্দেশ দেয়। পাশাপাশি তদন্তে গাফিলতির অভিযোগে সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী অফিসারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তেরও নির্দেশ দেওয়া হয়। আদালতের এই কড়া মনোভাবের পরই গঠিত হয় 'সিট'। উল্লেখ্য, গত ২৫ মে নিউটাউনে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে এক পথচারীকে ধাক্কা দেওয়ার অভিযোগে প্রশান্ত বর্মন গ্রেফতার হলেও, পরদিনই জামিন পেয়ে যান। তবে খুন ও অপহরণের মূল মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া জারি রয়েছে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, পলাতক বিডিও-কে আইনের আওতায় আনতে সবরকম চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

লেক টাউনে নাবালিকা যৌন নির্যাতনের শিকার, ধৃত পরিবারেরই এক সদস্য

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ কলকাতার লেক টাউন এলাকায় ছয় বছরের এক নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে

নির্যাতিতার পরিবারের এক সদস্যকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই শিশুকন্যা আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে চিকিৎসার জন্য আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় চিকিৎসকদের মনে সন্দেহ জাগে এবং তাঁরা শিশুটির শরীরে যৌন নির্যাতনের প্রাথমিক লক্ষণ দেখতে পান। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তৎপরতায় সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়।প্রাথমিকভাবে একটি জিরো এফআইআর দায়ের করা হলেও, ঘটনাস্থল লেক টাউন থানা এলাকার অন্তর্গত হওয়ায় পরবর্তীতে মামলাটি সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ নির্যাতিতার পরিবারের এক সদস্যকে আটক করে এবং জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বর্তমানে শিশুটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে এবং চূড়ান্ত মেডিক্যাল রিপোর্টের অপেক্ষা করছে।

মেট্রোর কাজের জেরে টানা ৬০ ঘণ্টা বন্ধ চিংড়িঘাটা উড়ালপুল, যানজটের আশঙ্কায় নির্দেশিকা পুলিশের

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ অরেঞ্জ লাইন মেট্রোর নির্মাণকাজের কারণে শুক্রবার রাত ৮টা থেকে চিংড়িঘাটা ফ্লাইওভারে সল্টলেকমুখী যান চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ট্রাফিক বিভাগ। জানা গিয়েছে, এই নিষেধাজ্ঞা চলবে আগামী সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত। টানা প্রায় ৬০ ঘণ্টা এই গুরুত্বপূর্ণ উড়ালপুলটি বন্ধ থাকার কারণে নিত্যযাত্রীদের ভোগান্তির মুখে পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।শহরের অন্যতম ব্যস্ত এই চিংড়িঘাটা ফ্লাইওভার মূলত দক্ষিণ কলকাতা এবং ইএম বাইপাসের সঙ্গে সল্টলেক, সেক্টর ফাইভ ও নিউটাউনের মতো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রযুক্তি এবং বাণিজ্যিক এলাকাগুলোর দ্রুত সংযোগ রক্ষা করে। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এই পথ ব্যবহার করে তাঁদের গন্তব্যে যাতায়াত করেন। ফলস্বরূপ, উড়ালপুলের এই অংশটি বন্ধ থাকায় সংলগ্ন ইএম বাইপাস এবং আশেপাশের রাস্তাগুলোতে ব্যাপক যানজট সৃষ্টির প্রবল আশঙ্কা করছে পুলিশ প্রশাসন। ছুটির দিনগুলোতেও রাস্তায় গাড়ির চাপ থাকে, তাই এই ৬০ ঘণ্টা ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ একটি বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে।পরিস্থিতি সামাল দিতে এবং যাত্রীদের সুবিধার্থে ইতিমধ্যেই কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের তরফ থেকে একটি বিশেষ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। যানজট এড়াতে যাত্রীদের বিকল্প রুট ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। জানানো হয়েছে, সল্টলেক এবং নিউটাউনগামী গাড়িগুলিকে আপাতত চিংড়িঘাটা মোড় থেকে বেলেঘাটা মেইন রোড এবং ব্রডওয়ে হয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।

হুগলির ৩ পুরসভায় নেতৃত্বের গণ-ইস্তফা, আর্থিক সংকট নাকি প্রশাসনিক ব্যর্থতা ?

নয়া জামানা, হুগলি ঃ হুগলি জেলার তিন প্রধান পুরসভায় নাটকীয় পটপরিবর্তন ঘটল। শ্রীরামপুর, চাঁপদানি এবং ডানকুনি পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের আকস্মিক পদত্যাগকে কেন্দ্র করে জেলার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। জনপ্রতিনিধিদের এই গণ-ইস্তফার ফলে পুরসভাগুলির স্বাভাবিক পরিচালন ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়ার মুখে এবং তা সরাসরি রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।চাঁপদানি পুরসভার চেয়ারম্যান সুরেশ মিশ্রের ইস্তফার পাশাপাশি বেশ কয়েকজন কাউন্সিলরও তাঁদের পদ ছেড়েছেন। একই ছবি ধরা পড়েছে শ্রীরামপুরেও, যেখানে চেয়ারম্যান গিরিধারী সাহা ও ভাইস চেয়ারম্যান দুজনেই পদত্যাগ করেছেন। অন্যদিকে, ডানকুনি পুরসভার চেয়ারম্যান হাসিনা শবনম, ভাইস চেয়ারম্যান প্রকাশ রাহা এবং কয়েকজন কাউন্সিলর যৌথভাবে ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে তীব্র আর্থিক সংকটের কারণে নাগরিকদের ন্যূনতম পুর-পরিষেবাটুকু প্রদান করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

কলকাতা, হাওড়া ও হুগলি জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ৯০০২৯৮৯১৩২

১১ জুলাই ২০২৬

উত্তরবঙ্গ

নয়া জামানা

শ্রাবণী মেলার প্রস্তুতি তুঙ্গে

জল্পেশ মন্দিরে কড়া নজর প্রশাসনের

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ আগামী ১৯ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী জল্পেশ মন্দিরের শ্রাবণী মেলা। এই মেলাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে শুক্রবার জল্পেশ মন্দির পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিনিধি সহ জেলার উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা। এদিন মন্দির পরিদর্শনে আসেন সেক্রেটারি ইনফর্মেশন এন্ড কালচার অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের ড সৌমিত্র

মোহন, ডিরেক্টর অফ কালচার কৌশিক বসাক সহ প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিকেরা। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন ময়নাগুড়ির বিধায়ক ডালিম রায়, জেলা শাসক ও পুলিশের পদস্থ কর্তারা। মন্দির চত্বর, তিস্তা নদীর ঘাট এবং মেলার বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন তাঁরা। প্রতিবছর শ্রাবণ মাসে দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার পুণ্যার্থী তিস্তা নদীর ঘাট থেকে জল মাথায় করে এনে জল্পেশ শিবের মাথায় জল ঢালেন। ভিড় ও নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এবছর রাজ্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। প্রশাসনিক বৈঠকে মেলার নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পানীয় জল, আলো, শৌচালয় এবং যান চলাচল ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিধায়ক ডালিম রায় জানান, এবারের শ্রাবণী মেলায় প্রতি সোমবার হেলিকপ্টার থেকে পুষ্প বৃষ্টি করা হবে। এটি পুণ্যার্থীদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ হবে। পাশাপাশি তিনি জানান, এবছর তিস্তা নদীর ঘাটে জল নেওয়ার জন্য কোনও টিকিটের ব্যবস্থা থাকছে না। বিনামূল্যেই পুণ্যার্থীরা জল সংগ্রহ করতে পারবেন। আধিকারিকরা মন্দির চত্বরের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন।

সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, জরুরি চিকিৎসা কেন্দ্র এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যারিকেডের বিষয়ে নির্দেশ দেন। মেলার সময় যাতে কোনও রকম বিশৃঙ্খলা না হয় তার জন্য পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, মেলার সার্বিক তদারকির জন্য কন্ট্রোল রুম খোলা হবে। নিখোঁজ ব্যক্তিদের খোঁজের জন্য সাহায্য কেন্দ্রও থাকবে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকেও সঙ্গে রাখা হবে। উত্তরবঙ্গের এই প্রাচীন মেলাকে ঘিরে ব্যবসায়ী ও স্থানীয়দের মধ্যে উৎসাহ তুঙ্গে। প্রশাসনের আশা, এবারের শ্রাবণী মেলা শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হবে।

সাত দফা দাবি কৃষক সভার

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ সাত দফা দাবিতে সরব হল সারা ভারত কৃষক সভা। ময়নাগুড়ি থানা কমিটির পক্ষ থেকে শুক্রবার ময়নাগুড়ি ব্লক কৃষি আধিকারিকের হাতে ডেপুটেশন জমা দেওয়া হল।

এদিন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা একটি মিছিল করে ময়নাগুড়ি ব্লক কৃষি আধিকারিকের দপ্তরে পৌঁছান। সেখানে দাবি পত্র তুলে দেন ব্লক কৃষি আধিকারিক কমলেশ বর্মনের হাতে। কৃষক সভার সাত দফা দাবির মধ্যে প্রধান দাবি হল ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের দ্রুত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। পাশাপাশি সরকার নির্ধারিত মূল্যে বোরো ও আমন উভয় মরশুমেই সরকারকে ধান ক্রয় করতে হবে। রাসায়নিক সারের কালোবাজারি বন্ধ করে কৃষি মরশুমে কৃষকদের বিনামূল্যে সার সরবরাহের দাবিও জানানো হয়েছে। এছাড়াও কৃষি ঋণ

মকুব, সেচের সুবিধা বৃদ্ধি এবং কৃষকদের ফসলের ন্যায্য দাম নিশ্চিত করার দাবি রাখা হয় স্মারকলিপিতে। ময়নাগুড়ি ব্লক কৃষি আধিকারিক কমলেশ বর্মন ডেপুটেশন গ্রহণ করে বলেন, বিষয়টি তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ময়নাগুড়ি কৃষক সভার সভাপতি বিভূতিভূষণ রায়, সম্পাদক অনিল কুমার বর্মন, যুগ্ম সম্পাদক চিত্তরঞ্জন রায়, কাউন্সিল সদস্য নির্মল চৌধুরী এবং জেলা সভাপতি জিতেন দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। নেতারা বলেন, কৃষকদের সমস্যা সমাধান না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে।

আবাসের নামে তোলাবাজি, গ্রেপ্তার ২

নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ সরকারি আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা তোলার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের দুই তৃণমূল নেতা। মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতে উচলপুকুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি ও পঞ্চায়েত সদস্য রাজকুমার বর্মন এবং তৃণমূল নেতা বাবুল হোসেন মিয়াঁকে গ্রেপ্তার করে। শুক্রবার তাঁদের মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। অভিযোগ, উচলপুকুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩২ নম্বর বুথের বাসিন্দা এশারুদ্দিন মিয়াঁ, বিনোদ মন্ডল, অমিয় বালা বর্মন ও দ্বিজেন্দ্রনাথ অধিকারীর কাছ থেকে ঘর দেওয়ার নামে প্রত্যেকের থেকে ১০ হাজার টাকা করে নেওয়া হয়। ভুক্তভোগীদের দাবি, টাকা না দিলে ঘর বাতিল ও মিথ্যা মামলার হুমকি দেওয়া হত। ভয়ে বাধ্য হয়েই তাঁরা টাকা দেন। ভুক্তভোগীরা টাকা ফেরত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। স্থানীয় বিজেপি নেতা ছতিশ রায় বলেন, ভয়ে অনেকে এখনও মুখ খুলতে পারছেন না। অন্যদিকে ধৃত বাবুল হোসেনের পরিবারের দাবি, এটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। কারও কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়নি। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে কাজের চাপে বিক্ষোভে আশা কর্মীরা

নয়া জামানা, নকশালবাড়িঃ আয়ুষ্মান প্রকল্পের কাজের অতিরিক্ত চাপ ও কর্মক্ষেত্রে হেনস্তার অভিযোগ তুলে শুক্রবার নকশালবাড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও স্মারকলিপি প্রদান করলেন পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের দার্জিলিং জেলা শাখার সদস্যরা। প্রথমে তাঁরা নকশালবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে এবং পরে ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন। স্মারকলিপিতে তাঁরা আয়ুষ্মান প্রকল্পের কাজের চাপ কমানো এবং কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানান। সংগঠনের অভিযোগ, মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়াই আশা কর্মীদের মূল কাজ। কিন্তু বর্তমানে সেই দায়িত্ব সরিয়ে তাঁদের দিয়ে আয়ুষ্মান প্রকল্পের ফর্ম পূরণ করানো হচ্ছে। ভবিষ্যতে এই কাজ পুরোপুরি অ্যাপ-ভিত্তিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় স্মার্টফোন ও প্রযুক্তিগত কাজের চাপও বাড়ছে। এতে মূল স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে বলে দাবি তাঁদের। শুধু কাজের চাপই নয়, ফর্ম পূরণের জন্য বাড়ি বাড়ি যাওয়ার সময় শাসকদলের কিছু কর্মীর হাতে হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন আশা কর্মীরা। এর ফলে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতা বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের দার্জিলিং জেলার সহ-সভাপতি বর্ণালী সাহা বলেন, অতিরিক্ত কাজের চাপের জেরে সম্প্রতি কোচবিহারে এক আশা কর্মীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। একইভাবে খড়িবাড়িতে এক আশা কর্মী ও তাঁর স্বামী মারধরের শিকার হয়েছেন। এই ধরনের ঘটনা উদ্বেগজনক। তিনি আরও জানান, আশা কর্মীদের ওপর থেকে আয়ুষ্মান প্রকল্পের অতিরিক্ত দায়িত্ব তুলে নিতে হবে। একইসঙ্গে কর্মক্ষেত্রে হেনস্তা বন্ধ ও নিরাপত্তা দিতে হবে। বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনতেই আজকের স্মারকলিপি। আগামীতে জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দফতরকেও এই দাবি জানানো হবে।

বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত ১

নয়া জামানা, বাগডোগরা ঃ যান্ত্রিক ত্রুটিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাগডোগরার বিহার মোড়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার একটি বাস। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই এক পথচারীর মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন বাসের বেশ কয়েকজন যাত্রী ও স্থানীয় কয়েকজন। শুক্রবার সকালের এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইসলামপুর থেকে শিলিগুড়িগামী বাসটি বিহার মোড়ে ঢোকার মুখে হঠাৎ বিকট শব্দ করতে শুরু করে। প্রাথমিক অনুমান, যান্ত্রিক গোলযোগের কারণেই বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এদিক-ওদিক ছুটতে থাকে। আতঙ্কে চিৎকার করতে থাকেন যাত্রীরা। বিহার মোড়ের বাঁক ঘোরার সময় রাস্তা পার হচ্ছিলেন এক ব্যক্তি। সেই সময় নিয়ন্ত্রণহীন বাসটি তাঁকে সজোরে ধাক্কা মেরে উড়ালপুলের একটি পিলারে গিয়ে ধাক্কা খায়। ঘটনাস্থলেই ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত মৃতের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাগডোগরা থানার পুলিশ ও ট্রাফিক গার্ডের কর্মীরা। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। ক্রেন দিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনার পর থেকেই বাসের চালক ও খালাসি পলাতক। পুলিশ তাঁদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। পাশাপাশি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণ এবং চালকের গাফিলতি ছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ধামসা বাজিয়ে সচেতনতা অভিযান পরিবেশ প্রেমীদের

নয়া জামানা ঃ সড়ক দুর্ঘটনায় বন্যপ্রাণীর মৃত্যু রুখতে অভিনব উদ্যোগ নিল পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ও বন দপ্তর।

বৃহস্পতিবার লাটাগুড়ি ও গরুমারা জঙ্গলের মাঝে ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ধামসা-মাদল বাজিয়ে চালকদের সচেতন করা হল।

জাম্বু ট্রুপ-এর উদ্যোগে এবং ইউনাইটেড ফর ওয়াইল্ডলাইফ ও বন দপ্তরের সহযোগিতায় এই কর্মসূচি হয়। গরুমারা গেটের সামনে পথচলতি গাড়ি থামিয়ে চালকদের মিষ্টিমুখ করিয়ে ধীরে গাড়ি চালানোর অনুরোধ জানানো হয়।

হাতে ছিল ধীরে গাড়ি চালান লেখা প্ল্যাকার্ড।

গত কয়েক বছরে এই আট কিলোমিটার রাস্তায় একাধিক বন্যপ্রাণী গাড়ির ধাক্কায় মারা গেছে। বন দপ্তর বারবার গতি নিয়ন্ত্রণের কথা বললেও কাজ হয়নি। তাই এবার সাংস্কৃতিক পদ্ধতিতে সচেতনতার পথ বেছে নেওয়া হয়েছে। চালকদের ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিতে গাড়ি চালানোর অনুরোধ করা হয়। জাম্বু ট্রুপ-এর রিক সিংহ রায় জানান, বৃহস্পতিবার রাতেও এই অভিযান হয়েছে। অভিযানে নেতৃত্ব দেন নন্দু রায় ও শ্যামাপ্রসাদ পান্ডে। উপস্থিত ছিলেন গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের এডিএফও রাজীব দে। তিনি বলেন, আগামীদিনে নিয়ম ভেঙে দ্রুতগতিতে গাড়ি চালালে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ধসে বিপর্যস্ত সেবক রোড

নয়া জামানা ঃটানা বৃষ্টিতে সেবকে ধস নামায় কালিম্পং,

সিকিম ও ডুয়ার্সের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। বুধবার রাত থেকে ভারী বৃষ্টির পর বৃহস্পতিবার ভোরে সেবকেশ্বরী কালী মন্দিরের কাছে ধস নামে। একই সময়ে ২৭ ও ২৯ মাইলেও ধস নামায় ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

ধসের জেরে কালিম্পং ও সিকিম থেকে আসা সমস্ত যানবাহন তিস্তাবাজারে আটকে পড়ে। পর্যটক, নিত্যযাত্রী, স্কুল পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা চরম দুর্ভোগের শিকার হন।

এনএইচআইডিসিএল-এর তরফে জানানো হয়েছে,

দ্রুত ধস সরিয়ে রাস্তা স্বাভাবিক করার কাজ চলছে। সেবক থেকে তিস্তাবাজার পর্যন্ত আর্থমুভার ও কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় ২৭ ও ২৯ মাইলে একমুখী যান চলাচল শুরু হয়। কালিম্পং পুলিশ জানায়, বিকেল থেকে যান চলাচল পুরোপুরি স্বাভাবিক।

তবে ঘন ঘন ধসের কারণে বাস মালিকদের সমস্যা বাড়ছে।

পিসি মিত্তাল বাস ওনার্স ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সম্পাদক বিপ্লব বিশ্বাস বলেন, গজলডোবা দিয়ে ঘুরপথে যেতে হওয়ায় সময় ও খরচ দুই-ই বাড়ছে। যাত্রী সুচেতা দত্ত জানান, সময়মতো কর্মস্থলে পৌঁছাতে পারছেন না।

হোটেল থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমান মদ

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ দক্ষিণ ভুসকারডাঙ্গা এলাকার একটি হোটেল থেকে বিপুল পরিমাণ বেআইনি দেশি-বিদেশি মদ ও বিয়ার উদ্ধার করেছে।

এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে গোপনে খবর আসে যে ময়নাগুড়ি ব্লকের দক্ষিণ ভুসকারডাঙ্গা এলাকার একটি হোটেলে বেআইনিভাবে মদ মজুত করে রাখা হয়েছে। খবর পাওয়ার পরপরই থানার আধিকারিকদের নেতৃত্বে পুলিশ দল ওই হোটেলে আচমকা তল্লাশি চালায়।

তল্লাশিতে হোটেলের বিভিন্ন ঘর ও স্টোর থেকে বিপুল পরিমাণ মদ উদ্ধার হয়। পুলিশের হিসাব অনুযায়ী, উদ্ধার হয়েছে ১৪৪ বোতল দেশি মদ। পাশাপাশি ছোট-বড় মিলিয়ে ৩৪ বোতল বিদেশি মদও পাওয়া গেছে। এর সঙ্গে ছিল প্রচুর পরিমাণ বিয়ারের ক্যান ও বোতল। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বাজেয়াপ্ত করা সমস্ত মদের আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ২৬ হাজার টাকা। এই ঘটনায় হোটেলের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃতকে শুক্রবার আদালতে পেশ করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ জানান, এলাকায় বেআইনি মদের কারবার রুখতে পুলিশের এই অভিযান লাগাতার চলবে। তিনি আরও বলেন, গোপন সূত্রে খবর পেলেই পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নেবে। বেআইনি মদের কারণে এলাকায় আইনশৃঙ্খলা সমস্যা তৈরি হয়। তাই এই ধরনের কারবারের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।

হাতির হানায় মৃত্যু, সরকারি সাহায্য মন্ত্রীর

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ বুনো হাতির আক্রমণে মৃত্যু হল এক যুবকের। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে আর্থিক সাহায্য ও চাকরির আশ্বাস দিল রাজ্য সরকার।

ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রাম ব্লকের উত্তর হলদিবাড়ি দাস খড়িয়া পাড়ায়।

বৃহস্পতিবার রাতে বুনো হাতির অতর্কিত আক্রমণে প্রাণ হারান এলাকার বাসিন্দা বিশ্রাম ওঁরাও।

হঠাৎ হানায় গোটা এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া।

শুক্রবার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যের বন ও পরিবেশ মন্ত্রী শ্রী মনোজ ওঁরাও। তিনি নিহতের স্ত্রীর হাতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দেন। শুধু আর্থিক সাহায্যই নয়, পরিবারের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার কথা ভেবে বন দফতরে একটি সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করার আশ্বাসও দেন মন্ত্রী। তিনি জানান,

এই প্রক্রিয়া যাতে দ্রুত সম্পন্ন হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

প্রশাসন ও বন দফতরকে পরিবারটিকে সব ধরনের সহযোগিতা করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

প্রয়াত বিশ্রাম ওঁরাও-এর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে মন্ত্রী বলেন, এই কঠিন সময়ে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণভাবে এই পরিবারের পাশে রয়েছে।

এলাকায় বুনো হাতির হামলা নতুন কিছু নয়। বারবার ফসল নষ্ট ও প্রাণহানির ঘটনায় উদ্বিগ্ন স্থানীয়রা। মন্ত্রীর এই ঘোষণায় কিছুটা স্বস্তি পেলেও, হাতি-মানুষ সংঘাত রোধে স্থায়ী সমাধানের দাবি তুলেছেন বাসিন্দারা।

স্কুলে ফিরছে নিজস্ব ইউনিফর্ম

নয়া জামানা ঃ রাজ্যের স্কুলগুলিতে ফের ফিরছে নিজস্ব ইউনিফর্মের ঐতিহ্য।

তৃণমূল সরকারের আমলে চালু হওয়া বিশ্ব বাংলা লোগো ছাপা অভিন্ন সাদা শার্ট ও নেভি ব্লু প্যান্ট-স্কার্টের বাধ্যবাধকতা আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে তুলে দেওয়া হচ্ছে। স্কুল শিক্ষা দপ্তর ইতিমধ্যেই তথ্য সংগ্রহ শুরু করেছে। ৭ তারিখ অতিরিক্ত সচিবের স্বাক্ষরিত নির্দেশে সব জেলার ডিআই-দের ১৫ দিনের মধ্যে প্রাথমিক ও হাইস্কুলের রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। জেলা আধিকারিকরা ব্লক ও সার্কেল স্তরে তথ্য চেয়ে পাঠিয়েছেন।

আগামী শিক্ষাবর্ষের শুরুতে স্কুল বা পড়ুয়াদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি ইউনিফর্মের বরাদ্দ পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন বলেন, ইউনিফর্মের রং-ডিজাইনের সঙ্গে স্কুলের ঐতিহ্য ও শিক্ষার্থীদের আবেগ জড়িত। ২০২২ সালে সব স্কুলে এক রঙের পোশাক বাধ্যতামূলক করা হলেও শিক্ষক-ছাত্র সংগঠনগুলি তার বিরোধিতা করেছিল।

এবার সেই নিজস্ব গরিমা ফেরাতেই সিদ্ধান্ত বদল। এবিপিটিএ ও এবিভিপি এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে।

তবে ২০২১ সাল থেকে ইউনিফর্ম তৈরি ও সরবরাহের দায়িত্বে থাকা স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও তন্তু বাহিনীর ভবিষ্যৎ কী হবে তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে।

মেয়াদ ফুরাচ্ছে কোটির ঔষধ

নয়া জামানা ঃ সরকারি হাসপাতালে জ্বর-সর্দির ওষুধ ও ব্যথার মলম নেই, অথচ দার্জিলিং জেলায় কোটি টাকার দামি ওষুধ মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে নষ্ট হওয়ার মুখে।

বৃহস্পতিবার জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক রাজ্যের ডেপুটি ডিরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিসকে চিঠি দিয়ে বিষয়টি জানাতেই চিকিৎসক মহলে চাঞ্চল্য।

চিঠিতে ক্যানসার, এইচআইভি, উচ্চ রক্তচাপ ও অ্যান্টি ভাইরাল সহ সাতটি গ্রুপের ওষুধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তালিকা অনুযায়ী থিওফাইলিন ৬২০২ পাতা, ল্যামিভুডিন ৩৩০ পাতা, লেভোথাইরক্সিন ২৪৯ জার, ডবুটামিন ইনজেকশন ৮০টি, র‍্যামিপ্রিল ১৮০ পাতা সহ অন্যান্য ওষুধ মজুত।

কয়েকটির মেয়াদ জুলাইয়ে, বাকিগুলির অগাস্টে শেষ। অন্যদিকে প্যারাসিটামল, আইব্রুপ্রফেন, অ্যান্টিসেপটিক মলমের মতো সাধারণ ওষুধেরই সরবরাহ নেই সরকারি হাসপাতালে। দুঃস্থ রোগীদের বাইরে থেকে কিনতে হচ্ছে। অথচ দুরারোগ্য রোগের দামি ওষুধ অব্যবহৃত পড়ে নষ্ট হবে। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তুলসী প্রামাণিক চিঠিতে এসএমআইএস পোর্টালে তথ্য দেওয়ার আবেদন করেছেন। তাতে রাজ্যের অন্য হাসপাতাল প্রয়োজনমতো ওষুধ নিয়ে ব্যবহার করতে পারবে।

কিন্তু এত দেরিতে কেন চিঠি, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের দাবি, ওষুধগুলি কোনও একটি হাসপাতালে মজুত ছিল, ডিআরএস-এ ছিল না। শেষ মুহূর্তে নজরে আসায় দায় এড়াতে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

Naya Jamana.....12 June....2026...new_Layout 1 11-07-2026 11:44 Page 6

মুর্শিদাবাদে হিংসা রুখতে পুলিশের ‘খোলা ছুট’, কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদঃ মুর্শিদাবাদে সাম্প্রতিক হিংসার ঘটনাগুলির পুনরাবৃত্তি রুখতে কঠোর অবস্থান নিল রাজ্য সরকার। প্রশাসনের হাতে আরও ক্ষমতা দিতে ইতিমধ্যেই পাশ হয়েছে ‘দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সেফটি অ্যান্ড কন্ট্রোল অব অ্যান্টি-সোস্যাল অ্যাকটিভিটিজ বিল’ এবং ‘দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল মেনটেন্যান্স অব পাবলিক অর্ডার (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল’। সোমবার থেকেই কার্যকর হচ্ছে এই দুই আইন। মুর্শিদাবাদে প্রশাসনিক বৈঠক শেষে এ কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী দুই থেকে তিন মাসের মধ্যেই মুর্শিদাবাদে উন্নয়নের নতুন গতি দেখা যাবে। তাঁর দাবি, জেলার জেলাশাসক ও প্রশাসনিক দল দক্ষ হলেও অতীতে নানা চাপের কারণে তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেননি। বর্তমান সরকার প্রশাসনকে চাপমুক্ত পরিবেশে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে। সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়েও কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, সীমান্ত এলাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কোনও রকম শিথিলতা বরদাস্ত করা হবে না। বিএসএফের সঙ্গে আরও সমন্বয় রেখে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। পুলিশ প্রশাসনের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট বার্তা দিয়ে বলেন, ধুলিয়ান, সামশেরগঞ্জ, বেলডাঙা, রেজিনগর বা শক্তিপুরের মতো পরিস্থিতি তৈরি হলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় যে ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ অনুযায়ী আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে। তাঁর কথায়, এ বিষয়ে পুলিশকে খোলা ছুট দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক মহলে নতুন দুই আইন কার্যকর হওয়ার আগে থেকেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় আরও কড়া পদক্ষেপের ইঙ্গিত মিলছে। সরকারের আশা, কঠোর আইন প্রয়োগ ও প্রশাসনের স্বাধীন উদ্যোগে মুর্শিদাবাদে হিংসার ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আসবে এবং জেলার উন্নয়নের গতি আরও বাড়বে।

রেজিনগর চাই,উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

নয়া জামানা, রেজিনগরঃ রেজিনগরে বিজেপির কর্মিসভা থেকে আসন্ন উপনির্বাচনকে সামনে রেখে দলের লক্ষ্য স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, নন্দীগ্রামে জয় নিয়ে তিনি আত্মবিশ্বাসী, তবে বিধানসভায় বিজেপির আসনসংখ্যা ২০৯-এ পৌঁছবে কি না, তা অনেকটাই নির্ভর করছে রেজিনগরের ফলাফলের উপর। সভায় শুভেন্দু বলেন, নন্দীগ্রামটা আমার উপর ছেড়ে দিন। সেখানে কত ভোটে জিতব আমি জানি। এবার ২০৮ নয়, ২০৯ হবে কি না, তা রেজিনগরের মানুষের উপর নির্ভর করছে। একইসঙ্গে রেজিনগরের জন্য একাধিক উন্নয়নমূলক প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। বলেন, রেজিনগর জিতলে দুটি নতুন সেতু নির্মাণ, পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ, প্রয়োজন অনুযায়ী আবাস এবং বিভিন্ন পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা হবে। প্রসঙ্গত, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত রেজিনগর কেন্দ্র থেকে আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রধান হুমায়ুন কবীর বিপুল ব্যবধানে জয়ী হন। তিনি প্রায় ৫১ শতাংশ ভোট পেয়ে এক লক্ষ ২৩ হাজারেরও বেশি ভোটে জয়লাভ করেন। বিজেপি প্রার্থী বাপন ঘোষ প্রায় ২৭ শতাংশ ভোট পান, আর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট ছিল প্রায় ১৭ শতাংশ। এবার সেই কেন্দ্রেই বিজেপির সংগঠন আরও শক্তিশালী করার বার্তা দেন শুভেন্দু। নাম না করে হুমায়ুন কবীরকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাঁরা বিভাজনের রাজনীতি চান, নাকি উন্নয়ন। তাঁর বক্তব্য, যে শুধু ঝগড়া করবে, সাম্প্রদায়িকতার কথা বলবে, না কি উন্নয়ন করবে; সেই সিদ্ধান্ত রেজিনগরের মানুষকেই নিতে হবে। পাশাপাশি তিনি বলেন, দম্ভ আর অহঙ্কার ভাঙতে হবে। নাম বলছি না, ইঙ্গিতই যথেষ্ট। উন্নয়নকে সামনে রেখেই ভোটের আবেদন জানান শুভেন্দু। তিনি বলেন, হাতে কাজ, পেটে ভাত, মাথার উপর ছাদ, আরও স্কুল-কলেজ, রাস্তা, সেতু, ঘরে ঘরে পানীয় জল এবং কৃষকদের অধিকার নিশ্চিত করতে চাইলে পদ্মফুলে ভোট দিতে হবে। আইনশৃঙ্খলা নিয়েও সভা থেকে কড়া অবস্থান স্পষ্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী। নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানির ঘটনায় কোনও রকম শিথিলতা বরদাস্ত করা হবে না বলে তিনি জানান। তাঁর নির্দেশ, থানায় থাকা পুরনো মামলাগুলির তদন্ত দ্রুত সম্পূর্ণ করতে হবে, প্রয়োজন হলে চার্জশিট দাখিল ও এফআইআর নথিভুক্ত করতে হবে। একইসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, রাজ্যের প্রতিটি থানায় মহিলা হেল্প ডেস্ক চালু হয়েছে এবং ‘দুর্গা স্কোয়াড’ মাঠে নেমেছে। সভার শেষদিকে ফলতা ও বারুইপুরের সাম্প্রতিক প্রশাসনিক পদক্ষেপের উদাহরণ টেনে শুভেন্দু বলেন, দ্রুত ও কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের সুফল মানুষ ইতিমধ্যেই পেয়েছেন। রেজিনগরের মানুষও সরকারের উপর আস্থা রাখলে উন্নয়নের ফল হাতে-নাতে পাবেন বলেই আশ্বাস দেন তিনি।

নিরাপত্তা কমল অধীরের,ক্যাটেগরি নিয়ে মাথা ঘামাই না - বললেন অধীর

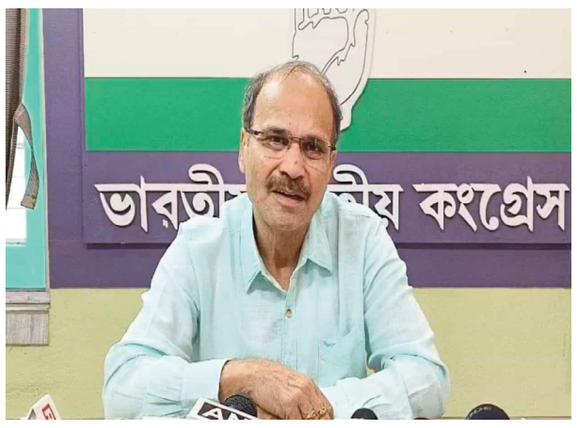

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদঃ প্রায় আড়াই দশক বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দায়িত্বও সামলেছেন। এখনও তিনি রাজ্য কংগ্রেসের অন্যতম শীর্ষ নেতা। সেই অধীররঞ্জন চৌধুরীর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় এবার পরিবর্তন আনল কেন্দ্র। এতদিন তিনি ওয়াই প্লাস () ক্যাটেগরির নিরাপত্তা পেতেন। এখন থেকে তাঁকে এক্স (ড) ক্যাটেগরির নিরাপত্তা দেওয়া হবে। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে অধীররঞ্জন চৌধুরী ১৯৯৯ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত টানা বহরমপুরের সাংসদ ছিলেন। সাংসদ থাকাকালীন কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় তিনি ওয়াই প্লাস ক্যাটেগরির নিরাপত্তা পেতেন। কেন্দ্রীয় নিরাপত্তার পাশাপাশি রাজ্য পুলিশের দু'জন কনস্টেবলও তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকতেন। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ইউসুফ পাঠানের কাছে পরাজিত হন অধীররঞ্জন। সাংসদ পদ হারানোর পরও তাঁর ওয়াই প্লাস নিরাপত্তা বহাল ছিল। বিষয়টি নিয়ে সে সময় প্রশ্ন তুলেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য ছিল, সাংসদ না থাকা সত্ত্বেও কেন অধীররঞ্জনকে একই স্তরের নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে, তা স্পষ্ট করা উচিত। পাশাপাশি তিনি বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেস নেতার রাজনৈতিক সমঝোতার অভিযোগও তুলেছিলেন। যদিও সেই অভিযোগ উড়িয়ে দেন অধীররঞ্জন। এবার কেন্দ্রের তরফে তাঁর নিরাপত্তার স্তর কমিয়ে এক্স ক্যাটেগরিতে আনা হয়েছে। নতুন নিরাপত্তা ব্যবস্থায় তাঁর সঙ্গে থাকবেন দুই জন কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ান এবং দুই জন রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল। নিরাপত্তা কমানো প্রসঙ্গে অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, নিরাপত্তা কম করা হয়েছে। প্রয়োজন হয়েছে, তাই কমিয়ে দিয়েছে। কী ক্যাটেগরির নিরাপত্তা, সেটা আমি জানি না। চার-পাঁচজন নিরাপত্তারক্ষী রয়েছেন। কোন ক্যাটেগরি, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। এখনও পর্যন্ত নিরাপত্তা রয়েছে। আমি কোনওদিনই নিরাপত্তা চেয়ে রাজ্য বা কেন্দ্র;কোনও সরকারের কাছেই আবেদন করিনি। উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বহরমপুর কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন অধীররঞ্জন চৌধুরী। তবে সেই নির্বাচনেও তিনি পরাজিত হন। এর আগে তিনি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন। বর্তমানে সেই পদেও তিনি নেই।

দুশো বছরের ঐতিহ্যে গয়েশপুরের রথযাত্রা

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার প্রত্যন্ত খড়গ্রাম ব্লকের গয়েশপুর গ্রামে বছরের সবচেয়ে বড় উৎসব রথযাত্রা। দুর্গাপুজো বা কালীপুজোর থেকেও এই রথযাত্রার গুরুত্ব অনেক বেশি বলে মনে করেন গ্রামের বাসিন্দারা। প্রায় দুশো বছরের প্রাচীন এই ঐতিহ্যবাহী উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরই গোটা গ্রাম উৎসবের আবহে মেতে ওঠে। শুধু গয়েশপুর নয়, আশপাশের বহু গ্রাম এবং খড়গ্রাম ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেও অসংখ্য মানুষ এই রথযাত্রায় অংশ নিতে আসেন। স্থানীয়দের দাবি, প্রায় ২০০ বছর আগে এই গ্রামে প্রথম রথযাত্রার সূচনা হয়। সেই থেকেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়ে আসছে এই উৎসব। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এখানে রথে অধিষ্ঠিত থাকেন গোপাল। তাঁকে দর্শন করতে এবং রথ টানার পুণ্যলাভের আশায় সকাল থেকেই ভক্তদের ঢল নামে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ এই উৎসবে সামিল হন, যা সম্প্রীতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। রথযাত্রাকে ঘিরে আগামী দশ দিন ধরে চলবে মেলা ও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মেলার পাশাপাশি বাউল গান, কীর্তন, লোকসংগীত, ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উৎসবকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। শিশু থেকে প্রবীণ;সব বয়সের মানুষের উপস্থিতিতে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের জন্যও এই মেলা অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কয়েকদিন ধরে জমজমাট কেনাবেচা চলে। গ্রামের প্রবীণদের কথায়, একসময় এখানে ছিল মাটির তৈরি মন্দির এবং একটি কাঠের রথ। সময়ের সঙ্গে সেই পুরনো কাঠামোর পরিবর্তন ঘটেছে। কয়েক বছর আগে স্থায়ী মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। পাশাপাশি গ্রামের বাসিন্দাদের উদ্যোগে নতুন কাঠের রথও তৈরি করা হয়েছে। প্রায় দু'দশক আগে রথটির পুনর্নির্মাণের পর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। এবছরও রথকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে, যাতে উৎসবের জৌলুস আরও বাড়ে। উৎসব উপলক্ষে বর্তমানে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি জোরকদমে চলছে। প্যান্ডেল নির্মাণ, আলোকসজ্জা, মেলার পরিকাঠামো এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে ব্যস্ত রথ কমিটির সদস্যরা।

সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আইন প্রয়োগ বিপজ্জনক ঃ অধীর

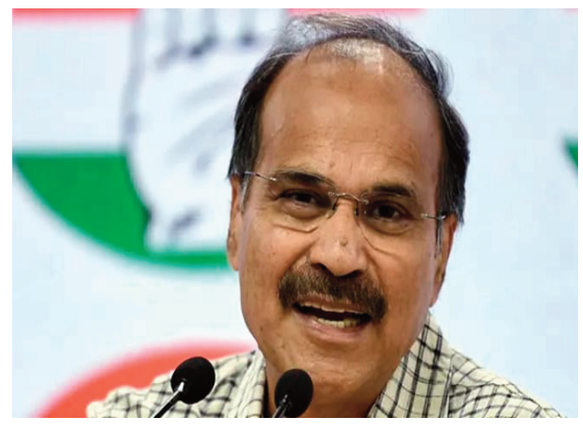

নয়া জামানা, বহরমপুর ঃ বারুইপুরের সাম্প্রতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের ভূমিকা, প্রশাসনের কার্যকারিতা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সরব হলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা তথা বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী। বৃহস্পতিবার বহরমপুরে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার অধিকার নেই। তবে বারুইপুরে অভিযুক্তকে গণপিটুনিতে হত্যার ঘটনাকে তিনি দীর্ঘদিনের ক্ষোভ ও প্রশাসনের প্রতি মানুষের আস্থাহীনতার বহিঃপ্রকাশ বলে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর বক্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে অধীরের মন্তব্যের কড়া বিরোধিতা করে বিজেপি নেতৃত্ব জানিয়েছে, অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ অব্যাহত থাকবে এবং ঘটনায় সাম্প্রদায়িক রং লাগানোর চেষ্টা সফল হবে না। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অধীর চৌধুরী বলেন, সাধারণ মানুষের আইন হাতে তুলে নেওয়ার কোনও অধিকার নেই, তা আমি স্বীকার করছি। কিন্তু বারুইপুরকাণ্ডে গ্রামবাসীরা যেভাবে এক অভিযুক্তকে পিটিয়ে মেরেছে, তা বছরের পর বছর ধরে জমে থাকা আক্রোশেরই বহিঃপ্রকাশ। তিনি অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা না নেওয়ায় সাধারণ মানুষের একাংশ পুলিশের উপর আস্থা হারিয়েছে। সেই কারণেই ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে তাঁর দাবি। অধীর চৌধুরী পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তাঁর অভিযোগ, ঘটনার পর পুলিশ যেভাবে এলাকায় অভিযান চালাচ্ছে এবং নিরীহ গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করছে বলে অভিযোগ উঠছে, তা উদ্বেগজনক। তিনি বলেন, পুলিশ যেভাবে পাল্টা আক্রমণ করছে নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর, তা কখনওই সমর্থনযোগ্য নয়। ঘটনাচক্রে ওই এলাকা সম্পূর্ণ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। আইন যদি সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। প্রশাসনকে সতর্ক করে তিনি আরও দাবি করেন, বারুইপুর ও সংলগ্ন এলাকায় গত কয়েক বছরে মাদক পাচার এবং নারী পাচারের মতো অপরাধমূলক কার্যকলাপ বেড়েছে। তাঁর অভিযোগ, প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগেই এই চক্রগুলি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তাই শুধুমাত্র একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে বিষয়টিকে না দেখে এর নেপথ্যে কোনও বড় অপরাধচক্র বা প্রভাবশালী ব্যক্তির যোগ রয়েছে কি না, তা তদন্ত করে দেখা উচিত বলে মত প্রকাশ করেন তিনি। শুধু কঠোর আইন বা এনকাউন্টার নীতি দিয়ে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের মতো অপরাধ নির্মূল করা সম্ভব নয় বলেও মন্তব্য করেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। তিনি বলেন, অপরাধ দমনে আইনের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা, শিক্ষার প্রসার এবং সমাজের মানসিকতার পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরি। এই প্রসঙ্গে তিনি জাতীয় অপরাধ পরিসংখ্যানের উল্লেখ করে দাবি করেন, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কঠোর আইন থাকা সত্ত্বেও নারী নির্যাতনের ঘটনা উদ্বেগজনক হারে ঘটছে। তাঁর বক্তব্য, শুধুমাত্র কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করলেই সমস্যার সমাধান হবে না; অপরাধের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণগুলিও চিহ্নিত করে তার মোকাবিলা করতে হবে। অধীর চৌধুরীর এই মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছে বিজেপি। দলের রাজ্য কমিটির সম্পাদক শাখারভ সরকার বলেন, বারুইপুরে যেভাবে রেললাইন উপড়ে ফেলার চেষ্টা এবং থানায় ভাঙচুর করা হয়েছে, তা অতীতের অশান্ত পরিস্থিতির কথা মনে করিয়ে দেয়। এই ধরনের নৈরাজ্য কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। তিনি আরও অভিযোগ করেন, কিছু রাজনৈতিক মহল ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটনায় সাম্প্রদায়িক রং লাগানোর চেষ্টা করছে। তাঁর কথায়, এতে কোনও লাভ হবে না। ধর্ষণ বা নারী নির্যাতনের মতো জঘন্য

অপরাধে অভিযুক্তদের কোনওভাবেই রেয়াত করা হবে না। আইন তার নিজস্ব গতিতেই চলবে। বারুইপুরের ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজা ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। একদিকে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা, অন্যদিকে সরকারপক্ষ কঠোর আইন প্রয়োগের পক্ষে সওয়াল করছে। ফলে আইনশৃঙ্খলা, অপরাধ দমন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। এখন তদন্তের অগ্রগতি এবং প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকেই নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহল থেকে সাধারণ মানুষের।

কাঠগোলা বাগানবাড়ি

মুর্শিদাবাদের ইতিহাসমুখর এক বিস্মৃত প্রায় উদ্যান

নয়া জামানা ঃ বাংলার ইতিহাসের সঙ্গে মুর্শিদাবাদের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। মুর্শিদকুলি খাঁ ঢাকা থেকে সুবাহ বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত করে এই শহরকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছিলেন। তাঁর পর সরফরাজ খাঁ, সুজাউদ্দিন, আলিবর্দি খাঁ এবং সিরাজউদদৌলার মতো নবাবরা এই সিংহাসনে বসেছিলেন। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্ষমতা দখলের পর কলকাতার উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব কমে গেলেও, এই শহরের ঐতিহাসিক আকর্ষণ আজও অম্লান। শহরের অলিগলি, রাস্তাঘাট এখনও ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে চলে, আর সেই টানেই পর্যটক ও গবেষকরা ছুটে আসেন এই নবাবি শহরে। মুর্শিদাবাদের সবচেয়ে পরিচিত দ্রষ্টব্য হাজারদুয়ারি প্রাসাদ থেকে মাত্র চার কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত কাঠগোলা বাগানবাড়ি। বাগান দিয়ে ঘেরা এই বিশাল স্থাপত্য এবং তার জমকালো ভাস্কর্যসমূহ দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করে। হাজারদুয়ারির ভিড়ের তুলনায় কাঠগোলা অনেকটাই শান্ত আর কম পরিচিত, কিন্তু ইতিহাস আর স্থাপত্যের নিরিখে এই জায়গাটি কোনোভাবেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ‘কাঠগোলা’ নামটির উৎস নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে দুটি প্রচলিত মত আছে। বাগানে প্রবেশের মুখে একটি বড়ো নহবত গেট আছে, যার সামনে দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে একটি রাস্তা চলে গিয়েছে। অনেকের মতে, এই রাস্তার দু'পাশে একসময় কাঠের গোলা বা গুদাম ছিল, এবং সেই থেকেই জায়গাটির নাম হয়েছে কাঠগোলা। আবার এই বাগানবাড়ি একসময় তার বিচিত্র ফুলের সমাহারের জন্য খ্যাত ছিল, যার মধ্যে গোলাপের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল দূর-দূরান্তে। অনেকের বিশ্বাস, কাঠগোলাপ ফুল থেকেই বাগানবাড়ির এই নামকরণ হয়েছে। দুটি মতের মধ্যে কোনটি সঠিক, তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো না গেলেও, এই দ্বিমত নিজেই জায়গাটির ঐতিহাসিক রহস্যময়তাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। জিয়াগঞ্জের রাজা লক্ষ্মীপৎ সিং দুগর এই জায়গাটি কিনে বাগানবাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন। লক্ষ্মীপৎ, জগপৎ, মহীপৎ এবং ধনপৎ - এই চার ভাই একসময় এখানে বসবাস করতেন, এবং আজও বাগানে প্রবেশ করলে এই চার ভাইয়ের ঘোড়ায় চড়া মূর্তি দেখা যায়। তাঁদের সময়কালেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আদিনাথের মন্দির, যা এই জৈন মন্দিরটি কাঠগোলা বাগানবাড়ির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হিসেবে আজও পরিচিত। এই চার ভাইয়ের পরিচয় এবং তাঁদের সম্পদের উৎস নিয়ে স্থানীয় মানুষের মধ্যে বিভিন্ন কাহিনি প্রচলিত আছে। কথিত আছে, বাগানের পুব দিকে পুরোনো একটি মসজিদ এবং কবরস্থানের পাশে একটি ইঁদারা থেকে তাঁরা প্রচুর গুপ্তধন আবিষ্কার করেছিলেন, এবং সেই অর্থেই গড়ে তোলা হয়েছিল এই বাগান ও মন্দির। এই চার ভাইয়ের পরিচয় নিয়ে দুটি বিপরীত মত শোনা যায়;কেউ কেউ বলেন তাঁরা ছিলেন দস্যু বা লুটেরা, আবার অন্যদের মতে তাঁরা ছিলেন প্রকৃতপক্ষে সফল ব্যবসায়ী। ইতিহাস এবং লোককথার এই মিশ্রণ কাঠগোলার আকর্ষণকে আরও বহুমাত্রিক করে তোলে। এই বাগানবাড়ির ইতিহাসে শুধু স্থাপত্য বা ধনসম্পদের গল্পই নেই, রয়েছে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ছায়াও। একসময় এখানে নিয়মিত জলসা অনুষ্ঠিত হত, যেখানে নবাব এবং অভিজাত শ্রেণির মানুষদের নিয়মিত যাওয়া-আসা ছিল। ইংরেজরাও এই বাগানবাড়িতে আসতেন, এবং মুর্শিদাবাদে ব্রিটিশদের ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্রের সঙ্গেও এই জায়গা জড়িয়ে ছিল। বাগানের ভিতরে একটি সুড়ঙ্গপথ রয়েছে যা ভাগীরথী নদীর সঙ্গে সংযুক্ত। শোনা যায়, এই গোপন পথ দিয়ে তখনকার প্রভাবশালী বণিক পরিবার জগৎশেঠদের বাড়ি পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব হত। এই সুড়ঙ্গ একদিকে যেমন রহস্যময়, তেমনই তা ইতিহাসের সেই অস্থির সময়ের রাজনৈতিক চক্রান্তের সাক্ষী বহন করে চলে। বর্তমানে কাঠগোলা বাগানবাড়িতে রয়েছে প্রাসাদ, একটি সংগ্রহশালা, বিস্তৃত বাগান, আদিনাথ মন্দির, একটি ছোটো চিড়িয়াখানা, বাঁধানো পুকুর এবং সেই গোপন সুড়ঙ্গ। এই সমস্ত উপাদান একত্রে দেখতে প্রতিদিন প্রচুর মানুষ এখানে ভিড় করেন। ইতিহাস, স্থাপত্য, ধর্ম এবং রহস্য;এই সব মিলিয়ে কাঠগোলা বাগানবাড়ি মুর্শিদাবাদ ভ্রমণের একটি অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে। হাজারদুয়ারির রাজকীয় জাঁকজমকের পাশে কাঠগোলা যেন আরেক ধরনের ইতিহাসের ধারক; যেখানে রাজকীয় ইতিহাসের সঙ্গে মিশে আছে লোককথা, ব্যবসায়িক উত্থানের গল্প এবং ধর্মীয় স্থাপত্যের অনন্য সমন্বয়। মুর্শিদাবাদ ভ্রমণে আসা পর্যটকদের জন্য এই বাগানবাড়ি তাই কেবল একটি দর্শনীয় স্থান নয়, বরং বাংলার ইতিহাসের এক জীবন্ত অধ্যায়।

ভুয়ো আধার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান,গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

নয়া জামানা,সালারঃ সালার থানার পুলিশের অভিযানে একটি ভুয়ো আধার কার্ড জালিয়াতি চক্রের হদিস মিলেছে। এই ঘটনায় কাগ্রাম অঞ্চলের ঢালীপাড়া এলাকা থেকে চক্রের মূল অভিযুক্ত সেরিফুল শেখ (৩৪)-কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সালার থানার সার্কেল ইন্সপেক্টর সমরেশ পাল এবং সালার থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক শিবনাথ মণ্ডলের নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল অভিযান চালায়। অভিযানে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে আধার কার্ড সংক্রান্ত জালিয়াতির অভিযোগে মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, সালার থানায় মামলা নং ৩২৫/২০২৬ দায়ের হয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-এর ৩১৬(৫), ৩১৮, ৩৩৬(৩), ৩৪০ ধারার পাশাপাশি আধার আইনের ২৯, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭ ও ৪০ ধারা এবং তথ্যপ্রযুক্তি।

Naya Jamana.....12 June....2026...new_Layout 1 11-07-2026 11:44 Page 7

রায়গঞ্জ সুপার লিগের ফাইনাল শনিবার,

ইস্টবেঙ্গলের ট্রায়াল ক্যাম্পে সুযোগ জেলার ফুটবলারদের

নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুরঃ ১১ই জুলাই, শনিবার রায়গঞ্জ টাউন ক্লাব ময়দানে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বহুল প্রতীক্ষিত রায়গঞ্জ সুপার লিগের ফাইনাল। সেই উপলক্ষে শুক্রবার এক সাংবাদিক বৈঠকে এ কথা জানান রায়গঞ্জ টাউন ক্লাবের সম্পাদক অরিজিৎ ঘোষ। তিনি জানান, জেলার ফুটবলপ্রেমীদের জন্য ফাইনাল ম্যাচটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হতে চলেছে এবং বিপুল সংখ্যক দর্শকের উপস্থিতির আশা করা হচ্ছে।

ইতিমধ্যেই আয়োজকদের পক্ষ থেকে মাঠ ও অন্যান্য পরিকাঠামো প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও সুপার লীগের শুরুতে থাকছে মেয়েদের একটি প্রদর্শনী মূলক ফুটবল খেলা। সাংবাদিক বৈঠকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন অরিজিৎ ঘোষ। তিনি জানান, আগামী ১২ ও ১৩ জুলাই রায়গঞ্জ টাউন ক্লাবের উদ্যোগে একটি ফুটবল ট্রায়াল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে। এই ট্রায়াল ক্যাম্পে অংশ নেবে দেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী ক্লাব ইস্টবেঙ্গল।

ক্যাম্পে জেলার প্রতিভাবান ফুটবলারদের দক্ষতা যাচাই করে যোগ্য খেলোয়াড়দের বেছে নেওয়া হবে।এই উদ্যোগের ফলে উত্তর দিনাজপুর জেলার প্রতিভাবান ফুটবলারদের সামনে বড় মঞ্চে নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরার সুযোগ তৈরি হবে বলে মনে করছেন ক্রীড়াপ্রেমীরা। টাউন ক্লাবের পক্ষ থেকে জেলার ফুটবলারদের ট্রায়াল ক্যাম্পে

অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। তবে বিগত দিনে কলকাতা থেকে শুরু করে রাজ্যের বাইরের প্রতিভাবান ফুটবলার রা অংশ নিলেও রায়গঞ্জের ছেলেরা কম অংশ নেয় বলে আক্ষেপ

অরিজিতের। রায়গঞ্জ সুপার লিগের ফাইনাল এবং ইস্টবেঙ্গলের ট্রায়াল ক্যাম্প; পরপর দুই দিন এই দুই আয়োজনকে ঘিরে ইতিমধ্যেই জেলার ক্রীড়ামহলে উৎসাহ ও উন্মাদনা তুঙ্গে পৌঁছেছে।

পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় প্রাণ গেল গরুর, আহত একাধিক

মোহম্মদ আলম,নয়া জামানা, ইসলামপুরঃ উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর শহরে গরুকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে থাকা একাধিক দোকানে ধাক্কা মেরে উল্টে গেল আনারস বোঝাই একটি পিক-আপ ভ্যান। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ইসলামপুরের চৌরঙ্গী মোড় সংলগ্ন এলাকায় এই দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনায় একটি গরুর মৃত্যু হয়েছে এবং গাড়িতে থাকা কয়েকজন সামান্য আহত হয়েছেন।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দ্রুতগতিতে ইসলামপুরের দিকে আসছিল আনারস বোঝাই পিক-আপটি। চৌরঙ্গী মোড়ের কাছে হঠাৎ একটি গরু রাস্তার উপর চলে আসলে সেটিকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন চালক। সেই সময় গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে থাকা কয়েকটি দোকানে সজোরে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় পিক-আপটি।দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে

আহতদের উদ্ধার করেন। পরে তাঁদের ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আহতদের অবস্থা স্থিতিশীল বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে।এই দুর্ঘটনায় রাস্তার ধারে থাকা একাধিক দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাশাপাশি ঘটনাস্থলেই গরুটির মৃত্যু হয়।স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, চৌরঙ্গী মোড় এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই অবাধে গরু রাস্তায় ঘোরাফেরা করে। এর জেরে অতীতেও একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। প্রশাসনের কাছে বারবার অভিযোগ জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি বলে দাবি তাঁদের।খবর পেয়ে ইসলামপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত পিক-আপটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। যান চলাচল স্বাভাবিক করার পাশাপাশি দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

তৃণমূল পার্টি অফিসে বুলডোজার

অভিযানে স্বস্তি স্থানীয়দের

শুভজিৎ দাস,নয়া জামানা,রায়গঞ্জঃ পুলিশ প্রশাসন কথা দিয়েছিল তিন দিনের মধ্যেই ভেঙে দেওয়া হবে অবৈধ নির্মাণ। সেইমতো জারি করা হয় নোটিশ। অবশেষে শুক্রবার রায়গঞ্জের গোয়ালপাড়া-কদমতলা এলাকায় প্রশাসনের উদ্যোগে একটি অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলা হল। পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী শুক্রবার বুলডোজার দিয়ে ওই নির্মাণ অপসারণের কাজ সম্পন্ন করা হয়।অভিযানের সময় এলাকায় পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন ছিল এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ ছিল।প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগেই জানানো হয়েছিল, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অবৈধ নির্মাণ স্বেচ্ছায় সরিয়ে না নিলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সেই ঘোষণা অনুযায়ী এদিন অভিযানে নামে প্রশাসন।স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই ওই নির্মাণটি নিয়ে তাঁদের আপত্তি ছিল। তাঁদের অভিযোগ, এটি ছিল তৃণমূলের পার্টি অফিস। অতীতে একাধিকবার বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনা হলেও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। সাম্প্রতিক এই অভিযানে তাঁরা সন্তোষ প্রকাশ

করেছেন এবং অবৈধ দখল ও নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কঠোর অবস্থানকে স্বাগত জানিয়েছেন।এলাকার বাসিন্দা নিরঞ্জন রায়ের অভিযোগ, ওই নির্মাণে দীর্ঘদিন ধরে জুয়ার আসর, নেশাজাতীয় দ্রব্যের ব্যবহারসহ বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপ চলত। তবে এই অভিযোগগুলির স্বাধীনভাবে সরকারি বা পুলিশি সূত্রে নিশ্চিতকরণ মেলেনি। অপর এক বাসিন্দা তুষার রায় জানান, রাজ্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সেই মোতাবেক কাজ হচ্ছে। খুশি সাধারণ মানুষ।অভিযান শেষে এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশি নজরদারি জোরদার করা হয়। স্থানীয়দের একাংশের মতে, রায়গঞ্জ থানার নতুন আইসি দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং অবৈধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রশাসনের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁদের আশা, ভবিষ্যতেও আইন মেনে অবৈধ নির্মাণ ও অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে একই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই অভিযানের সঙ্গে কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের সম্পর্ক রয়েছে কি না, সে বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

জলকষ্টে নাজেহাল স্কুল, চরম ভোগান্তিতে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকমহল

নয়া জামানা,উত্তর দিনাজপুরঃ জেলার রামগঞ্জ,২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন আদালগছ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সমস্যা চরম আকার ধারণ করেছে। বিদ্যালয়ের দুটি টিউবওয়েল, পানীয় জলের ফিল্টার এবং জল তোলার মোটর দীর্ঘদিন ধরে বিকল হয়ে পড়ে থাকায় নিত্যদিন সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। বিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পানীয় জলের অভাবের কারণে শুধুমাত্র পড়ুয়াদেরই নয়, জানিয়েছে।এছাড়াও সম্প্রতি ইসলামপুর মহকুমা প্রশাসনের অধীন বিডিও অফিসেও বিষয়টি লিখিত ভাবে জানানো হয়েছে। অভিযোগের পরও এখনও পর্যন্ত কোনও স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের একাংশ।স্থানীয়দের দাবি, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের মতো মৌলিক পরিষেবা অচল থাকা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। দ্রুত টিউবওয়েল, জল তোলার মোটর ও ফিল্টার মেরামত

বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজকর্মও ব্যাহত হচ্ছে। এমনকি মিড-ডে মিলের রান্নার জন্য পাশের বাড়ি থেকে জল এনে রান্নার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। ফলে স্বাস্থ্যবিধি ও পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।এই সমস্যার সমাধানের দাবিতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই দু'বার রামগঞ্জ,২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে লিখিত অভিযোগ বা নতুন ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। এদিকে,এই বিষয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং রামগঞ্জ,২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিদের বক্তব্যও জানার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে কি না, সেদিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছেন শিক্ষক, অভিভাবক ও পড়ুয়ারা।

জেলার উন্নয়নে সাংসদ ও বিধায়ককে একগুচ্ছ প্রস্তাব বালুরঘাটবাসীর

সাজাহান আলি,নয়া জামানা, পতিরামঃ

বালুরঘাট শহরের ঐতিহ্যবাহী ত্রিধারা ক্লাবের উদ্যোগে জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্ট নাগরিকদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হলো জেলার উন্নয়ন নিয়ে ব্যতিক্রমী সৌহার্দ্য সভা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত ত্রিধারা ক্লাবের অভ্যন্তরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও উত্তর - পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ ডক্টর সুকান্ত মজুমদার , বালুরঘাটের নবনির্বাচিত বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায়, ত্রিধারা ক্লাবের সভাপতি অভিজিৎ চক্রবর্তী, সম্পাদক সন্দীপ সরকার , বিশিষ্ট কবি বিশ্বনাথ লাহা , সঙ্গীত শিল্পী রাজর্ষি গোস্বামী , শুভময় সরকার , সুমন মন্ডল সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডক্টর সুকান্ত মজুমদারকে বিশেষ স্মারক তুলে দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন ক্লাবের সভাপতি অভিজিৎ চক্রবর্তী। বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায়কে মানপত্র দিয়ে সংবর্ধনা জানান ক্লাবের সম্পাদক সন্দীপ সরকার। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর আপ্ত সহায়ক অজয় সরকার কেও বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ১৯৬৫ সালে স্থাপিত বালুরঘাট শহরের ঐতিহ্যবাহী ত্রিধারা ক্লাবের তরফে ডক্টর সুকান্ত মজুমদার ও বিদ্যুৎ

কুমার রায় কে একগুচ্ছ উন্নয়নের প্রস্তাব তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি অনুষ্ঠানে সমবেত শহরের বিশিষ্ট নাগরিকরা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার উন্নয়নে বিভিন্ন গঠনমূলক প্রস্তাব পেশ করেন।বলা বাহুল্য ,প্রতিবার নির্বাচনের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তরফে বেশ কিছু উন্নয়নের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষেরও নিজ এলাকা তথা জেলার উন্নয়ন নিয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব থাকে। কিন্তু সেগুলি জনপ্রতিনিধিদের সামনে উপস্থাপন করার সুযোগ পান না। বালুরঘাট ত্রিধারা ক্লাব সেই সুযোগ করে দেওয়ায় বিশিষ্ট নাগরিকেরা তাদের উন্নয়ন প্রস্তাব অনুষ্ঠানে তুলে ধরার সুযোগ পান। ক্লাব ও বিশিষ্ট নাগরিকদের উন্নয়ন প্রস্তাবের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হলো বালুরঘাট শহরের প্রবেশের মূল জাতীয় সড়কের পাশাপাশি আত্রেয়ী নদীর তীরবর্তী এলাকা দিয়ে একটি সড়ক ও নদী বাঁধ নির্মাণ। এর ফলে যেমন বালুরঘাটে যাতায়াত সহজ হবে ও যানজট এড়ানো সম্ভব হবে , তেমনি বর্ষার সময় নদী বাঁধের কারণে বন্যার হাত থেকে বালুরঘাট শহর বহুলাংশে রক্ষা পাবে।উন্নয়ন প্রস্তাবে আরো ছিল বালুরঘাট থেকে তপন পর্যন্ত বর্তমান পাকা রাস্তাকে ডাবল লেন তথা সম্প্রসারিত করা , আত্রেয়ী নদীর খাঁড়িকে যথাযথভাবে সংস্কার করে বন্যা প্রতিরোধ করা , শহরের নাগরিক পরিষেবার মান উন্নয়ন , বেকারদের কর্মসংস্থান ইত্যাদি।অনুষ্ঠানের প্রান্তিক পর্বে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ ডঃ সুকান্ত মজুমদার ও বালুরঘাটের বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায় ত্রিধারা ক্লাব তথা নাগরিকদের উন্নয়ন প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করে যতটা সম্ভব বাস্তবায়িত করার আশ্বাস দেন।

রথযাত্রা উপলক্ষে

গাজোলে প্রশাসনিক বৈঠক

আহমেদ বাপি,নয়া জামানা, গাজোলঃ আসন্ন রথযাত্রা উৎসব যাতে শান্তিতে এবং সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়, তার জন্য কোমর বেঁধে নামল মালদার গাজোল ব্লক ও পুলিশ প্রশাসন। রথ কমিটিগুলোকে নিয়ে গাজোলে অনুষ্ঠিত হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠক। কড়া বার্তা দেওয়া হলো ডিজে ব্যবহারের ক্ষেত্রেও।রথের রশিতে টান পড়তে আর মাত্র

কয়েকটা দিন বাকি। তার আগেই উৎসবের প্রস্তুতি এবং সার্বিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বড়সড় পদক্ষেপ নিল গাজোল ব্লক ও পুলিশ প্রশাসন।গাজোল ব্লক ক্যাম্পাসের ধরণী ধর অতিথি নিবাস সভা কক্ষে আয়োজিত যৌথ প্রশাসনিক বৈঠকে এলাকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং উৎসবকে নির্বিঘ্ন করতে বিশেষ আলোচনা করা হয়।এই হাই-প্রোফাইল বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন গাজোল ব্লকের প্রায় ৬৪টি রথ কমিটির প্রতিনিধিরা।এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলার ডিএসপি দীপেন্দ্র তামাং,গাজোল বিধানসভার বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন, গাজোল ব্লকের বিডিও সুমন ঘোষ এবং গাজোল থানার আইসি কৌশিক ব্যানার্জি সহ প্রশাসনের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। বৈঠকজুড়ে মূলত জোর

দেওয়া হয় সরকারি নিয়মকানুন কঠোরভাবে মেনে চলার ওপর।উৎসবের দিনগুলোতে কোনো রথ কমিটির কোনো রকম পরিকাঠামোগত বা প্রশাসনিক সমস্যা রয়েছে কিনা, তা এক এক করে শোনেন আধিকারিকরা এবং তৎক্ষণাৎ তা সমাধানের আশ্বাসও দেওয়া হয়।তবে

শব্দদূষণ রুখতে প্রশাসনের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে কড়া বার্তা। স্পষ্ট জানানো হয়েছে, রথযাত্রায় ডিজে ব্যবহার করা চললেও, তার সাউন্ড বা আওয়াজ অবশ্যই রাখতে হবে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে।

নিয়মের অন্যথা হলে প্রশাসন যে কড়া ব্যবস্থা নেবে, সেই ইঙ্গিতও মিলেছে বৈঠক থেকে।সব মিলিয়ে, কোনো রকম

অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই গাজোলের ঐতিহ্যবাহী রথ উৎসব যাতে সম্প্রীতি ও শান্তির পরিবেশ বজায় রেখে উদযাপিত হয়, সেটাই এখন মূল লক্ষ্য প্রশাসনের।

'ভাতা নয়, বেতন চাই', অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী-সহায়িকাদের বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন

স্বরূপ সাহা, নয়া জামানা, ইংরেজবাজারঃ 'ভাতা নয়, বেতন চাই'; এই স্লোগানকে সামনে রেখে শুক্রবার মালদায় বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করলেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা। পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা কল্যাণ সমিতির ব্যানারে ইংরেজবাজার ব্লকের কর্মী-সহায়িকারা মালদা শহরের সত্য চৌধুরী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অবস্থিত ইংরেজবাজার আইসিডিএস প্রকল্প দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান এবং চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট অফিসার (সিডিপিও) সৌরভ চট্টোপাধ্যায়-এর হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন।আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সভাপতি অঞ্জন মণ্ডল, কার্যকরী সভাপতি মৌসুমী ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক মৌমিতা রাহা, কল্পনা ছেত্রী-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।সংগঠনের দাবির মধ্যে ছিল অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ন্যূনতম মাসিক ২১ হাজার টাকা এবং সহায়িকাদের ১৮ হাজার টাকা বেতন, সমস্ত শূন্যপদ প্রমোশনের মাধ্যমে পূরণ, বকেয়া সাম্মানিক ও বিল দ্রুত পরিশোধ, প্রতিটি শিশুকেন্দ্রে শৌচালয় ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামোর উন্নয়ন। পাশাপাশি, সুপ্রিম কোর্ট আইসিডিএস কর্মীদের জন্য যে সুবিধাগুলির কথা বলেছে, সেগুলি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কার্যকর করুক বলেও দাবি জানান আন্দোলনকারীরা।কার্যকরী সভাপতি মৌসুমী ঘোষ বলেন, ডিমের দাম অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় বর্তমান বরাদ্দে শিশুদের নিয়মিত ডিম দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বাজারদরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খাদ্য বাবদ বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি জানান তিনি। এছাড়া গত দু'মাস ধরে সাম্মানিক ও বিভিন্ন বিল না পাওয়ায় কর্মী-সহায়িকারা চরম আর্থিক সমস্যার মধ্যে পড়েছেন বলেও অভিযোগ করেন।মৌসুমী ঘোষ জানান, সিডিপিও সৌরভ চট্টোপাধ্যায় তাঁদের আশ্বস্ত করেছেন যে দাবিগুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে।

নাজিয়া এলাহীর গ্রেফতারের দাবিতে ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে বিক্ষোভ

নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুরঃ নাজিয়া এলাহীর গ্রেফতারের দাবিতে শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে 'তেহরিক -কিলকে-রাজা'র উদ্যোগে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। সংগঠনের সদস্যদের অভিযোগ, নাজিয়া এলাহী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছেন। তাঁদের দাবি, এর আগেও তাঁর বিরুদ্ধে রাজ্যের বিভিন্ন থানায় অভিযোগ দায়ের হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। অভিযুক্তের দ্রুত গ্রেফতার এবং যথাযথ আইনি পদক্ষেপের দাবিতে এদিন বিক্ষোভ দেখান সংগঠনের সদস্যরা। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন ছিল এবং পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ ছিল।

খেলতে বেরিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র, দুশ্চিন্তায় পরিবার

নয়া জামানা, মালদাঃ বাড়ি থেকে খেলতে বেরিয়ে গত দু'দিন ধরে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ মালদা টাউন হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্র। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মালদা শহরের কৃষ্ণপল্লী বাপুজি কলোনি এলাকায়।নিখোঁজ ছাত্রের নাম রেহান শেখ (১১)। তার বাবা মিন্টু শেখ ও মা রোহিনী বিবি। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বুধবার বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ বাড়ির সামনে খেলতে বেরিয়েছিল রেহান। তারপর থেকে আর বাড়ি ফেরেনি। আত্মীয়স্বজন ও সম্ভাব্য বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান না মেলায় বৃহস্পতিবার

ইংরেজবাজার থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন পরিবারের সদস্যরা। রেল পুলিশকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে।প্রতিবেশী সাবিলা বিবির দাবি, ঘটনার কিছুক্ষণ আগে একটি মোটরসাইকেলের তেল বের করার অভিযোগ রেহানের বিরুদ্ধে উঠেছিল। বিষয়টি নিয়ে তার মা জিজ্ঞাসা করলে রেহান অভিযোগ অস্বীকার করে। এরপর চিপস কেনার জন্য মায়ের কাছ থেকে পাঁচ টাকা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

তারপর থেকেই তার আর কোনও খোঁজ নেই বলে জানান তিনি।নিখোঁজ রেহানের মা রোহিনী বিবি বলেন, আমার ছেলে বাড়ির আশেপাশেই খেলছিল। তারপর আর বাড়ি ফিরে আসেনি। ইংরেজবাজার থানা ও রেল পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছি। সকলের কাছে আবেদন, কেউ আমার ছেলের সন্ধান পেলে দয়া করে পুলিশ বা আমাদের খবর দিন।

আসানসোল জেলা হাসপাতালে পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্রের সূচনা

সীতারাম মুখার্জি, নয়া জামানা, আসানসোলঃ আসানসোল জেলা হাসপাতালে শিশুদের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হল ‘নিউট্রিশন রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার’ বা পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্র (এনআরসি)। শুক্রবার এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই বিশেষ ইউনিটের উদ্বোধন করেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।

আসানসোল ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির মান উন্নয়নে এই কেন্দ্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হচ্ছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, মূলত ৫ বছর বয়স পর্যন্ত যে সমস্ত শিশুরা চরম অপুষ্টিজনিত সমস্যায় ভুগছে, তাদের সুস্থ করে তুলতেই এই অত্যাধুনিক কেন্দ্রটি গড়ে তোলা হয়েছে। জেলা হাসপাতালের জরুরি বিভাগের উপর তলায় আপাতত ১০টি শয্যা বা বেড নিয়ে এই ইউনিটটি তৈরি করা হয়েছে। চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের ন্যূনতম ১৪ দিন এই ইউনিটে রেখে বিশেষ চিকিৎসা ও পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হবে। চিকিৎসার পাশাপাশি মায়েরা যাতে সার্বক্ষণিকভাবে তাঁদের সন্তানের পাশে থাকতে পারেন, তারও সুব্যবস্থা করা হয়েছে এখানে। মায়েদের সুবিধার্থে এই ইউনিটের ভেতরেই একটি নির্দিষ্ট ‘ফিডিং জোন’ বা স্তন্যপান করানোর জায়গা তৈরি করা হয়েছে। শিশুদের হাসপাতালের পরিবেশ থেকে দূরে রেখে ঘরোয়া ও আনন্দদায়ক পরিবেশ দিতে এই কেন্দ্রের এক প্রান্তে প্লে-স্কুলের আদলে একটি বিশেষ শিশু-উদ্যান বা খেলার জায়গা তৈরি করা হয়েছে। যেখানে শিশুদের মন ভালো রাখার জন্য মজুত রয়েছে হরেক রকমের রঙিন খেলনা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আসানসোল উত্তরের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, পশ্চিম বর্ধমান জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (সিএমওএইচ) ডাঃ মহঃ ইউনুস, জেলা হাসপাতালের নবনিযুক্ত সুপার ডাঃ তপন কুমার বিশ্বাস এবং বিদায়ী সুপার ডাঃ নিখিল চন্দ্র দাস সহ হাসপাতালের অন্যান্য চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রী জানান যে, সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত করতে সরকার প্রতিনিয়ত একাধিক ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। আসানসোল জেলা হাসপাতালের ওপর শুধু স্থানীয় বাসিন্দারাই নন, পার্শ্ববর্তী জেলা ও প্রতিবেশী রাজ্যের বহু মানুষও চিকিৎসার জন্য নির্ভর করেন। ফলে এই নতুন পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্রটি চালু হওয়ার ফলে দূর-দূরান্ত থেকে আসা বহু সাধারণ ও দরিদ্র পরিবার বিশেষভাবে উপকৃত হবে।

আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নন, অভিষেককে নিশানা অগ্নিমিত্রার

নয়া জামানা, বর্ধমানঃ আদালতের নির্দেশ মেনে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বরের নমুনা দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করলেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। শুক্রবার আসানসোলের মহিশীলা কলোনিতে দলের এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ভারতবর্ষে কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নন এবং আইন অনুযায়ী সকলকেই জবাবদিহি করতে হবে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কেন বারবার আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ করছেন, সেই প্রশ্ন তুলে তিনি দাবি করেন, বাংলার মানুষের কাছে দুর্নীতির জবাব দিতেই হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা, নারী নিরাপত্তা এবং জনমুখী পরিষেবা নিয়েও বক্তব্য রাখেন অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি জানান, মহিলাদের সুরক্ষায় প্রতিটি থানায় হেল্প ডেস্ক এবং বিশেষ ‘পিঙ্ক পেট্রোল’ মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি, সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে বিজেপি বিধায়কদের উদ্যোগে ‘সেবা কেন্দ্র’ চালু করা হয়েছে, যেখান থেকে বিনামূল্যে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবার আবেদন ও সহায়তা পাওয়া যাবে। বর্ষায় শহরের জল জমার সমস্যা মোকাবিলায় পাম্প প্রস্তুত রাখা এবং ড্রেন পরিষ্কারের কাজ চলছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। আসন্ন রথযাত্রা প্রসঙ্গে দলমতনির্বিশেষে সকলকে এই ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসবে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

তোলাবাজি ও জমি দখলের অভিযোগে বর্ধমানের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর গ্রেপ্তার

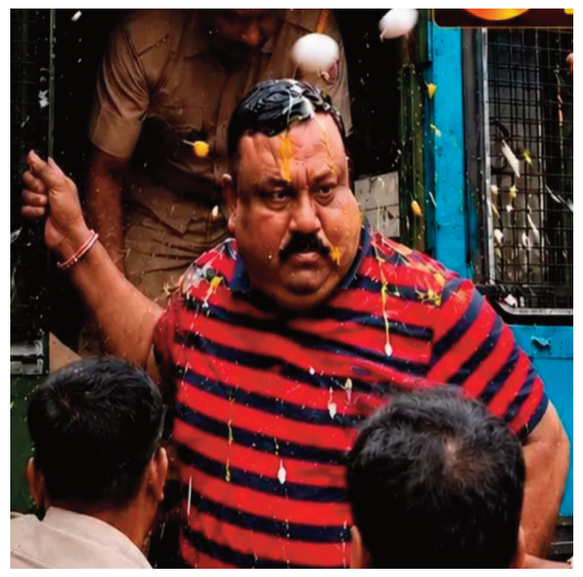

নয়া জামানা, পূর্ব বর্ধমানঃ প্রায় প্রতিদিনই পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে শাসকদলের একের পর এক নেতার গ্রেপ্তারের খবর সামনে আসছে। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হলেন বর্ধমান শহরের প্রভাবশালী শ্রমিক নেতা তথা বর্ধমান পৌরসভার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর সৈয়দ মহম্মদ সেলিম,

যিনি এলাকায় ‘জল সেলিম’ নামেই বিশেষ পরিচিত। আইএনটিটিইউসি-র এই প্রাক্তন জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে তোলাবাজি, সাধারণ মানুষকে হুমকি এবং অবৈধভাবে জমি দখল সহ একাধিক গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা নানা অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার বর্ধমান থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। এদিন সেলিমকে যখন বর্ধমান আদালতে তোলার জন্য নিয়ে আসা হয়, তখন আদালত চত্বরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ধৃত নেতাকে দেখা মাত্রই উপস্থিত জনতার একাংশ ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছোঁড়া হয় এবং চারদিক থেকে ‘চোর চোর’ স্লোগান উঠতে থাকে। উত্তেজিত জনতার হাত থেকে অভিযুক্ত নেতাকে বাঁচিয়ে আদালত কক্ষে নিয়ে যেতে পুলিশ প্রশাসনকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়। এই ঘটনায় জেলা তৃণমূলের অন্দরে যেমন অস্বস্তি বেড়েছে, তেমনই সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ জেলার রাজনৈতিক মহলে নতুন করে শোরগোল ফেলে দিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রেলের উচ্ছেদ নোটিশ, কালনার মেড়তলা-ফলেয়া স্টেশনে আতঙ্কে দুশো ব্যবসায়ী

নয়া জামানা, কালনাঃ পূর্ব বর্ধমানের কালনার মেড়তলা-ফলেয়া স্টেশন সংলগ্ন রেলের জমিতে গড়ে ওঠা প্রায় দুশোটি দোকানপাট ও বসতবাড়ি খালি করার নোটিশ ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ব্যান্ডেল-কাটোয়া রেল শাখার এই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে চলা একটি পাইকারি সবজি বাজার সহ মুদিখানা, মিষ্টি ও ফলের দোকানদারদের আগামী ১৩ জুলাইয়ের মধ্যে পাট চুকিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বেআইনি নির্মাণ ও জবরদখল না সরালে ১৪ জুলাই বুলডোজার চালিয়ে সমস্ত কিছু ভেঙে ফেলা হবে বলে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রেলের এই আচমকা কড়া পদক্ষেপে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের। তাঁদের দাবি, অনেকে ২০-৩০ বছর ধরে সামান্য পুঁজি সম্বল করে এখানে রুটি-রুজির সংস্থান করছেন। মাত্র তিন দিনের নোটিশে দোকান সরানো কিংবা মালামাল অন্যত্র নিয়ে যাওয়া কার্যত অসম্ভব। পুনর্বাসন বা অন্তত মাসখানেকের সময় দিলে তাঁরা বিকল্প কিছু ভাবতে পারতেন।

এই উচ্ছেদের ফলে তাঁদের রুজি-রোজগার পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও চাপানউতোর শুরু হয়েছে। ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়িয়ে উচ্ছেদের প্রতিবাদে এবং সময়সীমা বাড়ানোর দাবিতে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এলাকার সিপিএম নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক প্রদীপ সাহা।

অন্যদিকে, স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্য; বিষয়টি সম্পূর্ণ রেল দপ্তরের এক্তিয়ারভুক্ত, তাই এই নিয়ে তাঁদের কিছু বলার নেই।

বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষে রণক্ষেত্র সালানপুর

দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ

নয়া জামানা, সালানপুরঃ পশ্চিম বর্ধমানের সালানপুর থানার আছড়া এলাকায় বৃহস্পতিবার রাতে একটি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পিকআপ ভ্যানকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ বাধে। ঘটনার জেরে দুই পক্ষেরই একাধিক কর্মী-সমর্থক গুরুতর আহত হন। তৃণমূলের দুই কর্মীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং বিজেপির প্রায় ১০ জন আহত কর্মীর মধ্যে বেশ কয়েকজনকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। বিজেপির অভিযোগ, ভ্যান থেকে কী নামানো হচ্ছিল তা জানতে চাওয়ায় তাদের ওপর হামলা হয়। অন্যদিকে, তৃণমূলের দাবি, বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই প্রথমে আক্রমণ করেছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে শুক্রবার সকালে রূপনারায়ণপুর-সামডি রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করেন বিজেপি কর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। এর ফলে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় এবং যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে সালানপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং যথাযথ তদন্তের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। দু’পক্ষই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে এবং পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আসানসোলে সাধারণ মানুষের পাশে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, মহিশীলায় ‘সেবা কেন্দ্র’-এর উদ্বোধন

নয়া জামানা, বর্ধমানঃ পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার মহিশীলা কলোনির বড়তলা বাজারে সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে গড়ে তোলা হল একটি নতুন ‘সেবা কেন্দ্র’। শুক্রবার সকালে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সেবা কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। উদ্বোধনের পরক্ষণেই তিনি সেখানে বসে এলাকার সাধারণ মানুষের মুখোমুখি হন এবং তাঁদের বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। ঘরের কাছে মন্ত্রীকে এভাবে পেয়ে এবং সরাসরি নিজেদের সমস্যার কথা জানাতে পেরে এলাকার বাসিন্দারা অত্যন্ত খুশি ও আশ্বস্ত বোধ করছেন। এই বিষয়ে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানান, সাধারণ মানুষের নিরবচ্ছিন্ন সেবা করাই এই কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশিকার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, জনপ্রতিনিধিদের বোরো অফিসে বসে মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনতে হবে এবং দ্রুত তার সমাধান করতে হবে। মানুষের সেবা করার এই সুযোগকে নিজেদের সৌভাগ্য বলে উল্লেখ করেন তিনি। একই সাথে, কোনো ব্যক্তির নাম না করে বিরোধী পক্ষকে তীব্র কটাক্ষ করে মন্ত্রী বলেন, ‘আমরা তো সই করে কারও কাছ থেকে টাকা নিই না।’ এলাকার মানুষের স্বার্থে এই সেবা কেন্দ্রটি আগামীদিনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বাঁকা নদীর দূষণ মুক্তি ও সংস্কারে নতুন করে কোটি টাকার উদ্যোগ সেচ দপ্তরের

নয়া জামানা, বর্ধমানঃ বাম এবং তৃণমূল আমলের একাধিক পরিকল্পনার পরও বর্ধমানের ঐতিহাসিক বাঁকা নদীর সংস্কার কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। বর্তমানে নদীটি তীব্র দূষণের কবলে পড়ে কার্যত ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। শহরের আবর্জনা এবং মৃত পশুপাখি ফেলায় নদীগর্ভ যেমন ভরাট হয়েছে, তেমনই নদীপাড় দখলের অভিযোগও উঠেছে। এর ফলে এলাকার মানুষের মধ্যে ক্ষোভ দীর্ঘদিনের। তবে রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই নদীকে বাঁচাতে নতুন আশা দেখছেন বর্ধমানবাসী। বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী, শহরেরই বাসিন্দা মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্রের বিশেষ উদ্যোগে বাঁকা নদী সংস্কারের জন্য এক কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে। সেচ দপ্তর সূত্রে খবর, নদীর নাব্যতা বাড়ানো, দু’পাড়ের ভাঙন রোধ এবং বাঁধ মেরামতের জন্য আপাতত মোট ১ কোটি ৩০ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা খরচ করা হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। মন্ত্রী জানান, বাঁকা নদী সংস্কার না হওয়ায় পরিবেশের পাশাপাশি শহরের জল নিকাশি ব্যবস্থারও মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। তাই পৃথক দরপত্র ডেকে বর্ধমান শহর সংলগ্ন হীরাগাছি, শক্তিগড় ও মেমারি সহ বিভিন্ন এলাকায় পলি সরানো এবং বাঁধ মেরামতির কাজ করা হবে। পাশাপাশি ডিভিসি ক্যানেলের একটি অংশের শক্তিবৃদ্ধিও করা হবে। নদীটির আগের রূপ ফিরিয়ে আনতে তিনি সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন।

বাম এবং তৃণমূল আমলের একাধিক পরিকল্পনার পরও বর্ধমানের ঐতিহাসিক বাঁকা নদীর সংস্কার কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। বর্তমানে নদীটি তীব্র দূষণের কবলে পড়ে কার্যত ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে।

রেশন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ফেরাতে ভাতারের দুটি এফসিআই গুদামে খাদ্যমন্ত্রীর আকস্মিক পরিদর্শন

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, ভাতারঃ রেশন ব্যবস্থায় শতভাগ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এবং গ্রাহকদের কাছে উন্নতমানের খাদ্যশস্য পৌঁছে দিতে পূর্ব বর্ধমানের ভাতাড় ব্লকে এক আকস্মিক অভিযান চালালেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া।

শুক্রবার দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াকে উপেক্ষা করেই তিনি ভাতাড়ের ওড়গ্রাম এবং কুড়মুন এলাকার দুটি এফসিআই খাদ্য গুদাম পরিদর্শনে যান। মন্ত্রীর এই আচমকা অভিযানে স্বভাবতই শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। ওড়গ্রামের গুদামে পৌঁছে খাদ্যমন্ত্রী প্রথমে খাদ্যশস্যের সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং রেশন বণ্টন প্রক্রিয়া খুঁটিয়ে দেখেন। চাল, গমসহ মজুত থাকা বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রীর গুণগত মান পরীক্ষা করার জন্য সেখান থেকে বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করা হয়। মন্ত্রী স্পষ্ট জানান, সংগৃহীত নমুনাগুলি ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে।

রিপোর্টে যদি কোনো রকম অনিয়ম, নিম্নমানের খাদ্যশস্য বা গাফিলতির প্রমাণ মেলে, তবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

সাধারণ মানুষের খাদ্য সুরক্ষা নিয়ে কোনো আপস করা হবে না বলে তিনি হুঁশিয়ারি দেন।

এরপর খাদ্যমন্ত্রী ভাতাড়ের কুড়মুন এলাকার দ্বিতীয় গুদামটিতে যান। সেখানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক সৌমেন কার্ফা। বিধায়ক নিজেই মন্ত্রীকে গুদামের বিভিন্ন অংশ ঘুরিয়ে দেখান এবং স্থানীয় রেশন বণ্টন ব্যবস্থার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করেন। পরিদর্শন শেষে খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া পূর্বতন সরকারের আমলের রেশন দুর্নীতির অভিযোগের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, বর্তমান সরকার রেশন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত ও স্বচ্ছ করতে বদ্ধপরিকর।

এই লক্ষ্যে রাজ্যজুড়ে আগামীদিনেও এমন আচমকা পরিদর্শন জারি থাকবে। পাশাপাশি, কৃষকদের কাছ থেকে সরকারি ন্যায্য মূল্যে ধান কেনার ক্ষেত্রেও যাতে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় থাকে, সেই বিষয়ে তিনি কড়া বার্তা দেন।

জঙ্গলমহল

নয়া জামানা

দিদিকে বাঁচাতে ঝাঁপ, পুকুরেই নিভে গেল তিন ভাই-বোনের জীবন

অরুণ কুমার সাউ,নয়া জামানা,খেজুরিঃ পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরিতে এক হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনায় পুকুরে ডুবে মৃত্যু হলো একই পরিবারের তিন নাবালক ভাই-বোনের। শুক্রবার দুপুরে খেজুরি থানার আমজাদ নগর গ্রামে ঘটে এই মর্মান্তিক ঘটনা। একসঙ্গে তিন শিশুর মৃত্যুতে গোটা দাস পরিবার ভেঙে পড়েছে। শোকের ছায়া নেমে এসেছে সমগ্র এলাকায়। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বহু গ্রামবাসী ঘটনাস্থলে ভিড় জমান। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের মধ্যে রয়েছে ১১ বছরের মধুমিতা দাস, ৯ বছরের তার ছোট ভাই এবং ৭ বছরের ছোট বোন। মধুমিতা পরিবারের সঙ্গে দিল্লিতে থাকত। সে সাঁতার জানত না। কয়েকদিন আগে গ্রামে আত্মীয়দের কাছে বেড়াতে এসেছিল বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার দুপুরে বাড়ির কাছের একটি বড় পুকুরে তিন ভাই-বোন স্নান করতে নামে। স্নান করার সময় আচমকা মধুমিতা গভীর জলে তলিয়ে যেতে শুরু করে। দিদিকে বিপদে দেখে ছোট ভাই ও বোন তাকে বাঁচানোর জন্য জলে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু তারাও গভীর জলের টানে আটকে যায়। একে অপরকে বাঁচানোর মরিয়া চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত তিনজনই পুকুরের জলে তলিয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন।

প্রতিবেশীদের কথায়, মুহূর্তের মধ্যে হাসিখুশি তিনটি শিশুর জীবন শেষ হয়ে যায়। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়েন। খবর পেয়ে খেজুরি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। একই পরিবারের তিন শিশুর এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে আমজাদ নগর গ্রামজুড়ে নেমে এসেছে গভীর শোক।

পড়াশোনার অনীহা, পাঁচিল টপকে আবাসিক স্কুল থেকে উধাও দুই ছাত্র

নয়া জামানা , মানবাজারঃ পড়াশোনার অনীহা থেকেই আবাসিক বিদ্যালয়ের পাঁচিল টপকে পালিয়ে গেল সপ্তম শ্রেণির দুই ছাত্র। পরে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তৎপরতায় পিছু ধাওয়া করে তাদের উদ্ধার করা হয়। শুক্রবার ভোরে পুরুলিয়ার মানবাজার থানার গোপালনগর এলাকার একটি বেসরকারি আবাসিক বিদ্যালয়ে এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। বিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বান্দোয়ান থানার লতাপাড়া এলাকার বাসিন্দা স্বপ্নীল সিং এবং বাঁকুড়া জেলার রানিবাঁধ থানার বাগডুবি গ্রামের বাসিন্দা প্রদীপ মণ্ডল ওই আবাসিক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। শুক্রবার সকালে অন্যান্য দিনের মতো ছাত্ররা প্রাতঃকর্ম সেরে মাঠে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সেই সময় স্কুলের এক মহিলা কর্মী দেখতে পান, দুই ছাত্র বিদ্যালয়ের পাঁচিল টপকে বাইরে চলে যাচ্ছে। ঘটনার খবর মিলতেই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দ্রুত তাদের খোঁজ শুরু করে। জানা যায়, দুই ছাত্র বাসে চেপে মানবাজার হয়ে বাঁকুড়ার রানিবাঁধ এলাকার বাগডুবির দিকে রওনা দেয়। পরে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের পিছু ধাওয়া করে নিরাপদে উদ্ধার করে এবং স্কুলে ফিরিয়ে আনে। পুরো বিষয়টি মানবাজার থানাকেও জানানো হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিজয় কুমার কর্মকার জানান, এর আগে ওই দুই ছাত্রের আচরণে এমন কিছু নজরে পড়েনি, যাতে পালিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করা যায়। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, পড়াশোনায় অনীহার কারণেই তারা স্কুল ছেড়ে বাড়ি ফিরতে চেয়েছিল। ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা আর না ঘটে, সে জন্য বিদ্যালয়ে নজরদারি ও নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হবে। এদিকে, গোপালনগর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক জানিয়েছেন, পুরো ঘটনার খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

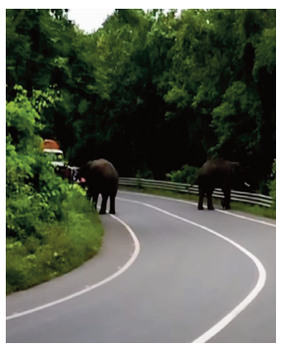

বৃষ্টিতে জলের তলায় ডি আই অফিস, সরকারি ভবনে স্থানান্তরের দাবিতে শিক্ষকদের স্মারকলিপি

অরুণ কুমার সাউ,নয়া জামানা, তমলুকঃ টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক (ডি আই) অফিস। অফিস চত্বরে তিন থেকে চার ইঞ্চি জল জমে যাওয়ায় চরম সমস্যায় পড়েছেন শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং অফিসের কর্মীরা। জল ঢুকে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও ফাইল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার ক্ষোভ প্রকাশ করেন শিক্ষক সংগঠনের সদস্যরা। জানা গিয়েছে, তমলুকের মানিকতলা এলাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে চলছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিস। বহুবার স্থায়ী সরকারি ভবনে অফিস স্থানান্তরের দাবি উঠলেও এখনও সেই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়নি। শিক্ষক সংগঠনের অভিযোগ, অফিসের পরিবেশ দীর্ঘদিন ধরেই অস্বাস্থ্যকর ও অপরিচ্ছন্ন। সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে যায়, ফলে অফিসের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়। গত দু'দিনের টানা বর্ষণে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার নিয়েছে। অফিসের বিভিন্ন ঘরে জল ঢুকে পড়ায় গুরুত্বপূর্ণ ফাইল ও নথিপত্র ভিজে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

এর ফলে ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র খুঁজে পেতে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্টরা। এই পরিস্থিতির প্রতিবাদে মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির পক্ষ থেকে কমিশনার অফ স্কুল এডুকেশন, পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং রাজ্যের স্কুল শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক শম্ভু মান্না জানান, আপৎকালীন ভিত্তিতে দ্রুত জমা জল সরানোর ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষকদের স্বার্থে এবং অফিসের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র রক্ষার জন্য অবিলম্বে ডি আই অফিসকে একটি সরকারি ভবনে স্থানান্তর করার দাবি জানানো হয়েছে।

পুরুলিয়া সদর থানার বড় সাফল্য, ১২৫টি হারানো মোবাইল ফিরল মালিকদের হাতে

জয়শ্রী দে,নয়া জামানা,পুরুলিয়াঃ হারিয়ে যাওয়া কিংবা চুরি হওয়া মোবাইল ফিরে পেয়ে মুখে হাসি ফুটল ১২৫ জন মানুষের। পুরুলিয়া সদর থানার উদ্যোগে উদ্ধার হওয়া ১২৫টি মোবাইল ফোন শুক্রবার প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। থানা প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জেলা পুলিশের আধিকারিকরা সংশ্লিষ্ট মালিকদের হাতে মোবাইল ফোনগুলি তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ডিএসপি (ডিএনটি), পুরুলিয়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (আইসি) এবং জেলা পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকরা। মোবাইল ফিরে পেয়ে উপস্থিত বহু মানুষ পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েক মাসে পুরুলিয়া সদর থানা এলাকায় হারিয়ে যাওয়া ও চুরি হওয়া মোবাইল ফোন সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছিল। প্রতিটি অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে নিয়ে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। আধুনিক প্রযুক্তি, মোবাইল ট্র্যাকিং ব্যবস্থা এবং ধারাবাহিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকা থেকে ধাপে

ধাপে মোট ১২৫টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা সম্ভব হয়। প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাইয়ের পর উদ্ধার হওয়া মোবাইল
ফোনগুলি প্রকৃত মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন পর নিজের মোবাইল ফিরে পেয়ে অনেকেই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তাঁদের বক্তব্য, পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপ এবং নিষ্ঠার ফলেই হারিয়ে যাওয়া মূল্যবান মোবাইল আবার ফিরে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, চুরি ও অন্যান্য অপরাধ দমনে কঠোর নজরদারি এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ভবিষ্যতেও একইভাবে চলবে। মানুষের আস্থা বজায় রাখতে এ ধরনের উদ্ধার অভিযান নিয়মিত চালিয়ে যাওয়ারও আশ্বাস দিয়েছে জেলা পুলিশ।

১৭ দফা দাবিতে জেলাশাসকের দফতরে ড্রাইভার মহাসংঘের ডেপুটেশন

নয়া জামানা , মেদিনীপুরঃ ড্রাইভারদের নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও আর্থিক সহায়তার দাবিতে পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসকের কাছে ১৭ দফা দাবিপত্র জমা দিল অল বেঙ্গল ড্রাইভার মহাসংঘের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটি। শুক্রবার এই কর্মসূচিকে ঘিরে মেদিনীপুর শহরে সংগঠনের সদস্যদের উপস্থিতি নজর কেড়েছে। এদিন সংগঠনের সদস্যরা নির্ধারিত পোশাক পরে মেদিনীপুর কলেজ মাঠ থেকে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ মিছিল শুরু করেন। শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে তাঁরা জেলাশাসকের কার্যালয়ে পৌঁছান। সেখানে পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণের উদ্দেশে ১৭ দফা দাবিসংবলিত স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। সংগঠনের দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল, কর্মরত ড্রাইভারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রতি বছর ১ সেপ্টেম্বরকে সরকারিভাবে 'ড্রাইভার ডে' হিসেবে ঘোষণা, সড়ক দুর্ঘটনায় কোনো ড্রাইভারের মৃত্যু হলে তাঁর পরিবারকে ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং দুর্ঘটনায় স্থায়ী অঙ্গহানি হলে ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া। এছাড়াও ড্রাইভারদের সামাজিক সুরক্ষা, কল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা এবং

পেশাগত নিরাপত্তা সংক্রান্ত আরও একাধিক দাবি স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে। সংগঠনের নেতারা জানান, রাজ্যের হাজার হাজার চালক প্রতিদিন নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কাজ করেন। তাঁদের নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সরকারকে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথেও হাঁটার ইঙ্গিত দেন তাঁরা। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন অল বেঙ্গল ড্রাইভার মহাসংঘের রাজ্য সভাপতি বনমালী দাস টুডু, রাজ্য সহ-সভাপতি গণেশ মাহাত, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সভাপতি কৃষ্ণগোপাল সামন্ত, জেলা সম্পাদক শ্রীমন্ত দাসসহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা।

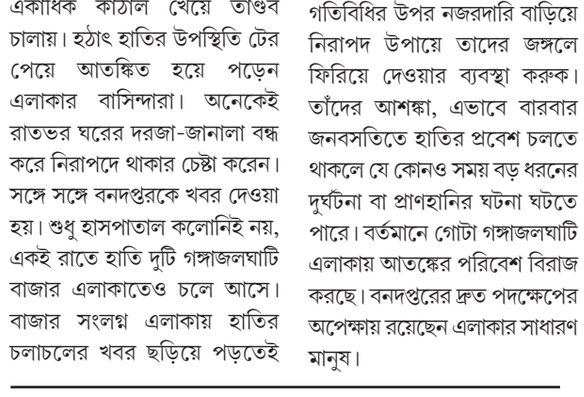

বেলদায় লরিতে গাঁজার বড় চালান উদ্ধার, ১ কুইন্টাল ২৬ কেজিসহ ধৃত চালক

নয়া জামানা, বেলদাঃ ওড়িশা থেকে কলকাতায় মালবোঝাই লরির আড়ালে বিপুল পরিমাণ গাঁজা পাচারের চেষ্টা ভেস্তে দিল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেলদা থানার পুলিশ। জেলা পুলিশ, দাঁতন থানা এবং বেলদা থানার যৌথ অভিযানে প্রায় ১ কুইন্টাল ২৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। ঘটনায় লরির চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে। পাশাপাশি পাচারে ব্যবহৃত মালবোঝাই লরিটিও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে খড়গপুর,বালেশ্বর ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের বেলদা থানার শ্যামপুরা এলাকায় নাকা তল্লাশি চালানো হয়। সেই সময় ওড়িশা থেকে আসা একটি সন্দেহভাজন মালবোঝাই লরিকে আটক করে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। তল্লাশির সময় লরির ভিতরে লুকিয়ে রাখা বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বেলদা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) আনন্দ মণ্ডল। পুলিশের প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, উদ্ধার হওয়া গাঁজার মোট ওজন প্রায় ১ কুইন্টাল ২৬ কেজি। উদ্ধার হওয়া মাদকের

আনুমানিক বাজারমূল্য লক্ষাধিক টাকা বলে জানানো হয়েছে। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, ওড়িশা থেকে কলকাতায় এই মাদক পাচারের পরিকল্পনা ছিল। তবে এই পাচারচক্রের সঙ্গে আর কারা যুক্ত, কোথা থেকে গাঁজা তোলা হয়েছিল এবং কলকাতায় কার কাছে তা পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল, সেই সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃত চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করে পাচারচক্রের মূল হোতাদের খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা চলছে। শুক্রবার ধৃত লরি চালককে মেদিনীপুর জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া গাঁজা ও পাচারে ব্যবহৃত লরিটি বাজেয়াপ্ত করে বেলদা থানার পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সুবর্ণরেখার তোড়ে ভেসে গেল সেতু, বিচ্ছিন্ন সাঁকরাইল-নয়াগ্রামের যোগাযোগ

নয়া জামানা , ঝাড়গ্রামঃ টানা কয়েক দিনের ভারী বৃষ্টিতে ফুলেফেঁপে ওঠা সুবর্ণরেখা নদীর প্রবল স্রোতে ভেসে গেল সাঁকরাইল ও নয়াগ্রাম ব্লকের মধ্যে সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ ফেয়ার ওয়েদার (অস্থায়ী) সেতু। এর ফলে দুই ব্লকের মধ্যে সড়ক যোগাযোগ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। চরম ভোগান্তির মুখে পড়েছেন কয়েক হাজার মানুষ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অবিরাম বর্ষণের জেরে সুবর্ণরেখা নদীর জলস্তর দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

নদীর প্রবল স্রোতের চাপ সহ্য করতে না পেরে ভেঙে যায় অস্থায়ী সেতুটি। দীর্ঘদিন ধরে এই সেতুর উপর নির্ভর করেই সাঁকরাইল ও নয়াগ্রাম ব্লকের গড়ধরা-সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ প্রতিদিন যাতায়াত করতেন। বিশেষ করে নয়াগ্রামের বহু গ্রামের বাসিন্দাদের কাছে এই সেতুই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের মাধ্যম। সেতু ভেঙে যাওয়ায় স্কুল-কলেজের পড়ুয়া, কর্মজীবী, ব্যবসায়ী, কৃষক, দিনমজুর এবং অসুস্থ রোগীদের যাতায়াতে বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে। জরুরি প্রয়োজনে নদী পার হতে এখন নৌকার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। তবে বর্ষার উত্তাল নদীতে নৌকায় যাতায়াত ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় অনেকেই বিকল্প পথে দীর্ঘ রাস্তা ঘুরে গন্তব্যে পৌঁছাচ্ছেন। এতে সময়ের পাশাপাশি যাতায়াতের খরচও বেড়ে গেছে। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, প্রায় প্রতি বর্ষাতেই সুবর্ণরেখার জলস্তর বাড়লে এই অস্থায়ী সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা ভেসে যায়। তবুও এখনও পর্যন্ত স্থায়ী কংক্রিটের সেতু নির্মাণ করা হয়নি। বহুবার দাবি জানানো হলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান মেলেনি। স্থানীয়দের দাবি, অস্থায়ী ব্যবস্থা নয়, দ্রুত একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণ করা হোক। আপাতত প্রশাসনের পক্ষ থেকে নৌকা চলাচলের ব্যবস্থা করা হলেও স্থায়ী সমাধানের অপেক্ষায় রয়েছেন সাঁকরাইল ও নয়াগ্রামের হাজার হাজার মানুষ।

একটানা ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা

শুক্রবার ভোর রাত থেকে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে ভারী বৃষ্টি। একটানা ভারী বৃষ্টির জেরে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ভারী বৃষ্টির ফলে জেলার শিলাবতী, ঝুমি সহ একাধিক নদীতে জল বাড়তে শুরু করেছে। ফলে ফের ঘাটালে বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। যদি বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তা মোকাবেলা করার জন্য আগাম প্রস্তুত শুরু করে দিয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন। শুক্রবার যেভাবে বৃষ্টি হয়েছে তাতে আমন ধানের চাষ ভালো হবে বলে আশা করছেন চাষিরা। তবে ভারী বৃষ্টির কারণে জরুরি কাজ ছাড়া মানুষ ঘরের বাইরে বের হয়নি, ফলে অন্যান্য দিনের তুলনায় বাস সহ বিভিন্ন গাড়িতে শুক্রবার যাত্রী সংখ্যা ছিল খুব কম। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে আরো কয়েকদিন এই ধরনের দুর্যোগ থাকবে।

গঙ্গাজলঘাটিতে দুই বুনো হাতির তাণ্ডব, আতঙ্কে রাত কাটাচ্ছেন বাসিন্দারা

রাখি গরাই,নয়া জামানা,বাঁকুড়াঃ বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি এলাকায় গত কয়েকদিন ধরে দুটি বুনো হাতির অবাধ বিচরণে চরম আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। কখনও জাতীয় সড়কের উপর, আবার কখনও গভীর রাতে জনবসতিপূর্ণ এলাকায় ঢুকে পড়ছে হাতি দুটি। ফলে সাধারণ মানুষ, প্রাতঃভ্রমণকারী এবং পথচলতি যাত্রীরা নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকদিন ধরেই হাতি দুটি গঙ্গাজলঘাটি সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় ঘোরাফেরা করছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে তারা গঙ্গাজলঘাটি হাসপাতাল কলোনিতে ঢুকে একটি বাড়ির প্রাচীর ভেঙে ফেলে। এরপর বাড়ির উঠোনে থাকা একাধিক কাঁঠাল খেয়ে তাণ্ডব চালায়। হঠাৎ হাতির উপস্থিতি টের পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা। অনেকেই রাতভর ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে নিরাপদে থাকার চেষ্টা করেন। সঙ্গে সঙ্গে বনদপ্তরকে খবর দেওয়া হয়। শুধু হাসপাতাল কলোনিই নয়, একই রাতে হাতি দুটি গঙ্গাজলঘাটি বাজার এলাকাতেও চলে আসে। বাজার সংলগ্ন এলাকায় হাতির চলাচলের খবর ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, গত কয়েকদিন ধরে একইভাবে লোকালয়ে হাতির প্রবেশ ঘটলেও এখনও পর্যন্ত স্থায়ী সমাধানের কোনও কার্যকর উদ্যোগ চোখে পড়েনি। এলাকাবাসীদের দাবি, বনদপ্তর দ্রুত হাতি দুটির গতিবিধির উপর নজরদারি বাড়িয়ে নিরাপদ উপায়ে তাদের জঙ্গলে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুক। তাঁদের আশঙ্কা, এভাবে বারবার জনবসতিতে হাতির প্রবেশ চলতে থাকলে যে কোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা বা প্রাণহানির ঘটনা ঘটতে পারে। বর্তমানে গোটা গঙ্গাজলঘাটি এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ বিরাজ করছে। বনদপ্তরের দ্রুত পদক্ষেপের অপেক্ষায় রয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ।

মেদিনীপুরে আক্রান্ত সিপিআইএম নেতা তাপস সিনহা, অভিযুক্ত যুবক পুলিশের হেফাজতে

নয়া জামানা , মেদিনীপুরঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের মেদিনীপুর শহরে সিপিআইএমের রাজ্য কমিটির সদস্য তাপস সিনহার উপর হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। হামলায় তিনি আহত হন এবং তাঁর কাঁধের হাড়ে চিড় ধরেছে বলে দলীয় সূত্রে দাবি করা হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার পর অভিযুক্ত এক যুবককে পুলিশ আটক করেছে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কৃষক সভার উদ্যোগে মেদিনীপুর শহরে আয়োজিত হতে চলা রাজ্য ভূমি কনভেনশনের প্রস্তুতির কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তাপস সিনহা। সেই সময় আচমকা মনোজ শর্মা নামে এক যুবক, যিনি মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন বলে অভিযোগ, তাঁর উপর হামলা চালান। ঘটনাস্থলে উপস্থিত অন্যান্যরা দ্রুত এগিয়ে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। আহত তাপস সিনহাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকদের প্রাথমিক পরীক্ষায় তাঁর কাঁধের হাড়ে চিড় ধরা পড়েছে বলে জানা যায়। চিকিৎসার পর তিনি থানায় গিয়ে ঘটনার অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে আটক করে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। শুক্রবার সকালে তাপস সিনহার শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে তাঁর বাড়িতে যান সিপিআইএমের পলিটব্যুরো সদস্য তথা সারা ভারত কৃষক সভার সাধারণ সম্পাদক কমরেড বিজু কৃষ্ণান। তিনি আহত নেতার সঙ্গে কথা বলেন এবং দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। ঘটনার পর সিপিআইএমের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, এই হামলা রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। দলের অভিযোগ, সরকার পরিবর্তন হলেও দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য কমেনি। তবে এই ঘটনার তদন্ত চলছে এবং হামলার প্রকৃত কারণ জানতে পুলিশ তদন্তে নেমেছে।

আকাশের মুখ ভার দফায় দফায় ভারী বৃষ্টি হয়ে চলেছে।

উঃ ও দঃ ২৪ পরগণা

নয়া জামানা

বারুইপুর কাণ্ডে ন্যায়বিচারের দাবিতে হাড়োয়ায় কংগ্রেসের মোমবাতি মিছিল

নয়া জামানা,হাড়োয়াঃ বারুইপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে উত্তর ২৪ পরগণার হাড়োয়ায় মোমবাতি ও প্ল্যাকার্ড হাতে মৌন মিছিল করল কংগ্রেস নেতৃত্ব। হাড়োয়া ব্লক আইএনটিইউসির উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতা-কর্মীরা অংশ নেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় হাড়োয়ার মাঝের আইট মোড় থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে হাড়োয়ার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে কেরালা মোড় এলাকায় পৌঁছে শেষ হয়। সেখানে একটি পথসভারও আয়োজন করা হয়। মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের হাতে ছিল বিভিন্ন প্রতিবাদী প্ল্যাকার্ড এবং জ্বলন্ত মোমবাতি। বারুইপুর কাণ্ডের দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার, কঠোর শাস্তি এবং ফাঁসির দাবিতে স্লোগান তোলেন আন্দোলনকারীরা। কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, অপরাধীদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগণা জেলা আইএনটিইউসি সভাপতি প্রীতম দাস গুপ্ত, জাতীয় কংগ্রেস ছাত্র পরিষদের ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর পাপাই ঘোষ, এআইসিসি সদস্য সালাউদ্দিন ঘরামী, হাড়োয়া ব্লক সভাপতি মনিরুজ্জামান মিস্টার, হাড়োয়া বিধানসভা যুব সভাপতি সালাউদ্দিন সাপুই, হাড়োয়া ব্লক আইএনটিইউসি সভাপতি সাহাবুদ্দিন মোল্লা, বিশিষ্ট আইনজীবী ও কংগ্রেস নেতা ফিরোজ আহমেদ-সহ দলের একাধিক নেতা ও কর্মী। পথসভা থেকে কংগ্রেস নেতৃত্ব বলেন, ক্ষুব্ধবারুইপুর কাণ্ডের প্রকৃত দোষীরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে। আমরা ন্যায়বিচারের দাবিতে রাজপথে থাকব এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে সবসময় থাকব।ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ কর্মসূচিকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক সাড়া পড়ে এবং বহু সাধারণ মানুষও মিছিলে সংহতি জানান।

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা না পেয়ে ক্ষোভ,

বিডিওর দ্বারস্থ হিন্দু জাগরণ মঞ্চ

চিন্ময় চক্রবর্তী,নয়া জামানা, হিঙ্গলগঞ্জঃ অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের আর্থিক সহায়তা না পাওয়ার অভিযোগে উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লক অফিসে বিডিওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন হিন্দু জাগরণ মঞ্চের নেতৃত্ব। সংগঠনের দাবি, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার বিভিন্ন অঞ্চল ও পাড়ায় বৈঠক করতে গিয়ে বহু মা-বোনের কাছ থেকে একই অভিযোগ উঠে এসেছে। তাঁদের বক্তব্য, আবেদন করার পরও এখনও পর্যন্ত অনেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রকল্পের টাকা জমা পড়েনি। হিন্দু জাগরণ মঞ্চের দাবি, বিশেষ করে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার বহু আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের মহিলারা এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। কেন টাকা বন্ধ রয়েছে, কবে টাকা মিলবে বা কী কারণে নাম বাদ পড়েছে;এই বিষয়ে তাঁরা কোনও স্পষ্ট তথ্য পাচ্ছেন না। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ও ক্ষোভ বাড়ছে। সংগঠনের আরও অভিযোগ, অনেক ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছল পরিবারের সদস্যরা প্রকল্পের সুবিধা পেলেও প্রকৃত প্রাপকদের অনেকেই এখনও বঞ্চিত রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে বহু মহিলা বিডিও অফিসে গিয়ে নিজেদের সমস্যার কথা জানান। হিন্দু জাগরণ মঞ্চের নেতৃত্বের দাবি, উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হলেও তাঁরা উপস্থিত হয়ে বিষয়টি শান্ত করেন এবং প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করেন। পরে বিডিও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের মাধ্যমে যাঁরা এখনও টাকা পাননি, তাঁদের আধার কার্ড ও মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় নথি জমা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। উপস্থিত আবেদনকারীদের রিসিভ কপিও দেওয়া হয়েছে বলে দাবি সংগঠনের। সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও অভিযোগ করা হয়েছে,

হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব, বিশেষ করে ব্লক সভাপতি শহীদুল্লাহ গাজী ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের সহযোগিতায় প্রকল্পের কাজে সমস্যা তৈরি হয়েছে। তাঁদের দাবি, এর ফলে বহু হিন্দু মা-বোন প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা চলছে। তবে এই অভিযোগের বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, যাঁদের নথি জমা নেওয়া হয়েছে, সেগুলি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আদালতের স্থিতাবস্থার নির্দেশের মাঝেই ক্লাবঘরে ভাঙচুরের অভিযোগ,

বিক্ষোভে সরগরম হিঙ্গলগঞ্জ

নয়া জামানা,হিঙ্গলগঞ্জঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হেমনগর কোস্টাল থানার কালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম কালীতলা এলাকায় একটি পুরনো ক্লাবঘর ভাঙচুরের অভিযোগকে ঘিরে শুক্রবার সকাল থেকে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ক্লাবের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা ক্লাবঘরের সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে হেমনগর কোস্টাল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং তদন্ত শুরু করে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ৬২ বছর ধরে ওই এলাকায় ক্লাবটি বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও মানবিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। ক্লাব সদস্যদের দাবি, ক্লাবঘর সংলগ্ন জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে একটি বিরোধ চলছিল এবং বিষয়টি বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন। আদালত বিতর্কিত জমির উপর স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ (ইনজাংশন) দেওয়ায় ক্লাবঘরটি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রাখা হয়েছিল। অভিযোগ,

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে স্থানীয় বাসিন্দা শিবপদ মণ্ডল-সহ কয়েকজন ক্লাবঘরে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। ক্লাবের আসবাবপত্র নষ্ট করার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র নদীর জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ তুলেছেন ক্লাব সদস্যরা। একই সঙ্গে ক্লাবঘর দখলের চেষ্টাও করা হয়েছে বলে তাঁদের দাবি। ক্লাবের সভাপতি জানান, আদালতের স্থিতাবস্থার নির্দেশ কার্যকর থাকা সত্ত্বেও কীভাবে ক্লাবঘরে ঢুকে ভাঙচুর করা হলো, তা নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে। তিনি ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন করেছেন। ঘটনার খবর পেয়ে হেমনগর কোস্টাল থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, অভিযোগের সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় এখনও চাপা উত্তেজনা রয়েছে এবং পরিস্থিতির উপর পুলিশের কড়া নজর রয়েছে।

কাটমানি ফেরতের দাবিতে প্রধানকে ঘিরে বিক্ষোভ,

ডিম-কাদা ছোড়ায় উত্তপ্ত বাসন্তী

গোপাল শীল,নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনাঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী ব্লকের মসজিদবাটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কাটমানি ফেরতের দাবিকে কেন্দ্র করে পঞ্চায়েত প্রধান গৌরহরি সরদারকে ঘিরে বিক্ষোভের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

শুক্রবার অঞ্চল অফিসে যাওয়ার পথে একদল বিক্ষোভকারী তাঁকে ঘিরে ধরে প্রতিবাদ জানায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় বেশ কিছুক্ষণ উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিক্ষোভকারীরা পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে কাটমানির টাকা ফেরতের দাবি তোলেন। সেই সময় তাঁরা বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন এবং প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগও তোলেন। অভিযোগ, বিক্ষোভ চলাকালীন গৌরহরি সরদারের গলায় একটি গামছা পরিয়ে তাঁকে টানাহেঁচড়া করা হয়। পাশাপাশি তাঁর দিকে ডিম ও কাদা ছোড়া হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত মানুষের মধ্যে হইচই পড়ে যায়। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং পঞ্চায়েত প্রধানকে নিরাপদে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় বলে জানা গেছে। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়েছে। তবে কাটমানির অভিযোগের বিষয়ে পঞ্চায়েত প্রধানের প্রতিক্রিয়া এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে জানা যায়নি। অন্যদিকে, বিক্ষোভকারীরা তাঁদের অভিযোগের যথাযথ তদন্ত এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বা কোনও মামলা দায়ের হয়েছে কি না, সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সামনে আসেনি।

ঘটনার পর এলাকায় পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে পুলিশ। তদন্তের পরই পুরো ঘটনার প্রকৃত কারণ ও দায় নির্ধারণ করা সম্ভব হবে।

জানলায় এসে পড়ল বিরল পরিযায়ী পাখি

প্রাণ বাঁচিয়ে বনদপ্তরের হাতে তুলে দিলেন শিক্ষক

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা, বসিরহাটঃ মানুষের সামান্য সচেতনতা যে একটি বন্যপ্রাণীর জীবন বাঁচাতে পারে, তারই উজ্জ্বল নজির গড়লেন বসিরহাটের মির্জাপুর এলাকার স্কুল শিক্ষক সুরজিৎ মণ্ডল। আহত অবস্থায় একটি বিলুপ্তপ্রায় পরিযায়ী পাখিকে উদ্ধার করে তিনি বনদপ্তরের হাতে তুলে দেন। তাঁর এই মানবিক উদ্যোগকে ঘিরে এলাকায় প্রশংসার ঝড় উঠেছে। জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো বাড়িতে ছিলেন সুরজিৎ মণ্ডল। হঠাৎ তাঁর বাড়ির জানলায় একটি পরিযায়ী পাখি এসে বসে।

কিছুক্ষণ পর পাখিটি উড়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও বারবার ব্যর্থ হয় এবং শেষ পর্যন্ত বাড়ির সামনের ঝোপের মধ্যে পড়ে যায়। বিষয়টি দেখে শিক্ষক সুরজিৎ মণ্ডলের সন্দেহ হয় যে পাখিটি আহত অথবা অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় রয়েছে। তাই দেরি না করে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঝোপের মধ্যে গিয়ে পাখিটিকে

সাবধানে উদ্ধার করেন। এরপর পাখিটিকে নিরাপদে নিজের বাড়িতে রেখে প্রাথমিকভাবে যত্ন নেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই বনদপ্তরে খবর দেন। খ বর পেয়ে

বনদপ্তরের কর্মীরা তাঁর বাড়িতে পৌঁছালে তিনি উদ্ধার হওয়া পাখি টিকে তাঁদের হাতে তুলে দেন। বনদপ্তরের কর্মীরা পাখিটিকে চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় পরিচর্যার জন্য নিয়ে যান। এই ঘটনার পর সুরজিৎ মণ্ডল সকলের উদ্দেশে আবেদন জানিয়েছেন, আহত বা অসুস্থ বন্যপ্রাণী দেখলে কেউ যেন তাদের ক্ষতি না করে। বরং দ্রুত বনদপ্তর বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে খবর দিয়ে তাদের নিরাপদে উদ্ধারের ব্যবস্থা করা উচিত। তাঁর মতে, প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণে সাধারণ মানুষের সচেতনতাই সবচেয়ে বড় শক্তি। শিক্ষকের এই মানবিক উদ্যোগ পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

টানা বৃষ্টিতে নদীবাঁধে ফাটল,

আতঙ্কে সন্দেশখালির নদীপাড়ের মানুষ

নয়া জামানা, সন্দেশখালীঃ টানা চার থেকে পাঁচ দিনের বৃষ্টির জেরে এবং বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের প্রভাবে উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখ ালি-২ নম্বর ব্লকের একাধিক নদীবাঁধে ফাটল দেখা দিয়েছে। কোথাও কোথাও বাঁধের মাটি বসে যাওয়ায় নদীপাড়ের বাসিন্দাদের মধ্যে নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। দ্রুত মেরামতির দাবি তুলেছেন স্থানীয় মানুষ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সন্দেশখ ালি-২ ব্লকের মনিপুর, কোড়াকাটি, খুলনা ও সন্দেশখালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন নদীবাঁধে ক্ষতির চিহ্ন স্পষ্ট।

ডাসা, কালিন্দী, রায়মঙ্গল-সহ একাধিক নদীর বাঁধের বিভিন্ন অংশে ফাটল এবং ধসের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বৃষ্টির জল ও নদীর চাপে বাঁধের দুর্বল অংশ আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। নদীপাড়ের মানুষের দাবি, বর্ষার মরসুমে বাঁধের এই অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সময়মতো মেরামতির কাজ না হলে জোয়ারের সময় নদীর জল গ্রামে ঢুকে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হতে পারে। এতে কৃষিজমি, বসতবাড়ি এবং চাষের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। স্থানীয়দের বক্তব্য, অতীতে আইলা, আমফান ও ইয়াসের মতো

বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ে এই এলাকার নদীবাঁধ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সেই ভয়াবহ স্মৃতি এখনও ভুলতে পারেননি নদীপাড়ের মানুষ। তাই সামান্য ফাটল বা বাঁধ বসে যাওয়ার ঘটনাও তাঁদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলছে। এলাকার প্রবীণদের কথায়, নদীর ধারে বাস, চিন্তা বারো মাসস্ক্ষ;এই প্রবাদই যেন সুন্দরবনের মানুষের প্রতিদিনের বাস্তবতা।

> টানা চার থেকে পাঁচ দিনের বৃষ্টির জেরে এবং বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের প্রভাবে উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি-২ নম্বর ব্লকের একাধিক নদীবাঁধে ফাটল দেখা দিয়েছে। কোথাও কোথাও বাঁধের মাটি বসে যাওয়ায় নদীপাড়ের বাসিন্দাদের মধ্যে নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

সেবাশ্রয়ে ভুল চিকিৎসার অভিযোগে বিতর্ক

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ ১১ জনের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ

গোপাল শীল,নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনাঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলায় ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে পরিচালিত ‘সেবাশ্রয়’ প্রকল্পে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে নতুন বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এক রোগীর পরিবারের অভিযোগ, চিকিৎসায় অবহেলার জেরে ৫৮ বছর বয়সি মালতি বিশ্বাসের ডান পা কেটে ফেলতে হয়েছে। যদিও এই অভিযোগের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। পরিবারের দাবি, মালতি বিশ্বাস সেবাশ্রয় প্রকল্পের মাধ্যমে চিকিৎসা করিয়েছিলেন। কিন্তু চিকিৎসায় গুরুতর ত্রুটির কারণে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় এবং শেষ পর্যন্ত ডান পা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে কেটে ফেলতে হয়। এই ঘটনার জন্য চিকিৎসায় গাফিলতিকেই দায়ী করছেন পরিবারের সদস্যরা। অভিযোগকারী প্রবীর বিশ্বাস, যিনি মালতি বিশ্বাসের স্বামী, জানান যে ঘটনার পর একাধিকবার সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখ া করে বিষয়টি জানাতে চাইলেও সেই সুযোগ পাননি। এরপর ন্যায়বিচারের দাবিতে তিনি রবীন্দ্রনগর থানার দ্বারস্থ হন।

পরিবারের অভিযোগ অনুযায়ী, বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস (ববি)-র উপস্থিতিতে প্রবীর বিশ্বাস রবীন্দ্রনগর থানায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ মোট ১১ জনের বিরুদ্ধে তদন্তের আবেদন জানিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁদের দাবি, গোটা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে যদি কারও গাফিলতি প্রমাণিত হয়, তবে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক। তবে এই অভিযোগের বিষয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বা অন্যান্য অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া প্রকাশ্যে আসেনি। পুলিশও অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে কি না, সে সম্পর্কেও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি।

১২৫ টি লেবু ধরা গাছ উপহার, অভিনব সংবর্ধনায় আপ্লুত মন্ত্রী দীপঙ্কর জানা

পাথরপ্রতিমায় এক অভিনব সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকল সুন্দরবন। সুন্দরবন বিষয়ক উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী দীপঙ্কর জানাকে ১২৫ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্পের প্রতীক হিসেবে উপহার দেওয়া হলো একটি ছোট্ট বাতাবি লেবুর গাছ, যাতে ছিল ঠিক ১২৫টি লেবু। ব্যতিক্রমী এই উপহারকে ঘিরে উপস্থিতদের মধ্যে ছিল উৎসাহ ও কৌতূহল। পাথরপ্রতিমা ব্যবসায়ী সমিতির হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে এলাকার বিভিন্ন স্তরের মানুষ, ব্যবসায়ী এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। আয়োজকদের বক্তব্য, ১২৫ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্প চালুর ঘোষণাকে স্বাগত জানাতেই এই অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নতুন কর্মসূচির মাধ্যমে এলাকার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও বাড়বে বলেও আশা প্রকাশ করেন তাঁরা। জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে টানাপোড়েন চলছিল। সেই প্রেক্ষাপটে রাজ্যে ১২৫ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্প চালুর ঘোষণা করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই পাথরপ্রতিমা ব্লকে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে ১৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মন্ত্রী দীপঙ্কর জানাকে উত্তরীয়, ব্যাজ, কালী মায়ের ছবি এবং ১২৫টি লেবু ধরা বাতাবি লেবুর গাছ তুলে দেওয়া হয়। এই বিশেষ উপহারটি নতুন কর্মসংস্থানের আশা এবং সুন্দরবনের মানুষের প্রত্যাশার প্রতীক বলেই উল্লেখ করেন আয়োজকরা।

এদিন সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলা সভাপতি নবেন্দু শেখর নস্কর, সাধারণ সম্পাদক সুনির্মল দাস, সহ-সভাপতি শক্তিপদ মাইতি, বিধানসভা কনভেনার নন্দকুমার বারুই, পাথরপ্রতিমার বিভিন্ন মণ্ডল সভাপতি ও অন্যান্য দলীয় নেতৃত্বকেও সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত মানুষের মতে, ১২৫টি লেবু ধরা গাছের এই অভিনব উপহার নতুন কর্মসংস্থানের প্রতি মানুষের আশা, আস্থা এবং শুভকামনার এক অনন্য প্রতীক হয়ে থাকবে।

১১
১১ জুলাই
২০২৬

নদীয়া বীরভূম

নয়া জামানা

পর্যাপ্ত বৃষ্টি নেই, পাট জাঁক দিতে সমস্যায় করিমপুরের চাষিরা

নয়া জমানা,নদীয়াঃ আষাঢ় মাস প্রায় শেষের পথে। অথচ এখনও জোরালো বৃষ্টির দেখা নেই। বৃষ্টির অভাবে খাল-বিল, পুকুর ও জলাশয়ে পর্যাপ্ত জল জমেনি। ফলে পাট কাটার মরশুম ঘনিয়ে এলেও ফসল জাঁক দেওয়ার জল কিভাবে জোগাড় হবে সেই দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন করিমপুরের চাষিরা। এলাকার প্রধান অর্থকরী ফসল পাট হওয়ায় অনাবৃষ্টির প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে চাষিদের মধ্যে। চাষিরা জানান,
সাধারণত চৈত্রের প্রথম দফার বৃষ্টির জলেই পাটের বীজ বোনা হয়। কিন্তু এ বছর সেই সময় বৃষ্টি না হওয়ায় অনেককেই সেচের জলের উপর নির্ভর করে বীজ বুনতে হয়েছে। এরপরও প্রয়োজন মতো বৃষ্টি হয়নি। অথচ অনেক জমিতে পাট কাটা শুরু করে দিয়েছে। ফলে পাট পচানোর জন্য প্রয়োজনীয় জল নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। চাষীদের দাবি আর কয়েক দিনের মধ্যেই পাট কাটা শুরু হবে, কিন্তু তার আগে পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হলে পাট জাঁক দিতে সমস্যা তৈরি হবে।

সমস্যার স্থায়ী সমাধানে তৎপরতা, সাঁইথিয়ার নিকাশি ব্যবস্থা খতিয়ে দেখলেন বিধায়ক

তারিক আনোয়ার, নয়া জামানা, সিউড়িঃ বর্ষা এলেই সাঁইথিয়া শহরের একাধিক এলাকায় জল জমে কার্যত জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকা এই জলাবদ্ধতা ও অপর্যাপ্ত নিকাশি ব্যবস্থার কারণে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বেড়েই চলেছে। সেই দীর্ঘদিনের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে শুক্রবার শহরের বিভিন্ন এলাকা
সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন বীরভূম সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি উদয় শঙ্কর ব্যানার্জি এবং সাঁইথিয়া বিধানসভার বিধায়ক কৃষ্ণকান্ত সাহা। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন বিজেপির জেলা সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাহা, দলের নেতা দেবজিৎ রাম-সহ অন্যান্য স্থানীয় নেতৃত্ব ও কর্মীরা।এদিন শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ড, নিচু এলাকা এবং জলাবদ্ধতাপ্রবণ অঞ্চলগুলি পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখেন তাঁরা। নিকাশি নালার বর্তমান অবস্থা, কোথায় জল বেরোনোর পথ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, কোথায় ড্রেন সংস্কারের প্রয়োজন এবং কোন কোন এলাকায় সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে মানুষের স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হয়; সেই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হয়। জল নিষ্কাশনের মূল পথগুলির

অবস্থাও পরিদর্শন করেন বিজেপি নেতৃত্ব।পরিদর্শনের সময় স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন জেলা সভাপতি ও বিধায়ক। বাসিন্দারা জানান, বর্ষাকালে রাস্তাঘাটে হাঁটা দায় হয়ে পড়ে, বহু বাড়িতে জল ঢুকে যায়, ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং স্কুল-কলেজগামী পড়ুয়াদেরও চরম সমস্যার মুখে পড়তে হয়। দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা থাকলেও স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভও প্রকাশ করেন অনেকে। একইসঙ্গে তাঁরা আশা প্রকাশ করেন, এবার কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হলে শহরবাসী স্থায়ী স্বস্তি পেতে পারেন। জেলা সভাপতি উদয় শঙ্কর ব্যানার্জি বলেন, সাঁইথিয়া শহরের জলাবদ্ধতা ও নিকাশি সমস্যা আজকের নয়, বহু বছরের। প্রতি বর্ষাতেই সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হয়। আমরা চাই এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হোক। তাই বাস্তব পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্যালোচনা করে একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি করা হচ্ছে। আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত ড্রেনেজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং জল নিষ্কাশনের সমস্ত পথ বাধামুক্ত করাই আমাদের লক্ষ্য।বিধায়ক কৃষ্ণকান্ত সাহা বলেন, সাময়িক সংস্কার নয়, এমন একটি পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে যাতে আগামী দিনে সাঁইথিয়া শহরকে জলাবদ্ধতার সমস্যা থেকে মুক্ত করা যায়। শহরের প্রতিটি নাগরিকের দুর্ভোগ কমাতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।এদিনের পরিদর্শনে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন এলাকার নিকাশি ব্যবস্থার প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের মতামতও নথিভুক্ত করেন।
ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে সেই মতামতগুলিকেও গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে জানা যায়। শহরবাসীর একাংশের মতে, দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই সমস্যার সমাধানে যদি কার্যকর ও স্থায়ী উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়, তাহলে বর্ষাকালে সাঁইথিয়ার মানুষের ভোগান্তি অনেকটাই কমবে। ফলে এদিনের এই পরিদর্শন ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যেও আশার সঞ্চার হয়েছে।

দীর্ঘ আইনী লড়াইয়ের অবসান !

দেশে ফিরলেন সুইটি বিবি ও দানেশ শেখ

নয়া জামানা,বীরভূমঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। বীরভূমের সেই অসহায় মানুষগুলোর চোখে আজ যে জল, তা স্বস্তির, মাতৃভূমিতে ফিরে আসার আনন্দের। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা এক রুদ্ধশ্বাস আইনি লড়াইয়ের পর,শুক্রবার নিজেদের দেশে, নিজেদের মাটিতে ফিরে এলেন সুইটি বিবি, তাঁর দুই নাবালক সন্তান এবং সোনালী খাতুনের স্বামী দানেশ শেখ।

উল্লেখ্য, গত ডিসেম্বরেই ফিরে এসেছিলেন সোনালী খাতুন। যাঁদের গায়ে সন্দেহবশত 'অনুপ্রবেশকারী' তকমা সেঁটে দিয়ে, অন্যায়ভাবে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আজ তাঁরা ফের স্বদেশের মাটিতে শ্বাস নিচ্ছেন।শুধুমাত্র আদালতের কঠোর হস্তক্ষেপের কারণেই কেন্দ্রীয় সরকার আজ বাধ্য হয়েছে এই দরিদ্র, খেটে-খাওয়া অথচ প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকদের দেশে ফিরিয়ে আনতে। গত ২২ মে দেশের সর্বোচ্চ আদালত নির্দেশ দিয়েছিল বাংলাদেশে আটকে থাকা ওই মানুষদের দ্রুত ফিরিয়ে আনার। সেই নির্দেশ কার্যকর হতে কিছুটা সময় লাগলেও, অবশেষে ন্যায়ের জয় হলো।
সত্য স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হলো। চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটানো এই পরিবারগুলো পেল তাদের বহু কাঙ্ক্ষিত সুবিচার।

দুর্গাপুজো পর্যন্ত উচ্ছেদ নয়, স্বস্তিতে ফুটপাত ব্যবসায়ীরা

সায়ন ভান্ডারী, নয়া জামানা, রামপুরহাটঃ বীরভূমের রামপুরহাট শহরের প্রাণকেন্দ্র পাঁচমাথা মোড় সংলগ্ন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড এলাকায় রেলের জায়গায় ব্যবসা করা ফুটপাত ব্যবসায়ীদের দোকানে কয়েকদিন আগে নোটিশ টাঙিয়েছিল রেল কর্তৃপক্ষ। নোটিশে জানানো হয়েছিল, রেলের জায়গা দখল করে যেসব ব্যবসায়ী ব্যবসা করছেন, তারা নিজেরাই দোকানের সমস্ত সামগ্রী সরিয়ে নিন। অন্যথায় রেলের পক্ষ থেকে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হবে।

এই নোটিশ ঘিরে দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন বহু ফুটপাত ব্যবসায়ী। তবে রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর ফুটপাত ব্যবসায়ীদের কথা মাথায় রেখে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আশ্বাস দিয়েছেন, দুর্গাপুজো পর্যন্ত যেসব ব্যবসায়ী জায়গা দখলমুক্ত রেখে ব্যবসা করছেন, তাদের উচ্ছেদ করা হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণায় স্বস্তি ফিরেছে রামপুরহাটের ফুটপাত ব্যবসায়ীদের মধ্যে। ব্যবসায়ীদের দাবি, যেখানে যানজট সৃষ্টি হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষের চলাচলে সমস্যা হচ্ছে, সেইসব জায়গায় প্রশাসন ব্যবস্থা নিক।কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করা ছোট ব্যবসায়ীদের বিষয়টিও যেন মানবিকভাবে দেখা হয়। এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এক ফুটপাত ব্যবসায়ী জানান, মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তে তারা খুশি। তিনি বলেন আমাদের মতো ছোট ব্যবসায়ীদের কথা চিন্তা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ। আমরা চাই নিয়ম মেনে ব্যবসা করার সুযোগ দেওয়া হোক।

অ্যাকশন মোডে বিধায়ক, হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে বিশেষ বৈঠক

নয়া জামানা,বীরভূমঃ রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও আধুনিক, গতিশীল ও রোগীবান্ধব করে তোলার লক্ষ্যে একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নিলেন রামপুরহাটের বিধায়ক ধ্রুব সাহা। শিশু বিভাগে আকস্মিক পরিদর্শন, রোগী ও তাঁদের পরিজনদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা এবং পরবর্তীতে হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিক, চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে দীর্ঘ প্রশাসনিক বৈঠকের মাধ্যমে হাসপাতালের বর্তমান পরিষেবা, পরিকাঠামো এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন তিনি।পরিদর্শনের শুরুতেই শিশু বিভাগে গিয়ে একাধিক ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন বিধায়ক।
চিকিৎসাধীন শিশুদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে চিকিৎসা, ওষুধ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, শয্যা, পরিচ্ছন্নতা এবং অন্যান্য পরিষেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান।
চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা বা অসুবিধা থাকলে তা দ্রুত সমাধানের আশ্বাসও দেন তিনি। হাসপাতালের পরিবেশ, রোগীদের অপেক্ষার সময়, জরুরি পরিষেবার কার্যকারিতা এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিষেবার মানও সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন।এরপর হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিক, চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক বৈঠকে হাসপাতালের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা হয়।

জরুরি বিভাগের পরিষেবা আরও শক্তিশালী করা, রোগীদের অযথা হয়রানি কমানো, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জামের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি, জনবলের ঘাটতি, বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি, পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং রোগী পরিষেবাকে আরও দ্রুত ও স্বচ্ছ করার বিষয়ে আলোচনা হয়। হাসপাতালের কর্মীরাও তাঁদের বিভিন্ন প্রশাসনিক ও পরিকাঠামোগত সমস্যার কথা বিধায়কের সামনে তুলে ধরেন।বৈঠক শেষে ধ্রুব সাহা বলেন, রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল উত্তর বীরভূম-সহ বিস্তীর্ণ এলাকার লক্ষ লক্ষ মানুষের চিকিৎসার অন্যতম ভরসাস্থল। এখানে আসা প্রতিটি রোগী, বিশেষ করে শিশুদের উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাসপাতালের পরিষেবায় যাতে কোনও খামতি না থাকে, সেই লক্ষ্যেই আজ সরেজমিনে পরিদর্শন করেছি এবং চিকিৎসক, আধিকারিক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে হাসপাতালের পরিকাঠামো ও পরিষেবার মান আরও উন্নত করা হবে।হাসপাতাল সূত্রের দাবি, রোগী পরিষেবাকে আরও কার্যকর ও জনমুখী করতে বিভিন্ন স্তরে সমন্বয় বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বৈঠকে উঠে আসা বিভিন্ন বিষয় পর্যায়ক্রমে
সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আনার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। বিধায়কের এই পরিদর্শনকে কেন্দ্র করে হাসপাতাল চত্বরে রোগী ও তাঁদের পরিজনদের মধ্যে আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। অনেকেই আশা প্রকাশ করেন, এ ধরনের নিয়মিত পরিদর্শন ও প্রশাসনিক পর্যালোচনার ফলে হাসপাতালের পরিষেবার মান আরও উন্নত হবে এবং সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কমবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশেরও মত, জনপ্রতিনিধি, হাসপাতাল প্রশাসন ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সমন্বিত উদ্যোগ অব্যাহত থাকলে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবায় ইতিবাচক পরিবর্তন আরও দৃশ্যমান হতে পারে।

মদের আসরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার ঘটনায় গ্রেপ্তার ৫

অঞ্জন শুকুল,নয়া জামানা, শান্তিপুরঃ মদের আসরে এক যুবককে ইট দিয়ে মেরে মাথা থেঁতলে দেওয়ার ঘটনায় পাঁচ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল শান্তিপুর থানার পুলিশ।অভিযুক্তদের শুক্রবার রানাঘাট আদালতে তোলা হয়। ঘটনার বিবরণ থেকে জানা যায়, বৃহস্পতিবার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত নতুন হাটে দেশি মদের কাউন্টারের মধ্যেই মদের আসর চলাকালীন গুলজার শেখ নামে এক যুবককে ইট দিয়ে মেরে মাথা থেঁতলে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে রক্তাক্ত অবস্থায় থাকে শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর চিকিৎসকরা শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। এই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ পাঁচ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। জানা যায় সেই মদের আসরে এই অভিযুক্তরা উপস্থিত ছিল। ধৃতদের নাম রাজা শেখ, রিপন শেখ, ইব্রাহিম বিশ্বাস, বিটন শেখ এবং মফিজুল শেখ।
এরা প্রত্যেকেই শান্তিপুর থানা এলাকার বাসিন্দা। অভিযুক্তদের আদালতে তুলে পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাতে পারে বলে সূত্রের খবর। যদিও সাংবাদিকদের প্রশ্নে অভিযুক্তরা নিজেদের ঘটনায় যুক্ত থাকার কথা অস্বীকার করেছে।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার যুবক, তিন দিনের পুলিশ হেফাজত

কার্তিক ভান্ডারী, নয়া জামানা, বোলপুরঃ আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক যুবককে গ্রেফতার করল বোলপুর থানার পুলিশ। ধৃতকে শুক্রবার বোলপুর আদালতে তোলা হলে তিনদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ডালু শেখ নামে এই যুবক বোলপুর থেকে নানুর যাওয়ার রাজ্য সড়কে লায়েক বাজারের কাছে কোনো চুরি, ছিনতাই বা কোনো অপরাধ ঘটানোর জন্য দাঁড়িয়েছিল।এরপরই বোলপুর থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই স্থানে গিয়ে ডালু

শেখকে ধরে ফেলতে সক্ষম হয়। ধৃত ডালু শেখ বোলপুরের ভুবনডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় একটি দেশি ওয়ান শাটার পিস্তল ও ১ রাউন্ড গুলি। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানার চেষ্টা করছে কি উদ্দেশ্য নিয়ে গভীর রাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সে কি করছিল। পুলিশ সূত্রে আরো জানা গিয়েছে, এই ডালু শেখের নামে এর আগে চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, মারধর, বিভিন্ন নেশা সামগ্রী বিক্রির অভিযোগ রয়েছে। ধৃত এই ডালুর সঙ্গে কোনো চক্রের সঙ্গে জড়িত রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ যাওয়ার পথে কৃষ্ণনগরে বিশ্রাম নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নয়া জামানা, নদীয়াঃ মুর্শিদাবাদে যাওয়ার পথে কৃষ্ণনগরের বেসরকারি গেস্ট হাউসে খানিকক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিতে এলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কৃষ্ণনগর পালপাড়া সংলগ্ন জাতীয় সড়কের ধারে ওই গেস্ট হাউসে প্রায় ১৫ মিনিট বিশ্রাম নেন তিনি। সেখানে চা পানের বিরতি নিয়ে ফের মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা হন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন কৃষ্ণনগর বেসরকারি গেস্ট হাউসে উপস্থিত ছিল স্থানীয় বিধায়ক ছাড়াও রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব। আকাশপথে আসার কথা থাকলেও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সড়ক পথে মুর্শিদাবাদে জান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আর যাওয়ার পথেই কিছুটা বিরতির জন্য কৃষ্ণনগরে বিশ্রামের জন্য নামেন তিনিন।মুখ্যমন্ত্রীকে দেখার জন্য উৎসুক কর্মী সমর্থক ভিড় জমিয়েছিল জাতীয় সড়কের ধারে। গাড়ি থেকে নেমে যাওয়ার পথে সাধারণ মানুষের সাথে সৌজন্য বিনিময় করতেও দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে।

ব্যতিক্রমী ঐতিহ্যের স্বীকৃতি,সরকারি অনুদান পাচ্ছে তারাপীঠের মা তারার রথ

নয়া জামানা,বীরভূমঃ বীরভূমের মহাশক্তিপীঠ তারাপীঠের শতাব্দীপ্রাচীন রথযাত্রা এবার রাজ্য সরকারের ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রার অনুদানের তালিকায় স্থান পেল। দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ও স্বতন্ত্র ধর্মীয় রীতির স্বীকৃতি হিসেবে তারাপীঠের মা তারার রথের জন্য ৫ লক্ষ টাকার আর্থিক অনুদান মঞ্জুর করেছে রাজ্য সরকার। এর মধ্য দিয়ে এই ব্যতিক্রমী রথযাত্রাকে ঘিরে যে কৌতূহল ও জল্পনা তৈরি হয়েছিল, তারও অবসান ঘটেছে। তারাপীঠ মন্দির কমিটির সম্পাদক পুলক চ্যাটার্জি জানিয়েছেন, অনুদান পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত নথিপত্র ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসনের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।তারাপীঠের রথযাত্রার বিশেষত্বই তাকে রাজ্যের অন্যান্য রথযাত্রা থেকে আলাদা করেছে। সাধারণভাবে রথযাত্রা বলতে যেখানে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার রথারোহণের প্রথা প্রচলিত, সেখানে তারাপীঠে রথে আরোহন করেন মহাশক্তি মা তারা।
এই অনন্য ধর্মীয় রীতিই তারাপীঠের রথযাত্রাকে বাংলার অন্যতম ব্যতিক্রমী ঐতিহ্যে পরিণত করেছে। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, রথযাত্রার দিন মা তারা গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে রথে আরোহণ করে ভক্তদের কাছে আসেন। সেই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই প্রতি বছর রথযাত্রার দিন তারাপীঠে লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম ঘটে। দূরদূরান্ত থেকে আগত পুণ্যার্থীরা রথ টানার পাশাপাশি মায়ের দর্শন ও আশীর্বাদ লাভের উদ্দেশ্যে এই উৎসবে অংশ নেন। এই স্বতন্ত্র ধর্মীয় রীতির কারণেই অনেকে মনে করেছিলেন, রাজ্য সরকারের ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রার অনুদানের আওতায় তারাপীঠের রথ আদৌ স্থান পাবে কি না। তবে শেষ পর্যন্ত রাজ্য সরকার তারাপীঠের রথযাত্রার ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে অনুদান মঞ্জুর করেছে। ফলে রাজ্যের অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রার পাশাপাশি এবার সরকারি সহায়তা পাচ্ছে তারাপীঠও।
মা তারা সেবাইত সংঘের সম্পাদক পুলক চ্যাটার্জি বলেন, তারাপীঠের রথযাত্রা শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি বহু শতাব্দীর ঐতিহ্য ও মানুষের আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। রাজ্য সরকারের এই স্বীকৃতি ও আর্থিক সহায়তা আগামী দিনে রথযাত্রার আয়োজনকে আরও সুসংগঠিত করতে সাহায্য করবে।প্রতি বছর তারাপীঠের রথযাত্রাকে ঘিরে দেশ-বিদেশ থেকে অসংখ্য ভক্ত ও পর্যটকের সমাগম হয়।
স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্য, পর্যটন এবং ধর্মীয় কর্মকাণ্ডেও এই উৎসবের উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়ে। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, সরকারি অনুদানের ফলে আগামী দিনে রথযাত্রার

পরিকাঠামো, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং উৎসবের সামগ্রিক আয়োজন আরও উন্নত হবে, যা ভক্ত ও দর্শনার্থীদের জন্যও ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

‘আত্মসমর্পণের জন্য তৈরি’

‘মৃত্যু পরোয়ানা’ সত্ত্বেও দেশে ফেরার ঘোষণা শেখ হাসিনার !

দেশে তাঁকে দেওয়া হয়েছে মৃত্যুদণ্ডের সাজা। তবু অকুতোভয় বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। রয়টার্সকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্ভীক ঘোষণা, ডিসেম্বরেই দেশে ফিরবেন তিনি। সঙ্গে থাকবেন তাঁর দলের সিনিয়র নেতারাও। করবেন আত্মসমর্পণ। ৭৮ বছরের নেত্রী বলেছেন, আমি ফিরলেই ওরা আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারে, আমাকে মেরেও ফেলতে পারে। তবু আমি ফিরব। আমার দলের নেতানেত্রী ও কর্মীরা অত্যন্ত চাপে আছেন। মৃত্যু যদি আসেই তাহলে আমার দেশের মাটিতেই আসুক। যেখানে আমার মা-বাবারা কবরস্থ, যেখানকার মাটিতে তাঁদের রক্ত মিশে আছে। সেই সঙ্গেই হাসিনাকে বলতে শোনা গিয়েছে, দযখন কোনও সরকার দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতায় থাকে, ভুল হতে থাকে। কোনও প্রশাসনই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়।

কিন্তু ভালো-মন্দ, ঠিক-ভুল বিচারের দায়িত্ব মানুষের। আমি মানুষের উপরই সেই ভার দিলাম। ওরা আমাকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে। আমাকে ভোটে লড়তে দিতেও না পারে। কিন্তু আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ করবে কেন? আমরা যদি খারাপই করে থাকি, সেটা মানুষ বিচার করুক। দ ২০২৪ সালে বাংলাদেশে সংরক্ষণ-বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের জেরে গদিচ্যুত হতে হয় দেশের দীর্ঘতম প্রধানমন্ত্রীকে। বঙ্গভবন ছেড়ে হাসিনা আকাশপথে চলে আসেন দিল্লিতে। আপাতত এখানেই তিনি রাজনৈতিক আশ্রয়ে রয়েছেন। ওদিকে, হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর বাংলাদেশে প্রায় বছরখানেক ধরে নোবেলজয়ী মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার ছিল। তাঁর আমলে গণহত্যা মামলায় শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। পাশাপাশি তৎকালীন বেশ কয়েকজন মন্ত্রীকেও একই সাজা দেওয়া হয়েছে। আওয়ামি লিগকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকেও নিষিদ্ধ করেছিল ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকার। তাই ছাব্বিশের সাধারণ নির্বাচনে লিগের কেউ ভোটে দাঁড়াতে পারেননি। যদিও বাংলাদেশের বাইরে নানা জায়গায় আওয়ামি লিগ সক্রিয়। নয়াদিল্লিতে বসে নানা সভায় দলকে ঘুরে দাঁড়ানোর ভোকাল টনিক দিতে দেখা গিয়েছে হাসিনাকে। এদিনও তিনি বলেছেন, অনলাইনে বৈঠক করে বাংলাদেশের ৩০০টি সংসদীয় কেন্দ্রের মধ্যে ১২৫টির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। উদ্দেশ্য, আওয়ামি লিগকে পুনর্সংগঠিত করা।

ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র রফতানি বৃদ্ধি

ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান সামরিক প্রভাব ও আগ্রাসী মনোভাবের জেরে প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে এই অঞ্চলে একটি বড় প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহকারী দেশ হিসেবে নিজেদের অবস্থান মজবুত করছে ভারত। গত মঙ্গলবার ইন্দোনেশিয়াকে ‘ব্রহ্মোস’ এবং ‘অস্ত্র’ ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে নতুন দিল্লি, যা এই অঞ্চলে ভারতের তৃতীয় এই ধরনের বড় প্রতিরক্ষা চুক্তি। এর আগে ২০২২ সালে ফিলিপাইন প্রথম দেশ হিসেবে ভারতের কাছ থেকে ব্রহ্মোস কেনার চুক্তি করেছিল এবং চলতি বছরের মে মাসে ভিয়েতনামের সঙ্গেও ভারতের একই ধরনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের যেসব দেশের নৌবাহিনী তুলনামূলকভাবে সীমিত, দক্ষিণ চীন সাগরে নিজেদের বিতর্কিত জলসীমা রক্ষা করার জন্য তাদের কাছে ব্রহ্মোসের মতো জাহাজ-বিধ্বংসী (অ্যান্টি-শিপ) সুপারসনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র মঙ্গলবার জানিয়েছেন যে, ইন্দোনেশিয়ার সাথে সহযোগিতার ক্ষেত্রে ব্রহ্মোস এবং আকাশ থেকে আকাশে নিক্ষেপণযোগ্য ‘অস্ত্র’ ক্ষেপণাস্ত্র দুটি সম্পূর্ণ নতুন ক্ষেত্র। তবে এর বাণিজ্যিক শর্তাবলী এখনও চূড়ান্ত হওয়া বাকি রয়েছে।স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর অস্ত্র হস্তান্তর কর্মসূচির প্রবীণ গবেষক সিমন ওয়েজম্যান সিএনবিসি-কে জানিয়েছেন, ক্রেতারা মূলত ব্রহ্মোসের জাহাজ-বিধ্বংসী সংস্করণের প্রতি বেশি আগ্রহী। ৩০০ কিলোমিটার পাল্লার এই ক্ষেপণাস্ত্রের

গতি অত্যন্ত বেশি হওয়ায় একে মাঝপথে আটকে দেওয়া বা ইন্টারসেপ্ট করা অত্যন্ত কঠিন। এটি বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে উপলব্ধ অন্যতম বড় ও দ্রুততম ক্ষেপণাস্ত্র। উল্লেখ্য, ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা এবং রাশিয়ার এনপিও মাশিনোস্ট্রোনিয়ার যৌথ উদ্যোগে ‘ব্রহ্মোস অ্যারোস্পেস’ গঠিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর সমকক্ষ একমাত্র ক্ষেপণাস্ত্র হলো চীনের ‘ওয়াইজে-১২’। বিশেষজ্ঞদের মতে, দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের বাড়তে থাকা হুমকির কারণেই ফিলিপাইন ও ভিয়েতনাম ভারতের থেকে এই ক্ষেপণাস্ত্র কিনছে। অন্যদিকে, ইন্দোনেশিয়া চীনকে সরাসরি প্রাথমিক নিরাপত্তা হুমকি হিসেবে না দেখলেও, ‘উত্তর নাটুনা সাগর’ নিয়ে বেজিংয়ের দাবির সাথে তাদের স্পষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। গত সোমবারই চীন প্রশান্ত মহাসাগরে একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করেছে, যা এই অঞ্চলের দেশগুলিকে একে অপরের সাথে এবং আমেরিকার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল না হয়ে ভারতের মতো একটি নিরপেক্ষ দেশের সাথে প্রতিরক্ষা সম্পর্ক গভীর করতে উদ্বুদ্ধ করছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্রহ্মোস বিক্রির এই সাফল্য আন্তর্জাতিক বাজারে অস্ত্র উৎপাদনকারী ও রফতানিকারক হিসেবে ভারতের সক্ষমতার একটি বড় প্রমাণ। তবে ভারতের প্রতিরক্ষা রফতানিকে একটি বড় জায়গায় নিয়ে যেতে হলে তেজস ফাইটার জেট বা যুদ্ধজাহাজ (ফ্রিগেট) বিক্রির মতো বড় চুক্তির প্রয়োজন, যা ব্রহ্মোসের চেয়ে অনেক বেশি লাভজনক।

বিগত ১০ বছরে ভারতের প্রতিরক্ষা রফতানি বাড়লেও, ২০২৬ সালের মার্চ মাসে শেষ হওয়া অর্থবর্ষে এর মূল্য ছিল মাত্র ৩৮৪ বিলিয়ন টাকা বা প্রায় ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এটি বিশ্বের বৃহত্তম অস্ত্র সরবরাহকারী দেশ আমেরিকার মোট ৩৩-১ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রির তুলনায় মাত্র ১ শতাংশের কিছু বেশি।

সিপরির ২০২১-২০২৫ সালের প্রধান অস্ত্র হস্তান্তর সংক্রান্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, শীর্ষ ২৫টি অস্ত্র রফতানিকারক দেশের তালিকায় এখনও ভারত নেই, যেখানে চীন পঞ্চম এবং দক্ষিণ কোরিয়া নবম স্থানে রয়েছে। তবে সিপরির ২০২৬ সালের বর্ষপঞ্জি অনুসারে, ভারত বর্তমানে সামরিক খাতে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থব্যয়কারী দেশ এবং সামগ্রিক অস্ত্র আমদানির ক্ষেত্রে বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে (৮ শতাংশের বেশি অংশীদারিত্ব নিয়ে) রয়েছে।

ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ ২০২৬

ত্রিপুরার হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে আগামী ৯ এবং ১০ জুলাই আয়োজিত হল ‘ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ ২০২৬’। এই বাণিজ্য সম্মেলন রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে বলে প্রবল আশাবাদী ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, দু’দিনের এই মেগা সম্মেলন থেকে রাজ্যে প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব আসার সম্ভাবনা রয়েছে। শুধুমাত্র দেশের ভেতর থেকে নয়, বিদেশের মাটি থেকেও একাধিক
বিনিয়োগকারী এই সম্মেলনে অংশ নেবেন। বিনিয়োগকারী, উদ্যোগপতি, শিল্পনেতা এবং সরকারি আধিকারিক-সহ প্রায় পাঁচশো জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের তরফে ইতিমধ্যে বিনিয়োগের জন্য বেশ কয়েকটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী

জানান, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পর্যটন, কৃষি, উদ্যানপালন,
তথ্যপ্রযুক্তি, বাঁশ, আগরউড, রবার, চা এবং আরও বেশ কিছু উদীয়মান শিল্পে বড় মাপের বিনিয়োগ আসার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। বিনিয়োগকারীদের
অনেকেই ত্রিপুরার এই সুযোগ-সুবিধাগুলো নিয়ে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বর্ষার মরসুম হওয়া সত্ত্বেও এই সম্মেলনের চূড়ান্ত সাফল্য নিয়ে আত্মবিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, এই বিনিয়োগগুলো বাস্তবায়িত হলে রাজ্যে বিপুল কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে এবং শিল্পায়নের গতি বহুগুণ ত্বরান্বিত হবে। মুখ্যমন্ত্রী এই সম্মেলনটিকে এখনও পর্যন্ত ত্রিপুরার সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ প্রচার কর্মসূচি হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, এই উদ্যোগ ত্রিপুরাকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের মানচিত্রে এক সম্ভাবনাময় গন্তব্য হিসেবে শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

২০ টাকা সস্তায় আসছে ই-৮৫ জ্বালানি

সাধারণ ই-২০ পেট্রোলের চেয়ে লিটার প্রতি প্রায় ২০ টাকা সস্তায় দেশে ই-৮৫ জ্বালানি নিয়ে আসার পরিকল্পনা করছে কেন্দ্র। সম্প্রতি একটি বেসরকারি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এই কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী।

তিনি জানান, সাধারণ মানুষকে আর্থিক সুরাহা দেওয়ার পাশাপাশি সরকারের ইথানল মিশ্রণ প্রকল্পকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতেই এই পদক্ষেপ করা হচ্ছে। তবে এই নতুন ই-৮৫ জ্বালানি সব গাড়িতে ব্যবহার করা যাবে না। যে গাড়িগুলি এই

বিশেষ জ্বালানি ব্যবহারের জন্য প্রযুক্তিগত ভাবে তৈরি করা হয়েছে, শুধুমাত্র সেগুলিতেই এটি ব্যবহার করা সম্ভব হবে বলে মন্ত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

পাশাপাশি, ইথানল মেশানো পেট্রোল ব্যবহারে গাড়ির ইঞ্জিনের ক্ষতি বা কর্মক্ষমতা কমে যাওয়া নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে উদ্বেগ রয়েছে, তা-ও খারিজ করে দিয়েছেন তিনি। সরকারের বৃহত্তর জৈব-জ্বালানি নীতির পক্ষে সওয়াল করে হরদীপ আশ্বস্ত করেছেন যে, এই ধরনের জ্বালানি ব্যবহারে ইঞ্জিনের ক্ষতির কোনও আশঙ্কা নেই।

সজাগ সমাজই দেশকে সুরক্ষিত করতে পারে ঃ অমিত শাহ

একটি সুরক্ষিত সীমান্ত, সমৃদ্ধ সীমান্তবর্তী অঞ্চল এবং সজাগ সমাজ; এই তিনটি শক্তির মেলবন্ধনেই দেশকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সুরক্ষিত করা সম্ভব বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। গতকাল নতুন দিল্লিতে আয়োজিত সীমান্তবর্তী জেলাগুলির পুলিশ সুপারদের (এসপি) এক সম্মেলনে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি এই মন্তব্য করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, ‘ভাইব্রেন্ট ভিলেজেস প্রোগ্রাম’-এর অধীনে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলি থেকে মানুষের পরিযান বা অভিবাসন রোধ করা, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির শতভাগ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য লাগাতার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

দেশকে সম্পূর্ণভাবে অনুপ্রবেশমুক্ত করতে কেন্দ্র একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যবস্থা গড়ে তুলছে বলে জানান অমিত শাহ। তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সীমান্ত পরিকাঠামো প্রায় চারশো শতাংশ বৃদ্ধি করেছে। এর পাশাপাশি, ৩১ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ভারত-মিয়ানমারের ১,৬০০ কিলোমিটারেরও বেশি দীর্ঘ সীমান্ত এলাকায় বেড়া দেওয়ার কাজ চালানো হচ্ছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, কোনো অস্বাভাবিক কারণে সীমান্তবর্তী এলাকায় যদি জনসংখ্যাগত পরিবর্তন বা ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জ ঘটে, তবে সেই তথ্য যেন একদম তৃণমূল স্তর থেকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে উচ্চতম প্রশাসনিক স্তরে পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রক্সি ওয়ার (পরোক্ষ যুদ্ধ), অবৈধ অনুপ্রবেশ, উগ্রপন্থা, মাদক পাচার, ড্রোন-ভিত্তিক হুমকি এবং জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের মতো নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলা করাই সরকারের মূল উদ্দেশ্য,
যাতে সীমান্ত এলাকাগুলিকে আরও নিরাপদ ও বাসযোগ্য করে তোলা যায়। নতুন দিল্লীর এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে জম্মু ও কাশ্মীর, পঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড, রাজস্থান, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলি-সহ সমস্ত সীমান্তবর্তী রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পুলিশ সুপাররা অংশ নেন। এছাড়াও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পদস্থ আধিকারিকরাও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। মূলত সংবেদনশীল সীমান্ত অঞ্চলগুলির বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা এবং আইন প্রয়োগকারী ব্যবস্থার উন্নতির উপায় খোঁজার লক্ষ্যেই এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য,
দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হওয়া জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের পরিধি খতিয়ে দেখতে এবং এর পেছনের কারণগুলি চিহ্নিত করতে কয়েক মাস আগেই কেন্দ্রের তরফে একটি উচ্চ-পর্যায়ের কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, যার পটভূমিতে এই বৈঠকটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

মাঠে ময়দানে

নয়া জামানা

বিশ্বকাপে জোড়া স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা অতীত!

ক্রিকেটে হাত মেলাচ্ছে

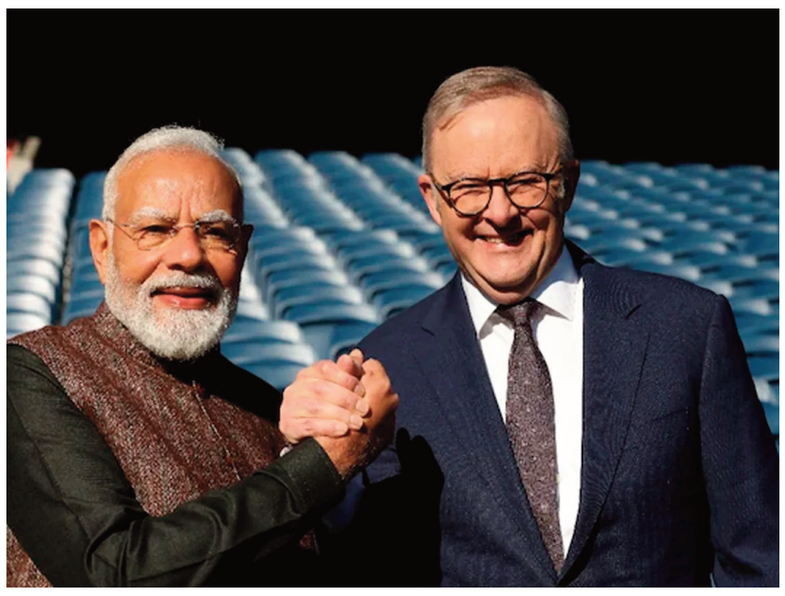

ভারত-অস্ট্রেলিয়া, ঘোষণা মোদির

বাইশ গজের যুদ্ধে বারবার ভারতের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে অস্ট্রেলিয়া। পুরুষ হোক বা মহিলা-সবধরণের ক্রিকেটেই অজিদের কাছে হেরে ট্রফি জয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে। ২০০৩ এবং ২০২৩-দুই বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে মেন ইন ব্লুর হার এখনও জল আনে ভারতীয় ক্রিকেটভক্তদের চোখে। তবে এবার সেই ক্রিকেটেই হাত মেলাচ্ছে ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ঞ্ঞ্ঝ ঞ্ছন্ত্র— ত্মন্থ থন্দ্রস্থ)। সেখানেই নতুন ঘোষণা করেছেন তিনি। বেশ কিছুদিন ধরেই জল্পনা ছিল, ভারতে খেলা হতে পারে অজি ফ্যাঞ্চাইজি লিগ বিগ ব্যাশের ম্যাচ (ঞ্ক্ক্খন্স্প্রথন্ঠত্র)। সেই জল্পনায় সিলমোহর দিলেন প্রধানমন্ত্রী। শুক্রবার তিনি গিয়েছিলেন মেলবোর্ন ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। সেখানে অজি ক্রিকেট সংস্থার শীর্ষ কর্তা অ্যালিস্টার ডবসন জানান, তভারতের সব প্রান্তেই ক্রিকেট নিয়ে প্রবল উৎসাহ, বিশেষত চেন্নাইয়ে। সেখানে খেলা হবে বিগ ব্যাশের ম্যাচ। আশা করছি প্রচুর দর্শক ম্যাচ দেখতে আসবেনদ সূত্রের খবর, একাধিক দলই ভারতে খেলতে আগ্রহী। তবে দীর্ঘ লিগের একটাই ম্যাচ খেলা হতে পারে ভারতে। মোদি বলেন, তচেন্নাইয়ে বিগ ব্যাশের ম্যাচ খেলা হবে বলে আমি অত্যন্ত খুশি। স্রেফ ক্রিকেট নয়। অন্যান্য খেলাধুলাতেও ভারতের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে চলেছে অস্ট্রেলিয়া। ২০৩০ সালে ভারতে কমনওয়েলথ গেমসের আসর বসবে। তারপর

২০৩৬ সালের অলিম্পিক আয়োজনের জন্য দীর্ঘদিন ধরেই চেষ্টা চালাচ্ছে ভারত। সেই লক্ষ্যে সাহায্য করবে অজিরা। বিদেশমন্ত্রক সূত্রে খবর, খেলার পরিকাঠামো তৈরি, ক্রীড়া প্রযুক্তি-বিজ্ঞান এবং ক্রীড়াকে কেন্দ্র করে বিনিয়োগ- সমস্ত কিছুতেই একসঙ্গে কাজ করবে ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া। এছাড়াও দুই দেশের যুব ক্রীড়াবিদদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে ইউথ স্পোর্টস ফেস্টিভ্যাল। এদিন মেলবোর্নে উপস্থিত ছিল অজি প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজ। এছাড়াও মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন অজি ক্রিকেটের দুই কিংবদন্তি-স্টিভ ওয়া এবং লিসা স্থালেকর। দুই তারকার অবদান নিয়েও বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী। সম্প্রতি সপ্তমবারের জন্য মহিলাদের টি-২০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অস্ট্রেলিয়া। সেই দলকে শুভেচ্ছা জানাতেও ভোলেননি মোদি। খেলাধুলার প্রতি ভালোবাসা দিয়েই ভারত এবং অস্ট্রেলিয়াকে একসূত্রে বেঁধে ফেলা যায়, মত অ্যালবানিজের।

বাই বাই ইস্টবেঙ্গল, বিশ্বকাপ আবহে 'সোনার ছেলে' মিগুয়েলকে দলে নিল মোহনবাগান

বিশ্বকাপের আবহেই বড়সড় চমক মোহনবাগানের। আইএসএলের গত মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের জার্সি গায়ে গোল্ডেন বল জিতেছিলেন ব্রাজিলিয়ান অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার মিগুয়েল ফিগুয়েরাকে দু'বছরের চুক্তিতে দলে নিল সবুজ-মেরুন শিবির। গত মাসেই শোনা গিয়েছিল, মোহনবাগানের সঙ্গে কথা চালাচ্ছেন এই মিডিও। একটি পোস্টও করেছিলেন। তাতে জল্পনা আরও প্রবল হয়। তিনি লিখেছিলেন, 'বন্ধুরা তোমাদের থেকে বিদায় জানাতে হচ্ছে। এই ঐতিহ্যশালী ক্লাবে খেলতে পেরে আমি সম্মানিত। আগামীর সাফল্যের জন্য শুভেচ্ছা রইল। ধন্যবাদ।' দেখার ছিল, আদৌ মোহনবাগান তাঁর নাম সরকারিভাবে ঘোষণা করে কি না। সেই জল্পনার অবসান হল এবার। মিগুয়েল মোহনবাগানেই। ২৬ বছর বয়সি এই ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার কেরিয়ারের শুরুতে ব্রাজিলের সিরি 'এ'-তে খেললেও দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবলে নিজের পরিচিতি তৈরি করেন বাংলাদেশের বসুন্ধরা কিংসের হয়ে। টানা তিন মরশুম বাংলাদেশের ক্লাবটিকে সাফল্য এনে দেওয়ার পর গত মরশুমে তিনি ভারতীয় ফুটবলে পা রাখেন। অভিষেক মরশুমেই ইস্টবেঙ্গলের জার্সিতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স শিরোপাও জেতেন। ১২ ম্যাচে ২টি গোলের পাশাপাশি ৫টি অ্যাসিস্ট করে জিতে নেন আইএসএলের সেরা ফুটবলারের সম্মান গোল্ডেন বল। মোহনবাগানে যোগ দেওয়ার পর ব্রাজিল থেকে ক্লাব মিডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, তমোহনবাগানের সমর্থকরা ব্রাজিলের সমর্থকদের মতোই আবেগপ্রবণ। কলকাতায় এক বছর খেলেই বুঝেছি, সবুজ-মেরুন সমর্থকদের কাছে জয় আর ট্রফিই সবকিছু। সেই প্রত্যাশার চাপ আমি উপভোগ করি। খুব শীঘ্রই সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে মাঠে নামার অপেক্ষায় রয়েছি। দেশের সেরা ক্লাবের সেরা সমর্থকদের সামনে খেলতে পারা আমার কাছে ভীষণ রোমাঞ্চকর।দ মোহনবাগানের প্রস্তাব পাওয়ার পর সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন বলেও জানান তিনি। মিগুয়েলের

কথায়, তপ্রস্তাব পাওয়ার পর প্রথমে স্ত্রীকে জানাই। দেশের সেরা ক্লাবে খেলার সুযোগ সহজে আসে না। কয়েক দিন ধরে পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করেছি। ক্লাবের সঙ্গেও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে। তারপরই মোহনবাগানে খেলার সিদ্ধান্ত নিই। গত মরশুমে মাঝমাঠে ক্রিয়েটিভ মিডফিল্ডারের অভাবে ভুগেছে মোহনবাগান। জেমি ম্যাকলারেনরা মাঝমাঠ থেকে সেভাবে বল পাননি। মিগুয়েল যোগ দেওয়ায় সেই সমস্যা অনেকটাই কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। তাঁর সংযোজন, তআমি গোল করার চেয়ে অ্যাসিস্ট করতেই বেশি পছন্দ করি। সামনে জেমি ম্যাকলারেনের মতো গোলস্কোরার থাকবে। ওর সঙ্গে মাঠে দারুণ বোঝাপড়া গড়ে তুললে গোল আসবে।দ কলকাতা ডার্বি নিয়েও আত্মবিশ্বাসী মিগুয়েল। তাঁর বক্তব্য, তকলকাতা ডার্বির আবেগ আমি জানি। ডার্বির দিনের মতো আর কোনও ম্যাচ নেই। এবার সবুজ-মেরুন জার্সিতে সেই ম্যাচ খেলব। সমর্থকদের আশ্বস্ত করছি, যে প্রতিযোগিতাতেই ডার্বি হোক না কেন, জয়ের জন্য আমি শতভাগ উজাড় করে দেব। সমর্থকদের হতাশ করতে চাই না।দ বাংলাদেশ ও ভারতের ফুটবলের তুলনাও টেনেছেন তিনি। মিগুয়েলের মতে, তভারতের লিগ বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। ভারতীয় ফুটবলাররা অনেক বেশি প্রতিভাবান ও দক্ষ।দ তাছাড়াও আলবার্তো রডরিগেজের প্রশংসাও করেছেন মিগুয়েল। তাঁর মন্তব্য, তআলবার্তোর বিরুদ্ধে ডার্বিতে খেলেছি। ওকে টপকে যাওয়া খুব কঠিন। ও শক্তিশালী। গতিও আছে। আমার দেখা আইএসএলের অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার।দ ইস্টবেঙ্গলের আইএসএল জয়ের নেপথ্যে মিগুয়েলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন আগামী মরশুমেও লাল-হলুদ জার্সিতেই দেখা যাবে মিগুয়েলকে। কিন্তু ব্রাজিলীয় মিডফিল্ডার মোহনবাগানে চলে যাওয়ায় রীতিমতো হতাশ হয়ে পড়েছেন লাল-হলুদ সমর্থকরা। শুক্রবার মোহনবাগানের সোশাল মিডিয়া থেকে এক ভিডিওর মাধ্যমে এ খবর জানানো হয়।

বর্ণবাদ রুখতে কড়া পদক্ষেপ করুক ফিফা,

দাবি হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর

চলতি ফিফা বিশ্বকাপে খেলোয়াড় এবং দর্শকদের ওপর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া বর্ণবাদী আক্রমণ নিয়ে তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করল আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ'। সম্প্রতি ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপেকে লক্ষ্য করে করা বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করে ফিফাকে মাঠ এবং মাঠের বাইরে সব ধরনের বৈষম্য দূর করার আহ্বান জানিয়েছে তারা। পাশাপাশি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিতর্কিত অভিবাসন নীতির প্রভাব নিয়েও সরব হয়েছে সংস্থাটি। গত ৪ জুলাই প্যারাগুয়েকে হারিয়ে শেষ ষোলোর ম্যাচে জয় পায় ফ্রান্স। এরপরই প্যারাগুয়ের এক সেনেটর সেলেস্তে আমারিয়া ফরাসি তারকা এমবাপেকে নিয়ে অত্যন্ত অবমাননাকর মন্তব্য করেন। এছাড়া, নেদারল্যান্ডস ও জার্মানি টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাওয়ার পর সমাজমাধ্যমে বর্ণবাদী পোস্টের

বন্যা বয়ে যায়। গত ৭ জুলাই এক আর্জেন্টিনীয় সমর্থককে এক মার্কিন ইউটিউবারের দিকে লক্ষ্য করে প্রকাশ্যে বর্ণবাদী অঙ্গভঙ্গি করতেও দেখা গিয়েছে। ফিফার নিজস্ব পরিসংখ্যানেই উঠে এসেছে যে, টুর্নামেন্ট চলাকালীন সমাজমাধ্যমে প্রায় ৮৯,০০০ অপমানজনক পোস্ট চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে ১১ শতাংশই সরাসরি বর্ণবাদের সাথে যুক্ত। রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার মুখপাত্র প্যারাগুয়ের সেনেটরের এহেন মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করে জানিয়েছেন, ক্রীড়া সংস্থাগুলিকে বর্ণবাদ রুখতে আরও সক্রিয় হতে হবে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ জানিয়েছে, ফিফা বিশ্বকাপের ম্যাচগুলিতে বর্ণবাদের নিন্দা করলেও, মাঠের বাইরের বৈষম্য রুখতে তারা চরম ব্যর্থ। বিশেষ করে বিশ্বকাপের বেশিরভাগ ম্যাচ আমেরিকায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেখানে মার্কিন প্রশাসনের অভিবাসন নীতির জেরে কৃষ্ণাঙ্গ ও অশ্বেতাঙ্গ দর্শক এবং কর্মীরা চূড়ান্ত ঝুঁকির মুখে পড়ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

বিশ্বকাপের আগে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ফিফার কাছে দাবি জানিয়েছিল, যাতে তারা মার্কিন প্রশাসনের এই বৈষম্যমূলক নীতির বিরোধিতা করে এবং অভিবাসন অভিযানের হাত থেকে দর্শক ও কর্মীদের বাঁচাতে বিশেষ পদক্ষেপ নেয়।

কিন্তু তা না করে, উল্টে ফিফা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে তাঁর 'শান্তি ও ঐক্যের প্রতি প্রতিশ্রুতির' কথা উল্লেখ করে 'ফিফা শান্তি পুরস্কারে' ভূষিত করেছে। মানবাধিকার সংস্থার দাবি, ফুটবলের বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে ফিফার উচিত অবিলম্বে এই ধরনের বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং টুর্নামেন্টের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

ফক্স-কে চ্যালেঞ্জ জানাতে দৌড়ে নেটফ্লিক্স, ডিজনি ও ইউটিউব

বিশ্বজুড়ে ফুটবল বিশ্বকাপের আকাশছোঁয়া ভিউয়ারশিপকে পুঁজি করতে আমেরিকার সম্প্রচার বাজারে এক বিশাল আর্থিক লড়াইয়ের আবহ তৈরি হচ্ছে। ২০৩০ এবং ২০৩৪ সালের পুরুষদের ফুটবল বিশ্বকাপের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্প্রচার স্বত্ব পেতে বর্তমান স্বত্বাধিকারী 'ফক্স'-কে চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রস্তুতি নিচ্ছে নেটফ্লিক্স, ডিজনি এবং অ্যালফাবেটের ইউটিউব। এই বিষয়ে অবগত ব্যক্তিদের সূত্র ধরে জানা গেছে, এই দুটি টুর্নামেন্টের প্রতিটির জন্য মিডিয়া সংস্থাগুলি প্রায় ১.৫ থেকে ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিশাল বাজেট নির্ধারণ করছে। ফিফা ইতিমধ্যেই প্রাথমিক আলোচনায় মিডিয়া সংস্থাগুলিকে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এবার আমেরিকার বাজারে ইংরেজি এবং স্প্যানিশ; দুই ভাষার সম্প্রচার স্বত্ব আলাদাভাবে বিক্রি না করে একটি একক প্যাকেজ হিসেবে বিক্রি করা হতে পারে। আর এই সিদ্ধান্তের ফলেই দরপত্র বা বিডিংয়ের লড়াই আরও তীব্র রূপ নিতে চলেছে। আগামী তিন মাসের মধ্যেই সম্ভাব্য মিডিয়া পার্টনারদের সাথে ফিফার আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। এই দৌড়ে ওটিটি জায়ান্ট আমাজন এবং অ্যাপল-ও যুক্ত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এর আগে চলতি ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য ফক্স ইংরেজি ভাষার স্বত্বের জন্য ৪৮৫ মিলিয়ন ডলার এবং এনবিসিইউনিভার্সালের টেলিমুন্ডো স্প্যানিশ ভাষার স্বত্বের জন্য ৬০০ মিলিয়ন ডলার দিয়েছিল। কিন্তু এবার দুই ভাষার স্বত্ব একসাথে বিক্রি হলে টেলিমুন্ডো বা এনবিসিইউনিভার্সাল ২ বিলিয়ন ডলারের এই বিশাল প্রতিযোগিতার দৌড় থেকে পিছিয়ে যেতে পারে। নেটফ্লিক্স, ডিজনি এবং ইউটিউব

> **বিশ্বজুড়ে ফুটবল বিশ্বকাপের আকাশছোঁয়া ভিউয়ারশিপকে পুঁজি করতে আমেরিকার সম্প্রচার বাজারে এক বিশাল আর্থিক লড়াইয়ের আবহ তৈরি হচ্ছে। ২০৩০ এবং ২০৩৪ সালের পুরুষদের ফুটবল বিশ্বকাপের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্প্রচার স্বত্ব পেতে বর্তমান স্বত্বাধিকারী 'ফক্স'-কে চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রস্তুতি নিচ্ছে নেটফ্লিক্স, ডিজনি এবং অ্যালফাবেটের ইউটিউব।**

প্রত্যেকেই বিশ্বকাপকে তাদের স্ট্রিমিং পরিষেবার গ্রাহক বাড়ানোর প্রধান হাতিয়ার হিসেবে দেখছে। ইতিমধ্যেই ২০২৭ ও ২০৩১ সালের মহিলা বিশ্বকাপের স্বত্ব নেটফ্লিক্সকে দিয়ে তাদের প্রতি আলাদা আগ্রহ দেখিয়েছে ফিফা।

যদিও ২০৩০ (মরক্কো, পর্তুগাল ও স্পেন) এবং ২০৩৪ (সৌদি আরব) সালের বিশ্বকাপের ম্যাচগুলির সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টাইম জোনের সাথে মিলবে না, তবুও ভিউয়ারশিপের রেকর্ড গ্রাফ দেখে লগ্নিকারীরা পিছপা হচ্ছেন না। চলতি বিশ্বকাপে আমেরিকা বনাম বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার ম্যাচটি ইংরেজিতে রেকর্ড ২৬ মিলিয়ন এবং স্প্যানিশে ৯.৮ মিলিয়ন মানুষ দেখেছেন। এমনকি আমেরিকা বনাম বেলজিয়ামের ম্যাচেও সম্মিলিত ভিউয়ারশিপ প্রায় ৪৭.৯ মিলিয়নে পৌঁছেছে বলে অ্যাডইমপ্যাক্ট-এর রিপোর্টে অনুমান করা হয়েছে। আমেরিকার বাইরের দলগুলির ম্যাচও (যেমন পর্তুগাল বনাম ক্রোয়েশিয়া) রেকর্ড ১১ মিলিয়ন দর্শক টেনেছে।

এই বিপুল ভিউয়ারশিপ এবং বিজ্ঞাপনের

বাজারের কথা মাথায় রেখেই আগামী বিশ্বকাপের সম্প্রচার স্বত্ব নিয়ে আমেরিকার কর্পোরেট মহলে এই মেগা লড়াই এখন সময়ের অপেক্ষা।

৭ গোল, ৫ রকমভাবে স্কোর

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ যত কোয়ার্টার ফাইনালের দিকে এগোচ্ছে, নরওয়ের স্ট্রাইকার আর্লিং হালান্ডের দাপট ততই বাড়ছে। চলতি বিশ্বকাপে তিনি একমাত্র খেলোয়াড় যিনি বাঁ পা, ডান পা, হেড, পেনাল্টি বক্সের ভেতর এবং বক্সের বাইরে থেকে গোল করার অনন্য নজির গড়েছেন। শেষ ষোলোর লড়াইয়ে ব্রাজিলের বিপক্ষে একটি বাঁ পায়ের শট এবং একটি দুর্ধষ হেডের মাধ্যমে তিনি এই অবিস্মরণীয় কীর্তি অর্জন করেন। চলতি আসরে এখনও পর্যন্ত ৩৬০ মিনিট মাঠে থেকে প্রতি ৯০ মিনিটে গড়ে ১.৭৫টি গোল করে মোট ৭বার প্রতিপক্ষের জালে বল জড়িয়েছেন হালান্ড। শক্তিশালী সেলেসাওদের বিপক্ষে তাঁর এই জোড়া গোল নরওয়েকে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে দিয়েছে। বিশ্বমঞ্চে তাঁর এই বহুমুখী প্রতিভা এবং নিখুঁত ফিনিশিং নিয়ে রীতিমতো চর্চা শুরু হয়েছে প্রাক্তন ফুটবলার ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন গোলরক্ষক জো হার্ট বিবিসি-কে জানিয়েছেন, 'সে দলের সমস্ত চাপ একাই সরিয়ে নিয়েছে। সে অত্যন্ত শান্ত, মাঠে নিজের কাজটা ঠিকমতো করছে এবং বিশ্বকাপের প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করছে'। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়কের কথায়, 'হালান্ড তাঁর গোটা দেশকে বিশ্বাস জুগিয়েছে যে তারা এই প্রতিযোগিতায় সত্যিই অনেক দূর যেতে পারে'। ২০২৬ বিশ্বকাপে হালান্ডের খেলার কৌশলে শারীরিক শক্তির পাশাপাশি এক উচ্চমানের মানসিক এবং স্থানিক বোঝাপড়ার মিশেল দেখা যাচ্ছে। ম্যাঞ্চেস্টার সিটিতে তিনি যেমন বল দখলে রাখা দলের মূল স্ট্রাইকার হিসেবে খেলেন, এখানে তাঁর ভূমিকা কিছুটা আলাদা। নরওয়ের ম্যানেজার স্টেল সোলবাকেন হালান্ডের শক্তির কথা মাথায় রেখে একটি ৪-৩-৩ প্রতি-আক্রমণ বা কাউন্টার-অ্যাটাকিং ছক তৈরি করেছেন। গত বছরের সেপ্টেম্বরে ফিফাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সোলবাকেন জানিয়েছিলেন, 'অন্য খেলোয়াড়রা জানে যে আর্লিং আমাদের সবচেয়ে বড় ম্যাচ-উইনার। আমাদের নিশ্চিত করতে হয় যাতে সে সঠিক জায়গায় বল পায়, যাতে গোল করে বিপদ তৈরি করতে পারে। সে মাটির খুব কাছাকাছি থাকা একটা ছেলে, যে রক্ষণের কাজেও সমানভাবে সাহায্য করতে চায়। নিজের আগে সে দলের কথা ভাবে।

বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ফ্রান্স, লক্ষ্যভেদে এমবাপে-দেম্বেলে

চলতি ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এর হাইভোল্টেজ কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে মরক্কোকে ২-০ গোলে হারিয়ে শেষ চারের টিকিট পাকা করল দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স। বোস্টন স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে ফরাসি শিবিরের হয়ে গোল দুটি করেন কিলিয়ান এমবাপে এবং উসমান দেম্বেলে। এই জয়ের ফলে টানা তিনবার বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ওঠার এক অনন্য নজির গড়ল 'লে ব্লুজ'রা। আগামী ১৪ জুলাই ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে তারা মুখোমুখি হবে স্পেন অথবা বেলজিয়ামের। ম্যাচের প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের ঝাঁজ বাড়ায় ফ্রান্স। ৫৯ মিনিটে ডেসিয়ার ডুয়ের পাস থেকে ডান পায়ের চমৎকার শটে ফরাসি

ব্রিগেডকে ১-০ গোলে এগিয়ে দেন অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপে। এর ঠিক ছয় মিনিট পরেই, অর্থাৎ ৬৫ মিনিটে এমবাপের বাড়ানো বল ধরে ডি-বক্সের বাইরে থেকে জোরালো শটে ব্যবধান ২-০ করেন উসমান দেম্বেলে। যদিও প্রথমার্ধেই লিড নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিল ফ্রান্স। ম্যাচের ২৭ মিনিটে পেনাল্টি আদায় করে নিলেও মরক্কোর গোলরক্ষক ইয়াসিন বুনুর দক্ষতায় গোল করতে ব্যর্থ হন এমবাপে। ভিএআর চেকের কারণে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর এমবাপের নেওয়া দুর্বল পেনাল্টি শটটি সহজেই রুখে দেন বুনু। ম্যাচের শেষদিকে চোটের কারণে ৭৬ মিনিটে

এমবাপেকে মাঠ ছাড়তে হয়, যা ফরাসি শিবিরের জন্য কিছুটা চিন্তার কারণ হতে পারে। অন্যদিকে, আসরের আগের ম্যাচগুলোতে মরক্কো যেভাবে লড়াকু ফুটবল উপহার দিয়েছিল, এই ম্যাচে তার কিছুই দেখা যায়নি। ফরাসি রক্ষণের সামনে আশরাফ হাকিমি, ব্রাহিম দিয়াজদের আক্রমণভাগকে একেবারেই ম্লান দেখিয়েছে। গোল খেয়ে পিছিয়ে পড়ার পরেও মরক্কোর খেলায় ম্যাচে ফেরার কোনও তাগিদ বা মরিয়া ভাব লক্ষ্য করা যায়নি। ফলে দ্বিতীয় গোল হজম করার পর তাদের ম্যাচ থেকে ছিটকে যাওয়া নিশ্চিত হয়ে যায়। এই হারের সাথে সাথেই চলতি বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিল আফ্রিকার শেষ প্রতিনিধি মরক্কো।

নয়া জামানা

ইরান

প্রকৃতির রঙে আঁকা এক অপার স্বর্গ

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের এক বিস্তৃত সম্ভার ইরান। উচ্চ পর্বতমালা ও বনভূমি থেকে শুরু করে স্বর্ণালি মরুভূমি এবং প্রাণবন্ত জলাভূমি সমৃদ্ধ এই দেশ প্রকৃতিপ্রেমীদের সব সময়ই আকর্ষণ করে। বন্যপ্রাণী পর্যবেক্ষণ থেকে শুরু করে নিরিবিলি পরিবেশে শান্ত অবকাশ, তারাদের নীচে অ্যাডভেঞ্চার সবই মিলবে এই দেশে।

পর্বত এবং উচ্চশৃঙ্গ

ইরানি প্ল্যাটোরে পর্বতমালাগুলো;বিশেষত জাগরোস এবং আলবোরজ;প্রাকৃতিক দৃশ্যপটের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্য। আলবোরজ পর্বতমালা উত্তর ইরানের দিকে প্রসারিত, যা কেন্দ্রীয় প্ল্যাটো এবং কাসপিয়ান সাগরের ধনী ভূমির মধ্যে প্রাকৃতিক সীমারেখা তৈরি করে।এ অঞ্চলের অন্যতম বিখ্যাত শৃঙ্গ হলো মাউন্ট দামাভান, যা ইরানের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এবং এশিয়ার সর্বোচ্চ আগ্নেয়গিরি, যা ৫,৬১০ মিটার উচ্চ। এটি পূর্ব হেমিস্ফিয়ারের তৃতীয় সর্বোচ্চ আগ্নেয়গিরি, কিলিমাঞ্জারো এবং এলব্রাসের পরে।এই শৃঙ্গ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে পর্বতারোহীদের আকর্ষণ করে এবং তুষারময় চূড়া থেকে মনোমুগ্ধকর দৃশ্য উপহার দেয়।জাগরোস পর্বতমালা দেশের উত্তরপশ্চিম থেকে দক্ষিণপশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত এবং সমানভাবে চিত্তাকর্ষক। এই দুর্গম পর্বতসমূহে সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য, নদী এবং মনোরম উপত্যকা রয়েছে। হাইকিং, পর্বত ট্র্যাকিং এবং প্রকৃতিপথ অন্বেষণের জন্য এটি চমৎকার সুযোগ দেয়। ঠান্ডা পর্বতীয় বাতাস এবং শান্ত পরিবেশ জাগরোসকে প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য আবশ্যক গন্তব্যে পরিণত করেছে।

মরুভূমি এবং অনন্য ভূদৃশ্য

সবুজ বন এবং উঁচু পর্বতের বিপরীতে ইরানে বিস্তৃত এবং চোখে পড়া মরুভূমি রয়েছে। দাশতে লুট এবং দাশতে কাভির মরুভূমি দেশের সবচেয়ে অনন্য প্রাকৃতিক স্থানগুলোর মধ্যে।লুট মরুভূমি (দাশতে লুট) একটি ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান এবং এর বিশাল বালির টিলা, লবণাক্ত সমভূমি এবং নাটকীয় পাথুরে গঠন (কালুটস) দিয়ে পরিচিত। কিছু অঞ্চলে দিনের তাপমাত্রা অত্যন্ত উচ্চ হতে পারে, আর রাতের আকাশ তারাপ্রেমীদের জন্য এক স্বর্গ।দাশতে কাভির, বা 'গ্রেট সল্ট মরুভূমি', বিস্তৃত লবণভূমি এবং ঝলমলে আকাশ প্রদর্শন করে। এর প্রশস্ত খোলা জায়গা নিঃসঙ্গতা এবং শান্তির অনুভূতি দেয়। এখানে মরুভূমি সাফারি, ক্যামেল ট্রেক বা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত উপভোগ করা যায়।কশান শহরের কাছে, মারানজাব মরুভূমি আরও একটি সুন্দর এবং সহজলভ্য মরুভূমি অভিজ্ঞতা প্রদান করে। উঁচু বালির টিলা, ঋতুভেদী জলাভূমি এবং চরম পরিবেশে অভিযোজিত বন্যপ্রাণী দেখা যায়, যা অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য চমৎকার গন্তব্য।

সবুজ বন এবং ধানের খেত

উত্তর ইরানে প্রকৃতির গল্প বদলায়, মরুভূমি থেকে উর্বর সবুজে। কাসপিয়ান সাগরের দক্ষিণ তীর বরাবর গিলান, মাযন্দারান, এবং গোলেস্তান প্রদেশে ঘন বন, ঠান্ডা পর্বতীয় ঝর্ণা, চা বাগান এবং অগোছালো ধানের খেত বিস্তৃত।হিরকানিয়ান বন, যা ২৫ মিলিয়ন বছরের পুরনো। এই বন বিরল বন্যপ্রাণী যেমন পার্সিয়ান চিতা ধরে রাখে এবং হাইকিং, পাখি পর্যবেক্ষণ এবং প্রকৃতি ফটোগ্রাফির জন্য স্বর্গ।

শান্ত হ্রদ এবং জলাভূমি

ইরানের প্রাকৃতিক জলাভূমি মরুভূমি ও পর্বত হাইকিং ও বিশ্রামের জন্য চমৎকার। পশ্চিম জাগরোস পর্বতের জারিবার হ্রদ, যা বন এবং পাহাড়ের মাঝে একটি প্রাকৃতিক রত্নের মতো। মাউন্ট দামাভানের কাছে লেক তার, ৩,০০০ মিটার উঁচুতে, স্পষ্ট জল এবং পরিচ্ছন্ন বাতাসের কারণে হাইকিং ও প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য চমৎকার গন্তব্য।

সৈকত এবং দ্বীপ

ইরানের সৈকতও অভ্যন্তরীণ প্রকৃতির মতো বৈচিত্র্যময়। কাসপিয়ান সাগরের বালিয়াড়ি সূর্যস্নান, সাঁতার এবং সমুদ্রের বিশ্রামের জন্য উপযুক্ত।দক্ষিণে, পার্সিয়ান উপসাগর এবং ওমান উপসাগর উষ্ণ জল এবং চমৎকার দ্বীপ প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রদর্শন করে। হরমুজ দ্বীপ তার লাল সৈকত এবং রঙিন চূড়ার জন্য বিখ্যাত। কেশ্ম দ্বীপ অনন্য পাথুরে গঠন, 'ভ্যালি অফ স্টারস' এবং হারা ম্যাংগ্রোভ বনসহ সমুদ্র জীববৈচিত্র্য অন্বেষণের জন্য আদর্শ।

নদী, উপত্যকা এবং ঝর্ণা

দেশজুড়ে নদী উপত্যকা এবং ক্যানিয়ন রয়েছে, যা সমভূমি ও পর্বতের বাইরেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখায়। যেমন, লোরেস্তান প্রদেশের শিরেজ ক্যানিয়ন, একটি গভীর, বাঁকানো উপত্যকা। ইরানের অনেক নদী প্রাকৃতিক ঝর্ণার জল সরবরাহ করে, যা পিকনিক এবং প্রকৃতির সংযোগের জন্য আদর্শ। দক্ষিণ-পশ্চিম ইরানের কারুন নদী এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলের জায়ান্দেহ রুদ তাজা জল সরবরাহ করে।

ঋতুভেদী বৈচিত্র্য এবং ভ্রমণ পরামর্শ

ইরানের প্রাকৃতিক স্থানগুলোর সবচেয়ে চমৎকার দিক হলো ঋতুভেদী ভিন্নতা। শীতকালে পর্বত ঢালগুলো স্কি রিসর্টে রূপান্তরিত হয়। বসন্ত ও গ্রীষ্মে সেই পাহাড়গুলো হ্রদ, ঝর্ণা এবং বন্যফুলে ভরে। উত্তরাঞ্চলে বৃষ্টি বন স্ট্রিমকে জীবন দেয়, মরুভূমি অঞ্চলে আকাশ পরিষ্কার থাকে।প্রকৃতিপ্রেমীরা প্রায় যেকোনো সময় ইরান ভ্রমণ করতে পারেন এবং চমৎকার অভিজ্ঞতা পাবেন। বসন্ত ও শরৎ হাইকিং এবং বাইরের কার্যকলাপের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।